লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭১ বর্ষ ■ ১৮তম সংখ্যা

১৭ চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ ■ ৩ রবিউস সানি, ১৪৩০ হিজরি
৩১ আমান, ১৩৮৮ হি. শা. ■ ৩১ মার্চ, ২০০৯ ঈসাব্দ

আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ১৯০৮-২০০৮

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

- হুযূর (আই.) এর- জুমুআর খুৎবা
- মহান আলাহ তাআলা সকল গুণাবলীর আধার
- প্রসঙ্গ ঃ বিবাহ-শাদী
- প্রবিত্র মাস রবিউল আউয়াল অতিবাহিত হলো -
- ইলেকট্রনিক মিডিয়া যথার্থ ভূমিকা রাখলো কী!

১০ম আঞ্চলিক
সালানা জলসা ২০০৯
কিশোরগঞ্জ অঞ্চল

২য় আঞ্চলিক
সালানা জলসা ২০০৯
জামালপুর অঞ্চল

সম্পাদকীয়

মহান মসীহ্ মাওউদ দিবস
নবোদ্যেমে অঙ্গীকার গ্রহণের দিন

ঐতিহাসিক ২৩শে মার্চ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৮৮৯ সনের এই দিনে প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) খোদা তাআলার ঐশী বাণী মোতাবেক লুধিয়ানা শহরে বয়আত নেয়া শুরু করেছিলেন আর এতে চল্লিশ জন পবিত্রাত্মা ব্যক্তি তাঁর পবিত্র হস্তে বয়আত নেন। এই বয়আতের মধ্য দিয়ে সেদিন ইসলামের এক নতুন যাত্রা, নতুন জাগরণের সূচনা হয় এবং রসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পায়।

যে জামা'তের যাত্রা নিভৃত এক গ্রাম কাদিয়ান থেকে শুরু হয়েছিল সে জামা'ত তার জীবদ্দশাতেই পুরো ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যায় আর এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার লোকদের কাছেও তাঁর দাওয়াত পৌঁছে যায়। আজ তাঁর রোপিত জামা'ত শুধু মাত্র ভারতবর্ষে নয় বরং পৃথিবীর ১৯৩টি দেশে ছড়িয়ে গেছে এবং দিনের পর দিন তা বেড়েই চলছে। তাঁর সত্যতার নিদর্শন আমরা অনেক দেখেছি এবং আজও দেখছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তির ঐতিহাসিক ভাষণে এ প্রসঙ্গে বলেন, *"মুহাম্মদী মসীহ্র স্বপক্ষে কত মহিমার সাথে খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এক বিশাল জনগোষ্ঠী তা প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের ঔদ্ধত্য এবং নীচ কামনা-বাসনাকে তাদের মুখে ছুঁড়ে মারা হয়েছে। যে সব পুস্তকাদি জ্বালিয়ে দিতে প্ররোচনা দেয়া হচ্ছিল তা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে আজ পুণ্যবানদের পথ-নির্দেশনার মাধ্যম হচ্ছে। ইতিহাস থেকে যে ব্যক্তির নাম মুছে ফেলার কথা চলছিল আজ তাঁর জয়ধ্বনি ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর নাম, ছবি ও লেখা ইথারের মাধ্যমে আজ পৃথিবীর সব অঞ্চলে, প্রতিটি ঘরে পৌঁছুচ্ছে।*

এ সম্পর্কে তিনি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা যে অনুগ্রহ করেছেন এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির নতুন লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করি? এ অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে বয়আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশী যত্নবান হই? আল্লাহ্ তাআলার এই অনুগ্রহের কারণে খিলাফতের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের মানকে ক্রমশঃ উন্নত করতে থাকি। এই অনুগ্রহের ফলশ্রুতিতে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সুর-মূর্ছনা আপন-পর সবার মাঝে ছড়িয়ে দিই। এসব পুণ্য অবলম্বন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশই আমাদের জীবনের নিশ্চিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্প্রীতি ও ভালবাসার প্রস্রবণ আমাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হওয়া আবশ্যক। অঙ্গীকার পূর্ণ করা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করার নতুন-নতুন পথ ও পন্থা অবলম্বন করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এসব করতে পারলে আমরা এই ঐশী পুরস্কারের যথাযথ মূল্যায়নকারী হিসাবে পরিগণিত হবো। আর যখন এমনটি হবে, তখন আমরা স্থায়ী খিলাফতের কল্যাণ অবিরাম ধারায় লাভ করতে সক্ষম হবো। আর আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহের বিরামহীন বারিধারা আমাদের ওপর বর্ষিত হতে থাকবে।

৩১ মার্চ ২০০৯

সূচী পত্র

সূচী পত্র	পৃষ্ঠা নং
● কুরআন শরীফ	২
● হাদীস শরীফ	৩
● অমৃত বাণী	৪
● জুমুআর খুতবা ঃ *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	৫-৯
● জুমুআর খুতবা ঃ *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)*	১০-২০
● মহান আল্লাহ্ তাআলা সকল গুণাবলীর আধার — মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	২১-২৯
● প্রসঙ্গ ঃ বিবাহ-শাদী — মাওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান	৩০-৩৩
● পবিত্র মাস রবিউল আউয়াল অতিবাহিত হলো– ইলেকট্রনিক মিডিয়া যথার্থ ভূমিকা রাখলো কী! — মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৪
● স্থানীয় জামা'তের সালানা জলসার প্রতিবেদন	৩৬-৩৭
● সংবাদ	৩৭-৩৯
● কৃষি পাতা	৪০

প্রচ্ছদ : তারেক আহমদ (সবুজ)

অতএব, হে আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আর আমার প্রিয় ব্যক্তিবর্গের প্রিয়রা! তোমরা জাগ্রত হও!! এই পুরস্কার সুরক্ষার জন্য নতুন এক উদ্দীপনা ও চেতনা নিয়ে নিজেদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিনত থেকে, তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়। কেননা, এরই মাঝে তোমাদের জীবন নিহিত। তোমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবনও এতেই। আর এর মাঝেই নিহিত মানবতার স্থায়িত্ব। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের ও আমাকে সেই সৌভাগ্য দান করুন যেন, আমরা স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারি। আল্লাহুম্মা আমীন।

লক্ষ প্রাণের দামে কেনা স্বাধীনতা অমর হোক

মার্চ বাঙালির গৌরব ও ঐতিহ্য মন্ডিত মাস। বাঙালির প্রাণের স্পন্দন এ স্বাধীনতা, আত্মদানের মধ্য দিয়ে অর্জিত। এ এক দিনের ইতিহাস নয়, এ ইতিহাস দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের ইতিহাস। এ ইতিহাস বাঙালির মন ও মননে সদা জাগরুক। ২৫শে মার্চের কাল রাতে নিরীহ দেশবাসীর ওপর হানাদার বাহিনী বর্বরোচিত হামলা চালালে বীর বাঙালি অবতীর্ণ হয় সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধে। ২৬শে মার্চ ঘোষিত হয় মহান স্বাধীনতা।

তাই মার্চ মাস এলেই বাঙালি জাতি নতুন করে জেগে ওঠে। অগ্নিঝরা এ মাস বাঙালির স্মৃতিতে অমলীন, অম্লান। ১৯৭১-এর আন্দোলন, একটি জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্তি লাভের আন্দোলন। যার সফলতায় এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি ভূখন্ড, একটি স্বাধীন পতাকা ও একটি স্বাধীন দেশ। তাই, এর মর্যাদা রক্ষায় আমরা অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সদা জাগরুক থাকবো। ইনশাআল্লাহ্!

কুরআন শরীফ

সূরা হূদ-১১

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا
اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۴۲﴾

৪২। সে বললো, 'তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি এবং এর স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'

وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى
نُوْحُ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَ
لَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩। আর এটা তাদের নিয়ে পর্বতসম ঢেউয়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চললো। আর পৃথক এক স্থানে অবস্থানরত তার পুত্রকে নূহ্ ডেকে বললো, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফিরদের দলভুক্ত হয়ো না।'

قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ قَالَ
لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ
بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ﴿۴۴﴾

৪৪। সে বললো, 'আমি এখনই এক পাহাড়ে আশ্রয় (খুঁজে) নিব[১৩১৭] যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। সে বললো, 'আজ আল্লাহ্‌র (আযাবের) সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করার কেউ নেই। তবে যার প্রতি তিনি দয়া করেন (সে-ই আজ রক্ষা পাবে)'। আর (ইতোমধ্যে) তাদের উভয়ের মাঝে একটি ঢেউ আড়াল হয়ে দাঁড়ালো এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্গত হয়ে গেলো।

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ
وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ
وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫। আর বলা হলো, 'হে মাটি! তুমি তোমার পানি গিলে নাও এবং হে আকাশ! তুমি (বারি বর্ষণে) ক্ষান্ত হও।' আর পানি শুকিয়ে দেয়া হলো। আর (এভাবেই) বিষয়টির ইতি টানা হলো। আর নৌকা জূদী[১৩১৭-ক] পাহাড়ে এসে স্থির হলো। আর ঘোষণা দেয়া হলো, 'অপরাধী জাতির ধ্বংস অবধারিত।'

১৩১৭। এই আয়াতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নূহ (আ.) ও তাঁর জাতি যে দেশে বাস করতে তা পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। 'জাবল' শব্দটি সাধারণ বিশেষ্য পদে ব্যবহৃত হয়ে এটাই ব্যক্ত করছে যে, সে সকল পর্বতপুঞ্জ দ্বারা বেষ্টিত ছিল, যার ওপরে নূহ (আ.)-এর পুত্র আশ্রয় গ্রহণ করে নিরাপদে থাকার আশা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে এলাকা পর্বত-প্রাচীরের মধ্যে এক উপত্যকা বিশেষ ছিল। এ রকম স্থানে মুসলধারে অবিরাম বর্ষণের ফলে অতি দ্রুত প্লাবিত হবে এটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

১৩১৭-ক। 'আল-জুদী' পর্বত–বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইয়াকুত্ আলহাম ওয়াই-এর মতে জুদী হচ্ছে এক সুদীর্ঘ পর্বতমালা যা মোসুল প্রদেশের টাইগ্রিস বা দজ্‌লা নদীর পুর্বদিকে অবস্থিত (মু'জাম)। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ মিঃ সেল বলেছেন, 'আলজুদী' ঐ সব পর্বত মালার অন্যতম যা দক্ষিণ আর্মেনিয়াকে মেসোপটেমিয়া থেকে পৃথক করেছে এবং এটা আশিরিয়ার ঐ অংশ যেখানে প্রাচীন কার্ড্স (Cards) জাতির বসবাস ; তাদেরই নামানুসারে পর্বতটির নাম কার্ডু (Cardu) বা গার্ডু (Gardu) রাখা হয়েছিল। কিন্তু গ্রীকেরা এটাকে গোড়দোই (Gordyoei) নামে পরিবর্তিত করেছে।

হাদীস শরীফ

যুগ-ইমাম

কুরআন ঃ

নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি এক রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ যেরূপে আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রসূল প্রেরণ করেছিলাম (সূরাতুল মুয্যাম্মিল ঃ ১৬)।

হাদীস ঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যে, তাদের জন্য তাদের ধর্মকে পুনর্জীবিত করবে, (অর্থাৎ উম্মতের মাঝে যে বি'দাত সৃষ্টি হবে তা সংশোধন করবে) (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, বাবুল মালাহেম)।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই উম্মত বড়ই সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। আল্লাহ্ তাআলার সদয় দৃষ্টি এই উম্মতের প্রতি সর্বদা থাকবে। তিনি এই উম্মতকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখবেন না। যখনই তিনি প্রয়োজন অনুভব করবেন এই উম্মতের সংশোধনের জন্য তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে দাঁড় করাবেন।

কুরআন ও হাদীসের এত স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আজ এ উম্মতের অনেকেরই ধারণা যে, এই উম্মতের দুর্দশা লাঘবের জন্য যে কোন ব্যক্তির আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এই বিশ্বাস কুরআন ও হাদীস বিরোধী। অপরদিকে অনেকেই বড় গলায় দাবী করেন, নতুন কোন ব্যক্তি আসতে পারবে না তবে পুরাতন নবী হযরত ঈসা (আ.) আসবেন। এটা কুরআন ও হাদীস বিরোধী বিশ্বাস। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) স্পষ্ট বলেছেন, এই উম্মতের মধ্য হতে এদের সংস্কারক আবির্ভূত হবেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মহদী (আ.) মসীহ্ মাওউদ বলেন, হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! তোমরা আশ্চার্যান্বিত হয়ো না যে, খোদা তাআলা এমন প্রয়োজনের সময়ে এবং এই গভীর অন্ধকারের যুগে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রেরণ করেছেন। সর্ব সাধারণের কল্যাণার্থে বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্য এবং হযরত খায়রুল আনামের [(সৃষ্টির সেরা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-অনুবাদক] নূর প্রচারের উদ্দেশ্যে, এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করার মানসে তিনি তাঁর এক বান্দাকে জগতে প্রেরণ করেছেন। বরং আশ্চর্যের বিষয় এটাই হতো যে, সেই খোদা যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, যিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করবেন এবং এটাকে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও জ্যোতির্বিহীন হতে দিবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি এই অন্ধকার দর্শন করে এবং ভিতর ও বাইরের আপদসমূহ দেখেও চুপ করে থাকতেন। এবং নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করতেন যা তিনি তাঁর বাণীতে জোরদার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আমি পুনরায় বলছি যে, যদি এই পবিত্র রসূলের সেই পরিষ্কার ও অতি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকতো যাতে তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা এমন এক বান্দাকে সৃষ্টি করবেন যিনি তাঁর ধর্মকে নব জীবন দান করবেন"–তবেই এটা বিস্ময়ের বিষয় হতো। অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় বরং হাজার কৃতজ্ঞতা বা খোদা তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ এবং ঈমান ও একীন বৃদ্ধি করার সুযোগ যে, খোদা তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করে আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এক মিনিট বিলম্ব ঘটতে দেন নি।

আল্লাহ্ করুন যেন উম্মতে মুহাম্মদীয়া যুগ ইমামকে চিনে তার হাতে বয়াত হয়ে উম্মতে ওয়াহেদাতে রূপান্তরিত হয়, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আমার দাবী অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়

বর্তমান শতাব্দীর সংস্কারকরূপে অবতীর্ণ হয়েছি বলে আমার যে দাবী, তা সহজেই বুঝা যায়। আমি জোরের সাথে বলছি যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে মা'মুর (আদিষ্ট ধর্ম-সংস্কারক) করেছেন। আমার এই দাবীর পর বাইশ (বর্তমানে ১২০-প্রকাশক) বৎসরের বেশি সময় অতীত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে আমি আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য পেয়েছি। তোমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবার জন্য আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এটা যথেষ্ট। কারণ, অনাচার দুর করব বলে আমি যে মুজাদ্দিদ হবার দাবী করেছি, তা কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সাব্যস্ত। আজ যারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে বস্তুতঃ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে। আমার স্থলে আর কাউকেও ধর্ম-সংস্কারকরূপে দেখিয়ে দিয়ে, আমাকে মিথ্যাবাদী বলবার কোন অধিকার তাদের নাই। কারণ সর্বত্র অনাচার দেখা দিয়েছে এবং যুগের অবস্থা বলে দিয়েছে যে, ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাব আবশ্যক। কুরআন শরীফ সাক্ষ্য দেয় যে, এইরূপ অনাচারের সময় তার হেফাযতের জন্য ধর্ম-সংস্কারক এসে থাকেন। হাদীস বলে দেয় যে, প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় মুজাদ্দিদ আসেন। সুতরাং যখন ধর্ম সংস্কারের আবশ্যকতা আছে, তখন এই আবশ্যকতা ও বিধান অনুযায়ী যিনি এসেছেন, তাঁকে গ্রহণ না করবার পথ মাত্র দু'টি - হয় অন্য কোন সংস্কারক দেখিয়ে দিতে হবে, আর না হয় কুরআন ও হাদীসের এই সমূদয় বাণীকে মিথ্যা বলতে হবে"।

(তবলীগে হক বক্তৃতার অংশ বিশেষ)

"আমি ঢাকের নিনাদে ঘোষণা করছি যে, খোদা আমাকে যা কিছু দিয়েছেন তার সবই ইমামতের নিদর্শনস্বরূপ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এরূপ ইমামতের নিদর্শন দেখাবে এবং প্রমাণ করবে যে, মর্যাদায় সে আমার ওপর শ্রেষ্ঠতর তা হলে আমি তার নিকট বয়আতের জন্য হস্ত প্রসারিত করে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু খোদার প্রতিশ্রুতি কখনও টলে না। তাঁর মোকাবেলা করবার ক্ষমতা কারও নাই।"

(জরুরতুল ইমাম পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৬, বাংলা সংস্করণ)

হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হবে না যে, খোদা তাআলা এমন প্রয়োজনের সময়, গভীর অন্ধকারের দিনে এক স্বর্গীয় জ্যোতি অবতীর্ণ করেছেন এবং সর্বসাধারণের হিতার্থে বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করবার জন্য খায়রুল আনাম [হযরত মুহাম্মদ (সা.)]-এর নূর প্রচার করবার জন্য এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে তিনি এ বান্দাকে জগতে প্রেরণ করেছেন......এখন সত্যের বিজয় হবে এবং ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জ্বলতার দিন আসবে যা পূর্বে ছিল এবং সেই সূর্য পুনরায় স্বীয় গৌরব সহকারে উদিত হবে যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল। (ফতেহ ইসলাম)

আজও যেসব আহমদী কুরবানী করছেন নিশ্চিতরূপে তারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পুরস্কার বা উত্তম প্রতিদান পাবেন

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

[بسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين * الرَّحْمَنِ الرَّحِيم * مَالِك يَوْمِ الدِّين * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ] (آمين)

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৬মার্চ, ২০০৯-এর (৬ আমান, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন সময় জামা'তকে যে নসীহত করেছেন এতে তিনি জামা'ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন আর পাশাপাশি জামাতের সদস্যদের দায়িত্বের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এরপর এসব দায়িত্ব পালন এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কৃত চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে জামা'তের উপর আল্লাহ্ তা'লা কি পরিমান ফযল বর্ষণ করবেন তার প্রতিশ্রুতিও আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ও তাঁর জামা'তকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তকে কত উন্নতি দিবেন তাও তাঁকে জানিয়েছেন। এর সূত্রে এখন আমি আপনাদের সম্মুখে কিছু কথা তুলে ধরবো, যাতে আমাদের দায়িত্বের প্রতি আমরা সচেতন থাকি এবং এ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারি। সেসব কল্যাণের উত্তরাধিকারী হতে পারি যা জামা'তের সাথে যুক্ত থাকার ফলে আমরা লাভ করবো। জামা'ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'এই যুগও আধ্যাত্মিক যুদ্ধের যুগ, শয়তানের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। শয়তান স্বীয় প্রতারণা এবং পুরো শক্তি দিয়ে ইসলামের দুর্গের উপর আক্রমণ করছে এবং সে ইসলামকে পরাস্ত করতে চাইছে। কিন্তু খোদা তা'লা এখন শয়তানের সর্বশেষ যুদ্ধে তাকে চিরকালের জন্য পরাস্ত করার নিমিত্তে এই জামা'তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।'** তিনি (আ.) বলেন, **'সৌভাগ্যবান তিনি যিনি একে চিনতে পারেন বা শনাক্ত করেন।'**

আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ, কেননা তিনি তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাদেরকে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার তৌফিক দিয়েছেন। আমাদের মধ্য হতে অনেককে তাদের পূর্বপুরুষের পুণ্যের কল্যাণে এই জামা'তকে চেনার তৌফিক দিয়েছেন এবং আমরা আহমদী পরিবারে জন্ম নিয়েছি। আবার অনেককে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বয়'আত করে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার তৌফিক দিয়েছেন। এই জামা'ত আজ পর্যন্ত ক্রমবর্ধনশীল আর বাড়তেই থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আমরা যেন সেই বিশেষ দলভুক্ত হই যারা শয়তানের বিরুদ্ধে ইসলামের সর্বশেষ যুদ্ধে জয়ী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়েছে। একারণেই আজ আমাদের মধ্য হতে অনেককে বিভিন্ন দেশে কঠিন পরিস্থিতি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়, কেননা আমরা এ যুগের ইমামকে মেনেছি। কিন্তু একটি মহান উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে আমাদের এই সামান্য ত্যাগ কোনই মূল্য রাখে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে সর্বদা এসব পরীক্ষা ও বিপদাপদ সম্পর্কে অবহিত

করেছেন। যা তাঁর অগণিত রচনায় আজও আমাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। বিপদাপদ আসবে, তোমাদের পরীক্ষা করা হবে এবং এর পরিণতি সম্পর্কে আমাদেরকে তিনি সুসংবাদও প্রদান করেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, '**এ সময় আমাকে যারা মেনেছেন তাদেরকে বাহ্যত নিজ প্রবৃত্তির সাথে চরম যুদ্ধ করতে হচ্ছে। অনেক সময় তার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সে ছিন্ন হতে দেখবে। তার পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে বাঁধা বা অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে, তাকে গালি-গালাজ শুনতে হবে, তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করা হবে। কিন্তু তিনি এসব কিছুর বিনিময় বা প্রতিদান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাবেন।**' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে কথা বলে গেছেন বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশে তা আমরা হুবহু পূর্ণ হতে দেখছি। আর আজও যেসব আহমদী কুরবানী করছেন নিশ্চিতরূপে তারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পুরস্কার বা উত্তম প্রতিদান পাবেন। বর্তমানে বিশেষভাবে পাকিস্তানে এবং পাকিস্তানের পর ভারতেও অ-আহমদীরা নবাগত আহমদীদের উপর চরম যুলুম-নির্যাতন করছে। বিশেষভাবে ভারতে এমনটি হচ্ছে। পাকিস্তানেও নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পর আহমদীদের সাথেকৃত সর্ব প্রকার যুলুম-নির্যাতনকে সেখানে সওয়াবের কারণ মনে করা হচ্ছে। মৌলভীদেরকে সরকার প্রকাশ্য স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে, এদের ষড়যন্ত্র এবং নির্যাতনের নীলনকশা চরম ভয়াবহ। এমনিতেই বর্তমানে দেশে কোন আইন নেই, বেআইনি যুগ চলছে। নামমাত্র যে আইন আছে তাও আহমদীদের পক্ষে কোনপ্রকার সাহায্যে আসে না। এটিও আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা, যখনই এরা জামা'তের বিরুদ্ধে চরম কোন ষড়যন্ত্র আঁটে তখন খোদা তা'লা তাদের ষড়যন্ত্র তাদের উপরই উল্টে দেন। অর্থাৎ এটি তাদের জন্য বুমেরাং হয়। গত কয়েক বছর যাবৎ আমরা এমনই ঘটতে দেখছি। বর্তমান দিনগুলোতেও বাহ্যত এটিই পরিদৃষ্ট হচ্ছিল, জামা'তের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র আঁটতে যাচ্ছিল কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা দেশের মধ্যে এমন হুলস্থুল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যে তারা স্বয়ং এখন বিপদে পড়েছে। অতএব যেখানেই আহমদীরা নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন, আপনার স্মরণ রাখুন এটি শয়তানের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আপনারা সেই বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন যা এ যুগের ইমাম গঠন করেছেন। তাই নিজ ঈমানকে দৃঢ় করে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দৃঢ় পদক্ষেপ এবং অবিচলতা কামনা করত সর্বদা এবং প্রতি মুহূর্তে ধৈর্য এবং বীরত্ব প্রদর্শন করুন। আল্লাহ্ তা'লার সমীপে অধিক বিনত হোন। চূড়ান্ত বিজয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তই লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। যেভাবে তিনি (আ.) বলেছেন, **এই শয়তানী এবং বিদ্রোহী শক্তিকে পরাভূত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।** কিন্তু একটি বিষয় আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে আর তা হলো, বহিঃশত্রুকে পরাস্ত করার জন্য অভ্যন্তরীণ শত্রু এবং শয়তানকে দমন করতে হবে। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যুক্ত থাকার ফলেই আমাদের বিজয় বা সফলতা আসবে, বাহ্যিক কোন উপকরণ দ্বারা নয় বরং দোয়ার মাধ্যমে । আর দোয়া গৃহীত হবার জন্য স্বয়ং নিজেকে খোদা তা'লার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করা প্রয়োজন। এ জন্য নফসের জিহাদ আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) আমাদেরকে বলেন, '**প্রবৃত্তির তাড়না শির্‌কসম। এটা হৃদয়কে পর্দাবৃত করে। যদি মানুষ বয়'আত করে তারপরও এটি তার জন্য হোঁচটের কারণ হয়।**' অর্থাৎ ব্যক্তিস্বার্থ শির্‌ক আর এর ফলে হৃদয় আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে, যদিও সে বয়'আত করুক না কেন। মানুষ বুঝে-শুনে বয়'আত করে। অনেক পুরনো আহমদী আছেন কিন্তু এরপরও এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটে যা হোঁচটের কারণ হয়। তিনি (আঃ) বলেন, '**আমাদের জামা'তের শিক্ষা হচ্ছে, মানুষ যেন প্রবৃত্তির তাড়না পরিহার করে বিশুদ্ধচিত্তে খাঁটি তৌহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।**' সুতরাং একজন আহমদীর জন্য আবশ্যক, সর্বপ্রকার ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে আপন হৃদয়কে পবিত্র করে আল্লাহ্ তা'লার তৌহীদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত হওয়া।

তিনি (আ.) বলেছেন, বয়'আত করা সত্ত্বেও অনেকে হোঁচট খায় কেননা তারা বয়'আত করার সত্যিকার উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করে না। বয়'আতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিপূর্ণরূপে স্বয়ং নিজেকে খোদার অধীনস্ত করা এবং আপন হৃদয়কে সর্বপ্রকার শির্‌ক থেকে মুক্ত করা। তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, '**আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বকে খোদাভীরু এবং পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাতে ইচ্ছে করেছেন আর এ উদ্দেশ্যেই তিনি এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি পবিত্রতা কামনা করেন এবং একটি পূত-পবিত্র জামা'ত গঠন করাই তাঁর অভিপ্রায়।**' সুতরাং বর্তমান বিশ্বে নির্লজ্জতা চরম রূপ ধারণ করেছে। আল্লাহর্ অধিকার প্রদানের প্রতি কারো মনোযোগ নেই আর আল্লাহ্‌র বান্দার প্রাপ্য অধিকারের প্রতিও কারো কোন দৃষ্টি নেই। সর্বত্র নৈরাজ্য ও অশান্তি বিরাজমান। মুসলমানরা খোদার নাম নিয়ে অপর মুসলমানদের গলা কাটছে, ধর্মের নামে কাটছে। একদিকে

এই ধ্বনি উচ্চকিত করছে, ইসলামের নামে যে দেশ আমরা অর্জন করেছি সেখানে খোদার অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। অপরদিকে ধর্মের নামে, ব্যক্তিস্বার্থে কলেমা পাঠকারীদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা হচ্ছে। আজ সমগ্র বিশ্বে স্বেচ্ছাচারী ও বর্বর একটি দেশ হিসেবে পাকিস্তান পরিচিতি লাভ করছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দেশের প্রতি দয়া করুন। এই দেশ গঠন করার পিছনে জামা'ত যে অনেক কুরবানী করেছে এটি প্রত্যেক পাকিস্তানী আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত। অতএব আজ এই দেশকে যদি কেউ রক্ষা করতে পারে তাহলে এই পাপাচারিতা, নৈরাজ্য ও অত্যাচারের সমুদ্রে কেবল একটি নৌকা আছে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তৈরী করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ আমরা এতে আরোহণ করেছি। সুতরাং একটি বিশেষ চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে স্বয়ং আমাদেরকে এর যাত্রী হবার উপযুক্ত হতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিনত হয়ে স্বজাতির জন্য বিশেষ দোয়া করা প্রয়োজন, যাতে তারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায় এবং নামধারী নেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজ জীবন এবং দেশের অস্তিত্বকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেয়। যাইহোক, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব একজন আহমদীর উপর ন্যস্ত হয় আর বিশেষভাবে পাকিস্তানী আহমদীর উপর, কেননা সেখানকার পরিস্থিতি চরম ভয়াবহ। এছাড়া বিশ্বের যেখানেই অবস্থা সঙ্গীন, যদিও সাধারণভাবে পরিস্থিতি সর্বত্রই খারাপ মনে হচ্ছে। আহমদীদেরকে বিশেষভাবে এর প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। সেসব আহমদী, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছেন তারা অনেক সময় আহমদী হবার উদ্দেশ্য ভুলে বসে এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত পার্থিব কর্মে জড়িয়ে পড়ে। অনেক অভিযোগ আসে, জামা'তী রীতি-নীতি এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না। তৌহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইবাদত করা এবং নামাযের হিফাযত করা, এর প্রতি যথার্থ মনোযোগ দেয়া হয় না। অতএব বড়ই ভয়ের ব্যাপার হবে, আমাদের মধ্য হতে কোন একজনের দুর্বলতাও যেন তাকে আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশের সত্যায়নকারী না বানায়,

لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ

'সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়,

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

(সূরা হূদ:৪৭) নিশ্চয় সে অতি অসৎকর্মপরায়ণ।' আল্লাহ্ না করুন, আল্লাহ্ না করুন খোদা তা'লার দৃষ্টিতে কখনই কোন বয়'আত গ্রহণকারীর পদমর্যাদা যেন এমন না হয়। একথা শুনে ভয়ে আমাদের শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই কর্ম করার তৌফীক দিন যা তাঁর দৃষ্টিতে সৎকর্ম। আমরা নিজেদের মতে, স্বয়ং নিজেকে মনগড়া পুণ্যের মাপকাঠিকে যেন যাচাই না করি বরং পুণ্যের সেই উচ্চ মানে অধিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করি যা এ যুগের ইমাম তাঁর জামা'তের কাছে প্রত্যাশা রেখেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, **'যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জামা'ত ত্বাকওয়া অবলম্বন না করবে ততক্ষণ তারা মুক্তি পাবে না।'** তিনি বলেন, **'খোদা তা'লা তাদেরকে নিরাপত্তা দিবেন না।'** এরপর তিনি (আ.) বলেন, **'যদিও খোদা তা'লা জামা'তকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি জামা'তকে এসব বিপদাবলী হতে (এখানে প্লেগের উল্লেখ করা হয়েছে) নিরাপদ রাখবেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও শর্ত নির্ধারণ করেছেন,**

لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

অর্থাৎ যারা নিজেদের ঈমানকে অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত করেনি তারা নিরাপত্তা লাভ করবে।' বর্তমান যুগেও প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদেরকে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হতে হয় তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যও এটিই শিক্ষা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দিয়েছেন। এরপর তিনি (আ.) বলেন, **এরপর 'আদ্দার' (গৃহের চতুঃসীমা) সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এক্ষেত্রেও শর্ত আরোপ করেছেন, 'ইল্লাল্লাযীনা আলাও মিন ইসতিকবারিন'** এখানে 'আলাও' শব্দের **অর্থ হচ্ছে, বিনয়ের সাথে যে ধরনের আনুগত্য করা উচিত তা না করা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বিশুদ্ধ চিত্তে যাকে সত্যিকার সিজদা বা আনুগত্য বলে তা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই দ্বার বা গৃহের চতুঃসীমায় অন্তর্ভুক্ত নয় আর তার মু'মিন হবার দাবীও মূল্যহীন।'**

> **যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জামা'ত ত্বাকওয়া অবলম্বন না করবে ততক্ষণ তারা মুক্তি পাবে না। খোদা তা'লা তাদেরকে নিরাপত্তা দিবেন না।**

অতএব বলা হয়েছে, সত্যিকার আনুগত্য এবং বিনয় যতক্ষণ না প্রর্দশন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত 'আমরা মু'মিন', 'আমরা বয়'আত করেছি' বলে যেসব দাবী করছি তা বুলিসর্বস্ব। সুতরাং আমাদের কাছে 'এই মান'এ অধিষ্ঠিত হবার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তাই একজন আহমদীকে ত্বাকওয়ার পথে পরিচালিত হবার আপ্রাণ চেষ্টা, আনুগত্য ও বিনয়ের উন্নত মান অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। আর এটিই একজন আহমদীকে সেই পথের

পানে পরিচালিত করবে যা সেই গন্তব্যের প্রতি ধাবিত করে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা চিহ্নিত বা নির্ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'আমাদের জামা'তের সদস্যরা যদি সত্যিকার অর্থেই জামা'তবদ্ধ হতে চায় তাহলে তাদের একটি মত্যু অবলম্বন করা উচিত। প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা এবং প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে সবকিছুর উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। কপটতা এবং অনর্থক কর্মের ফলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।'** লোক দেখানো কর্ম, বেহুদা কাজ মানুষকে ধ্বংস করে। **'সুতরাং আমাদের সর্বদা উচিত আত্মিক বিশ্লেষণ করা'** এরপর নিজের যে চিত্র ফুটে উঠবে সেই মোতাবেক সংশোধনের চেষ্টা করা। প্রত্যেকের নফস যেন স্বয়ং তাকে সংশোধনের প্রতি ধাবিত করে। স্বয়ং আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত। সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক, সংশোধনের উদ্যোগ তখনই সফল হবে যখন কোনরূপ জিদ বা হঠকারিতা অন্তরায় সৃষ্টি না করবে। যখন এই চেতনা সৃষ্টি হবে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভূক্ত হয়েছি তাই আমার জীবনের একটি পরম উদ্দেশ্য আছে। আর তা হলো, অন্যদের জন্য নিজ জীবনের পবিত্র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর নির্দেশাবলীর উপর আমল বা অনুশীলন করা। এরূপ চিন্তা-চেতনাই নিজ নফসের সংশোধনের পাশাপাশি অন্যদের কাছে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামকে পরিচিত করানো এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালিত হবার কারণ হবে এবং হয়েও থাকে।

এ প্রসঙ্গে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'প্রত্যেক অচেনা ব্যক্তি যার সাথে তোমার সাক্ষাত হয় সে তোমার মুখাবয়ব দেখে এবং তোমার আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, ধৈর্য-দৃঢ়চিত্ততা এবং ঐশী নির্দেশাবলীর প্রতি অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করে, তা কিরূপ। যদি উত্তম না হয় তাহলে সে তোমার মাধ্যমে হোঁচট খাবে। সুতরাং এ বিষয়গুলোকে স্মরণ রাখো।'** পুনরায় তিনি (আ.) একস্থানে

> **'প্রত্যেক অচেনা ব্যক্তি যার সাথে তোমার সাক্ষাত হয় সে তোমার মুখাবয়ব দেখে এবং তোমার আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, ধৈর্য-দৃঢ়চিত্ততা এবং ঐশী নির্দেশাবলীর প্রতি অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করে, তা কিরূপ। যদি উত্তম না হয় তাহলে সে তোমার মাধ্যমে হোঁচট খাবে। সুতরাং এ বিষয়গুলোকে স্মরণ রাখো'**

বলেন, **'খোদা তা'লা এখন সত্যবাদী বা বিশ্বাসীদের জামা'ত গঠন করছেন। সুতরাং আমাদেরকে সত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন।'** সত্য কী? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'যখন সাধারণভাবে মানুষ সত্যবাদিতা এবং সত্যাশ্রয়ীকে ভালবাসে এবং সত্যকে জীবন চলার পথে পাথেয় করে নেয় তখন এই সত্যবাদিতাই সেই মহান সত্যকে আকর্ষণ করে যা খোদা তা'লাকে দর্শন করায়।'** অতএব মানুষ যখন খোদাকে দর্শন করে তখন খোদা তা'লার একত্ববাদের মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞানও সে লাভ করে। আর আল্লাহ্ তা'লার মা'রেফত যখন লাভ হয় তখন এর পূর্ণ আনুগত্যের প্রতিও সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসার সত্যিকার জ্ঞান লাভ হয়। সব ধরনের শিরক এর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ জন্মে। আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার বান্দা হবার সঠিক জ্ঞান লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ধৈর্য এবং বীরত্বের সাথে সব ধরনের বিপদাপদ এবং দুঃখকষ্ট সহ্য করার শক্তি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভরতা জন্মে। সর্বপ্রকার উন্নত আচার-আচরণ করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। মোটকথা আল্লাহ্র অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে এবং সত্যের উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে তিনি প্রতিটি মুহূর্ত চেষ্টিত থাকেন।

অতএব সংক্ষেপে এ হলো, জামা'ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'খোদা তা'লা সত্যবাদী বা বিশ্বাসীদের জামা'ত গঠন করছেন।'** যদি আমরা এই মাপকাঠিতে নিজেদের যাচাই করি তাহলে ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাই এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে খোদার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে তাঁর সমীপে বিনত হবার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর এমনটিই হওয়া উচিত। কেননা তাঁর কৃপা ছাড়া এ পথে পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রতি খোদার কৃপাবারী বর্ষিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ্ করুন যাতে আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের সেই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গণ্য হই যারা ত্বাকওয়ার পথে পরিচালিত

এবং তাদের মধ্যে গণ্য হই যাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'খোদা তা'লা এই **পাপাচারিতার আগুন থেকে একটি জামা'তকে রক্ষা করার এবং তাদেরকে মুত্তাকী ও নিষ্ঠাবানদের দলভুক্ত করার সংকল্প করেছেন।'** এই মুত্তাকীদের দল কোনটি! সে প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, **'যারা বয়'আত অনুযায়ী ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়।'** বয়'আত করার অর্থ হচ্ছে, বয়'আতের শর্তাবলী পালন আর সে অনুযায়ী নিজেকে গড়ার চেষ্টা করা। আল্লাহ্ করুন যাতে আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকে ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিয়ে সেই মুত্তাকীদের দলভুক্ত হই এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আতের সত্যিকার তাৎপর্য যেন অনুধাবন করি, যা তিনি বর্ণনা করেছেন। কখনও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণকল্পে এবং আমিত্বের কারণে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীকে যেন উপেক্ষা না করি। অন্যদের জন্য আদর্শ হোন। যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই পথে পরিচালিত হয়ে আমাদের জন্য দোয়া করে, যারা আমাদের মাধ্যমে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলাম কবুল করবেন তারাও যেন তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য দোয়া করেন, যারা তাদেরকে আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত করিয়েছেন এবং এর ফলে তারা আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হবার তৌফিক পেয়েছেন। জামা'ত অবশ্যই প্রসার ও বিস্তার লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। আমরা বিগত শত বছরেরও অধিক সময় ধরে এটিই দেখছি, আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের উপর নিজ রহমতের হাত রেখেছেন ফলে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ সদাত্মা জামা'তভুক্ত হচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা নবাগতদের সত্যের উপর অবিচল রাখুন এবং অনুগ্রহশীল ও কৃতজ্ঞ বানান। যতবেশি জামা'তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জামা'ত দৃঢ়তা লাভ করছে হিংসার আগুনও ততবেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে পূর্বেও আমি বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার বলেছি। বিরুদ্ধবাদীরা সর্বদা জামা'ত সম্পর্কে এই বিশ্বাসই পোষণ করে আসছে আর তাদের আকাঙ্ক্ষা এমনই যাতে জামা'ত ধ্বংস হয়। আর তারা এই অপেক্ষায় থাকতো কবে জামা'ত ধ্বংস হবে!! কবে জামা'ত ধ্বংস হবে!! সর্বদা এই শোরগোলই করতো।

> **আমাদের অনুসারীদের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন উন্নতির পর উন্নতি হবে কিন্তু এটি জানি না তা আমার যুগেই হবে নাকি আমাদের পরে হবে। খোদা তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বাদশাহ্ তোমার কাপড় হতে আশিস অন্বেষণ করবে। সুতরাং এটি অবশ্যই পূর্ণ হবে।**

কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযল পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এখনও আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রেখে নিজ ফযল বর্ষণ করেছেন এবং সর্বদা করছেন। আর শত্রুদের সকল আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ এবং নিষ্ফল হয়েছে। জামা'তের যেসব সফলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি তা এখন শত্রুরাও দেখছে। এটি এজন্যই হচ্ছে, কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার এরূপ প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই প্রতিশ্রুতির কল্যাণে তিনি সর্বদা জামা'তকে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, **'আমাদের অনুসারীদের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন উন্নতির পর উন্নতি হবে কিন্তু এটি জানি না তা আমার যুগেই হবে নাকি আমাদের পরে হবে। খোদা তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বাদশাহ্ তোমার কাপড় হতে আশিস অন্বেষণ করবে। সুতরাং এটি অবশ্যই পূর্ণ হবে।'** তিনি বলেন, **'এটি খোদা তা'লার সুন্নত বা রীতি, প্রথমে নিজের জন্য তিনি একটি দরিদ্র শ্রেণীকে নির্বাচন করেন এরপর তারা ধীরে ধীরে সফলতা এবং উন্নতি লাভ করে। আমাদের অনুসারীরা ধনী বা সম্পদশালী নয়। এটা দেখে আমরা মোটেও আশ্চর্য হচ্ছি না। এরা অবশ্যই সম্পদশালী হবে। কিন্তু পরিতাপ এজন্য, যদি এরা সম্পদশালী হয় তাহলে সেসব লোকদের মত ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পার্থিবতাকে না আবার প্রাধান্য দিয়ে বসে।'** এহলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কথিত মূল শব্দাবলী। জামা'ত উন্নতি করবেই, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। কিন্তু এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছে কোথাও পার্থিব জগতকে আবার প্রাধান্য না দিয়ে বসে আর আল্লাহ্ তা'লার ব্যাপারে উদাসীন না হয়। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে নিজ দায়-দায়িত্ব পালনের তৌফীক দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামা'তের কাছে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা রেখেছেন আমাদেরকে সেই মাপকাঠিতে যথার্থভাবে উত্তীর্ণ হবার তৌফীক দিন। প্রত্যেক সেই মন্দকর্ম থেকে নিরাপদ রাখুন যে সম্পর্কে তিনি চিন্তিত ছিলেন। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সর্বদা তাঁর দোয়ার উত্তরাধিকারী হই।

(প্রাপ্ত সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

ইসলামের খোদা জীবন্ত খোদা

তিনি বিশ্ববাসীর শান্তি এবং হেদায়াতের জন্য প্রত্যেক যুগে তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রেরণ করেন যাতে বিশ্ববাসীকে সরল, সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে হেদায়াত প্রদান করেন

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
[بسْم الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الحَمْدُ لله ربِّ العَالمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقيمَ * صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْر المَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ] (آمين)

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (সূরা আল্ মায়েদা:১৭)

সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৯-এর (২৭ তবলীগ, ১৩৮৮ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে: 'আল্লাহ্ তা দ্বারা সেসব লোককে যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে. শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তিনি নিজ আদেশে তাদেরকে (সকল প্রকার) অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল, সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।' ইনি হলেন ইসলামের খোদা! যিনি চৌদ্দ শ বছর পূর্বে মহানবী (সা.) কে চরম অন্ধকার যুগে আবির্ভূত করেছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে এই ঘোষণাও করান, পুনরায় যখন অন্ধকার যুগ আসবে তখন আখারীনদের মধ্য থেকেও তোমার এক সত্যিকার দাসকে দন্ডায়মান করবো যিনি পুনরায় পবিত্র কুরআনের সত্যিকার শিক্ষা বিশ্ববাসীর দরবারে তুলে ধরবে। ফলে তাঁর মাধ্যমে বিশ্ববাসী ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা অবগত হবে। ইসলামের খোদা জীবন্ত খোদা। তিনি বিশ্ববাসীর শান্তি এবং হেদায়াতের জন্য প্রত্যেক যুগে তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রেরণ করেন যাতে বিশ্ববাসীকে সরল, সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে হেদায়াত প্রদান করেন। কিন্তু পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ, তিনি সেযুগে সদাত্মাদের হেদায়াত দেন; যারা তাঁর দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন তাদেরকে হেদায়াত দেন। যারা হেদায়াতের সন্ধান করে তাদেরকে হেদায়াত প্রদান করেন। যাইহোক এখন আমি মহানবী (সা.)-এর সময়কার এবং এই যুগ অর্থাৎ তাঁর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন করবো যদ্বারা অবহিত হওয়া যায়, যারা হেদায়াত লাভের চেষ্টা করেন আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাদেরকে হেদায়াত প্রদান করেন। অথবা তাদের কোন্ পুণ্যের কল্যাণে তাদেরকে হেদায়াতের পানে পরিচালিত করেন। 'মহানবী (সা.)-এর যুগে একজন সম্মানিত মানুষ ছিলেন তোফায়েল বিন আমর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিজ্ঞ কবি। তিনি যখন একবার কবিতার আসর করার জন্য মক্কা আসেন তখন কুরায়শদের অনেকেই তাকে বলেন, হে তোফায়েল! (তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যেও আসতেন, যাইহোক মক্কা এসেছিলেন) আপনি আমাদের শহরে এসেছেন তবে স্মরণ রাখবেন; এই ব্যক্তি অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর নাম নিয়ে বলেছে, একটি অযথা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে এবং সে আমাদের ঐক্যে ফাঁটল সৃষ্টি করেছে। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের,

পিতার সাথে পুত্রের বিরোধ সৃষ্টি করেছে এবং সন্তানকে মা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তারা আরও বলেছিল, সে বড় যাদুকর। এ কারণে মানুষ তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়। যেহেতু আপনি একটি গোত্রের নেতা তাই এর কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন, কোন কথা শুনবেন না।' বর্তমান যুগের মৌলভীদের অবস্থাও অনুরূপ। তারা বলে, আহমদীদের কোন কথা শুনবে না। তাদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখো, এদের সাথে কোন প্রকার ধর্মীয় আলোচনা করবে না তাহলে তাদের যাদুতে তারা তোমাদেরকে মোহগ্রস্ত করবে। একারণেই আজ পর্যন্ত ৭৪সনে সংসদে যে আলোচনা হয়েছিল তা এরা গোপন করে রেখেছে। এই আলোচনা প্রকাশিত হলে পাকিস্তানি জনগণের কাছে সত্য কি তা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। যাইহোক, 'তোফায়েল বলে, তারা এতটা জোর করে তাই আমি তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর ধারে কাছেও না যাবার দৃঢ় সংকল্প করি। অসাবধানে তাঁর কোন কথা যেন আমার কানে না আসতে পারে তাই আমি আমার কানে তুলো গুঁজে দেই। আমি খানা কা'বাতে পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে নামাযরত দেখতে পাই। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই হোক না কেন আমি তাঁর নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি এবং কানে তুলো দেয়া সত্ত্বেও তাঁর তেলাওয়াতের কয়েকটি পঙক্তি আমার কানে আসে এবং এই কালাম আমার কাছে খুবই ভাল লাগে। আমি মনে মনে বলি আমার মন্দ হলে হোক, আমি একজন জ্ঞানী-গুনী কবি, ভাল-মন্দ কাকে বলে তাও জানি। এই ব্যক্তির কথা শুনতে আপত্তি কি? যদি ভাল কথা বলে তাহলে আমি কবুল করবো আর যদি মন্দ কিছু বলে তাহলে পরিহার করবো, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বিচার-বুদ্ধি দিয়েছেন।' এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য স্বভাবের মানুষকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'যাইহোক আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। মহানবী (সা.) নামায শেষ করে নিজ গৃহের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন আর আমি তাঁর পিছু পিছু যেতে থাকি। মহানবী (সা.) যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করছিলেন তখন আমি বললাম, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনার সম্পর্কে আপনার জাতি এসব বলেছে, সে বড় যাদুকর, পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করছে, জাতির মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। আমাকে এতটা ভয় দেখিয়েছে ফলে আমি নিজ কানে তুলো দিয়ে রেখেছি যাতে, আপনার কোন কথা আমার কানে না আসে। কিন্তু এতকিছুর পরও আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আপনার কালাম শুনিয়েছেন। আর আমি যা শুনেছি তা খুবই উত্তম কালাম। আমাকে আরো কিছু বলুন!' তোফায়েল (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.) আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন এবং পবিত্র কুরআন পাঠ করে শুনান। তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি এথেকে উত্তম কোন কালাম এবং এর চেয়ে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল কথা কোথাও শুনিনি। একথা শোনার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করি এবং কলেমা পাঠ করি। এরপর আমি মহানবী (সা.)-এর খিদমতে নিবেদন করি, আমি একটি গোত্রের সর্দার বা নেতা। গোত্রের মানুষ আমার কথা মানবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি ফিরে গিয়ে আমার জাতির কাছে ইসলামের তবলীগ করবো। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন আর এর মোকাবিলায় কোন সমর্থনরূপী নিদর্শন আমাকে দেখান। মহানবী (সাঃ) একটি দোয়া করেন। এরপর আমি আমার গোত্রের কাছে ফিরে আসি।' রেওয়ায়েতে আছে, 'আমি যখন যাচ্ছিলাম তখন পতিমধ্যে একটি উপত্যকা পড়ে, যেখান থেকে বসতি আরম্ভ হয়। সেখানে পৌঁছলে আমি দেখতে পাই, আমার কপালের উপর চোখের মাঝখানে কোন জিনিষ চমকাচ্ছে, আলোর ঝলকানি দেখে আমি কিছু একটা অনুধাবন করলাম। আমি দোয়া করলাম, হে আল্লাহ্! এই নিদর্শন আমার চেহারা বাদে অন্য কোথাও দেখাও। কেননা এর ফলে আমার জাতি বলবে, তোমার চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে।' তিনি বলেন, 'সেই আলোর নিদর্শন আমার লাঠি বা চাবুকের উপর প্রতিফলিত হয়। আর আমি যখন বাহন হতে অবতরণ করছিলাম তখন মানুষ এই চিহ্ন বা নিদর্শন দেখতে পায়।' মোটকথা তিনি আপন গোত্রের কাছে পৌঁছেন। তিনি বলেন, 'পরের দিন আমার পিতা যখন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন আমি বলি, আজ থেকে আপনার ও আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মহানবী (সাঃ)-এর হাতে বয়'আত করেছি। পিতা বললেন, আমাকে খুলে বলো। আমি তাকে বললাম, প্রথমে গোসল করে আসুন। তিনি যখন গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে এলেন তখন আমি তাকে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করি এবং তিনিও ইসলাম কবুল

করলেন। এরপর আমার স্ত্রী আমার কাছে আসে, তাকেও আমি বলি, তোমার সাথে আজ থেকে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে কেননা আমি ইসলাম কবুল করেছি। সেও জিজ্ঞেস করে, আর আমি তাকেও বলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আস তাহলে আমি তোমাকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করবো। সেও অনুরূপভাবে আসে আর ইসলাম কবুল করে। কিছুদিন পর তিনি তার গোত্রের মাঝে তবলীগ আরম্ভ করেন; কিন্তু চরম বিরোধিতা হয়। তিনি ছিলেন দাওস গোত্রের। মহানবী (সা.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তিনি নিবেদন করেন, গোত্র আমার চরম বিরোধিতা করছে। আপনি আমার গোত্রের বিরুদ্ধে বদ্দোয়া করুন। মহানবী (সা.) হাত তুলে এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! দাওস গোত্রকে হেদায়াত দাও। এরপর তাকে বলেন, ফিরে যান এবং অত্যন্ত কোমলভাবে ভালবাসার সাথে আপন গোত্রকে তবলীগ করুন।' যাইহোক, তিনি বলেন, 'আমি তবলীগ করতে থাকি। এ সময় মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং সেখানেও মক্কার কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে চরম আক্রমণ করতে থাকে। আহযাবের যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয় এরপর আমার গোত্রের অনেকেই ইসলাম কবুল করেন আর বিশাল সংখ্যায় ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি তোফায়েল বিন আমর দোসীও নামেও পরিচিত। এরপর সত্তুরটি পরিবার নিয়ে তিনি মদিনাতে হিজরত করেন আর হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.)-ও এই গোত্রের সাথেই সম্পর্ক রাখতেন।'

সুতরাং মহানবী (সা.) হেদায়াতের যে দোয়া করেছিলেন তা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ একটি সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। বেশ কয়েক বছর পর আল্লাহ্ তা'লা তা কবুল করেন এবং সেই গোত্র মুসলমান হয়ে যায়। মহানবী (সা.) কখনই তাড়াহুড়ো করেন নি। তিনি তায়েফ সফরে গিয়েছিলেন সেখানে ফিরিশ্তারা যখন পাহাড় চাপা দেয়ার কথা বলেন তখনও মহানবী (সা.) তাদের হেদায়াতের জন্যই দোয়াই করেছিলেন, এই জাতি হেদায়াত পাবে। এই ছিল তাঁর রীতি। তাই তিনি আমাদেরকে এই দোয়াও শিখিয়েছেন,

اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون ।

[আল্লাহুম্মাহ্দী ক্বওমী ফাইন্নাহুম লা ইয়া'লামুন অর্থঃ হে আমার আল্লাহ্! আমার জাতিকে হেদায়াত দাও কেননা তারা আমাকে চিনে না-অনুবাদক] এই দোয়া এ যুগের জন্যও প্রযোজ্য তাই বারবার পাঠ করা উচিত। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) যখন খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হবার দাবী করেন। তাঁরও প্রচন্ড বিরোধিতা হয় এবং ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সমর্থনে প্লেগের নিদর্শন প্রদর্শন করেন। কিন্তু যখন এই নিদর্শন প্রকাশিত হয় তখন এই নিদর্শন তাঁর সত্যায়নে প্রদর্শিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি চরমভাবে ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন। মানুষের প্রতি সহানুভূতির চেতনায় অনেক সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। জাতির জন্য কীভাবে তিনি একান্ত বেদনার সাথে দোয়া করতেন এর চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'সেসময় আমি বাইতুদ্ দোয়ার উপর তলায় একটি হুজরাতে অবস্থান করতাম এবং এই স্থানকে আমি মূলত বাইতুদ্ দোয়া হিসেবেই ব্যবহার করতাম। এখান থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার সময়কৃত আহাজারি শুনতে পেতাম। তাঁর দোয়াতে এতটা বেদনা ও জ্বালা ছিল যা শুনে শ্রবণকারীর পিত্ত গলে যেত। সেভাবে তিনি খোদার দরবারে গিরিয়াজারী বা বিলাপ করতেন যেভাবে কোন মহিলা প্রসব বেদনায় কাতর হন। তিনি বলেন, আমি যখন মনোযোগ নিবদ্ধ করি তখন শুনতে পাই, তিনি (আ.) প্লেগের আযাব থেকে খোদার সৃষ্টির মুক্তির জন্য দোয়া করছেন, হে আমার খোদা! যদি প্লেগের আযাবে এরা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কে তোমার ইবাদত করবে? এই হলো হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের বর্ণনার সারাংশ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করার কারণেই প্লেগের আযাব এসেছিল। এসত্ত্বেও তিনি সৃষ্টির প্রতি একান্ত সহমর্মিতায় এতবেশি তাদের হেদায়াত প্রত্যাশী ছিলেন, বিশ্ববাসী যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন গভীর অন্ধকার নির্জন রাতে এই আযাব উঠিয়ে নেয়ার জন্য তিনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন। খোদার সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও সহানুভূতি ছিল অতুলনীয়। (হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) রচিত সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-পৃ:৪২৮-৪২৯)

যাইহোক, প্লেগের নিদর্শনও বহু মানুষের জন্য হেদায়াতের কারণ হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর এক রচনায় আপন ব্যাকুলতার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'অধিকাংশ হৃদয়ে জাগতিক ভালবাসার ধুলো জমে আছে, খোদা! এই ধুলো সরিয়ে দাও। খোদা! এই অন্ধকারের অমানিশা দূরীভূত করো।

পৃথিবী বড়ই অবিশ্বস্ত এবং মানুষের কোনই ভিত্তি নেই কিন্তু উদাসীনতার চরম অন্ধকার অধিকাংশ মানুষকে সত্য বুঝা থেকে বিরত রাখছে।.......খোদার কাছে একান্ত কামনা এটিই, নিজ অধম বান্দার পুরোপুরি সহযোগিতা করো এবং বিগত যুগে বিভিন্নভাবে যারা ক্ষত বা আহত হয়েছে তাদেরকে যেভাবে সান্ত্বনা প্রদান করেছ সেভাবে। আর তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করো যারা জ্যোতিকে অন্ধকার আর অন্ধকারকে জ্যোতি মনে করেছে, যাদের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অনুরূপভাবে তাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করো যারা নির্ধারিত সময়ে অদ্বিতীয় খোদার দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেনি এবং এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। বরং অজ্ঞদের ন্যায় সন্দেহে নিপতিত। সুতরাং এই অধমের আকুতি-মিনতি যদি খোদার আরশে পৌঁছে তাহলে সেযুগ বেশি দূরে নয় যখন মুহাম্মদী নূর এই যুগের অন্ধকারের উপর বিকশিত হবে এবং ঐশী শক্তি নিজ বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করবে।' (হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) রচিত সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-পৃ:৫৫১)

যাইহোক, আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিবেদন ও আকুতি কবুল করেছেন এবং তাঁর পক্ষে বিভিন্ন নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। এর উত্তম ফলাফলও দৃশ্যমান হচ্ছে। কীভাবে আহমদীয়াত গ্রহণের দৃশ্য দেখাচ্ছেন, কীভাবে মানুষের হৃদয়ে ঝুঁকিয়ে দিচ্ছেন। এ সম্পর্কীত বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে। লাহোর নিবাসী মৌলভী রহীমুল্লাহ্ সাহেব (রা.)-র অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মালেক সালাহ্ উদ্দিন সাহেব এম.এ লিখেন, 'মৌলভী রহীমুল্লাহ্ সাহেব (রা.) উন্নত পর্যায়ের আল্লাহ্প্রেমী ও একত্ববাদী ছিলেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁর ফকীর এবং পীরযাদাদের সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেককেই কোন না কোনভাবে শিরক এ লিপ্ত দেখেছেন এবং কারো হাতে বয়'আত করতেই তাঁর হৃদয় সায় দেয়নি। এ পর্যন্ত যে, সোয়াতের আখুয়ান্দ সাহেবের সুখ্যাতি শুনে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হন এবং বয়'আত করার আবেদন করেন। আখুয়ান্দ সাহেব মৌলভী সাহেবকে নিজ আকৃতির চিত্র হৃদয়ে ধারণ করার উপদেশ দেন। এতে তার চোখ খুলে যায় এবং তিনি বলেন, পরিতাপ! আমার এতদূর পথ পাড়ি দেয়া বিফলে গেল কেননা, আখুয়ান্দ সাহেবও শিরকের শিক্ষাই প্রদান করেন। ফলে তিনি বয়'আত না করেই ফিরে আসেন।

মৌলভী সাহেব সাধক প্রকৃতির সাদাসিধে স্বভাবের অধিকারী, অত্যন্ত বিনয়ী, নির্জনতা প্রিয়, কুরআন ও হাদীস প্রেমী, খোদায় বিশ্বাসী বুযূর্গ ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর একান্ত ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করেন তখন তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে বর্ণনাকারী বলেন, অসংখ্যবার নামায পড়ানোর সময় একান্ত জাগ্রত অবস্থায় তাঁর উপর কাশফী অবস্থা সৃষ্টি হয়। এবং বেশ কয়েকবার রুইয়া (সত্যস্বপ্ন) এবং কাশফে (দিব্যদর্শন) রসূলে করীম (সা.) এবং আরো কতক নবীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা তাঁর কাছে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে এবং সুস্পষ্ট ইলহাম, রুইয়া এবং কাশফের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব তিনি বলেছেন, আমি হযরত (আ.)-এর দাবী সম্পর্কে ইস্তেখারা করি। উত্তরে আকাশ থেকে একটি পাল্কি অবতরণ করতে দেখি এবং আমার হৃদয়ে ইলকা হয়, হযরত মসীহ্ (আ.) আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন। পাল্কির পর্দা সরিয়ে দেখি এর মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বসে আছেন। তখন আমি বয়'আত গ্রহণ করি। (আসহাবে আহমদ-১ম খন্ড-পৃ:৬৫-৬৬)

এরপর দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে ফিজির একটি ঘটনা। বশীর খান সাহেব লিখেন, 'ফিজি দ্বীপপুঞ্জে আহমদীয়াতের চর্চা এবং আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে খ্রিষ্টানদের ব্যাপক দৌরাত্ম্য ছিল। এবং খ্রিষ্টানরাও মুসলমানদের মতই ঈসা (আ.)-এর আকাশ থেকে অবতরণের অপেক্ষায় অপেক্ষমান ছিল। এজন্য আমার মনেও বিশ্বাস জন্মাতে থাকে, খ্রিষ্ট ধর্ম সত্য তাই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে কোন ক্ষতি বা বাঁধা নেই। তখন আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেন। আমি তখনও খ্রিষ্টান হইনি বরং ভাবছিলাম মাত্র। সেসময় স্বপ্নে একজন বুযুর্গের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে আমাকে বলেন,'মোহাম্মদ বশীর বিবেক খাটাও। তুমি যার সন্ধান করছো তিনি ঈসা অথবা মসীহ্ নাসেরী নন বরং তিনি অন্য কেউ এবং পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন।' সে সময় ফিজি দ্বীপপুঞ্জের প্রথম মোবাল্লেগ জনাব শেখ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ফিজি পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মৌলভী মোহাম্মদ কাসেম সাহেবও বয়'আত করে জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু এর প্রতি আমার কোন আগ্রহ ছিল না। এই স্বপ্ন দেখার পর জামাতের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মে ফলে আমি আমার পিতার মত নিশ্চিত হয়ে বয়'আত করি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়'আত করার পর ইসলামের প্রতি আমার এমন

ভালবাসা ও অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং এমন জ্ঞান ও দূরদর্শিতা দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা আমায় সম্মানিত করেন যে, আমি খ্রিষ্টানদের সম্মুখে অত্যন্ত বীরত্ব ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ইসলামের সত্যতা এবং খ্রিষ্টানদের বর্তমান বিশ্বাসকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে দাঁড়িয়ে যেতাম।

আরেকটি ঘটনা। এটিও দ্বিতীয় খিলাফতের যুগের। সিয়েরালিওনের প্রাথমিক যুগের আহমদী বন্ধু 'পাহ্ সানফাতুলা' তাকেও আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নের মাধ্যমে বিস্ময়করভাবে আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, '১৯৩৯ সনে যখন আমি লুনিয়াঁ রাজ্যের বাওমাহুন নামক একটি গ্রামে বাস করছিলাম, আমি স্বপ্নে দেখি সেখানকার একটি মালেকী সম্প্রদায়ের মসজিদের চতুর্পার্শ্বের ঘাস পরিস্কার করছি।' আফ্রিকাতে বেশিরভাগ মালাকী সম্প্রদায়ের মুসলমান বাস করে যারা হাত ছেড়ে দিয়ে নামায আদায় করে। তিনি বলেন, 'কিছুক্ষণ কাজ করার পর ক্লান্তিবোধ করলে মসজিদের নিকটেই একটি পাম গাছের নিচে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে দাঁড়াই।' স্বপ্নের বিবরণই চলছে। 'এসময় দেখি! সম্মুখ দিক হতে একজন সাদা রঙের বিদেশী মানুষ হাতে কুরআন এবং বাইবেল নিয়ে আমার দিকে আসছে। আমার কাছে এসে তিনি আস্সালামু আলাইকুম বলেন। এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এই মসজিদের ইমাম কে? আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চাই। আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডাকতে চলে যাই, তাঁর নাম ছিল আলফা। আমরা ফিরে এসে এটি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হই যে, মসজিদের ভেতর একটি ছায়াঘেরা জানালার মত তৈরী হয়েছে এবং সেই বিদেশী মানুষটি আমাদের মসজিদে স্বয়ং ইমামের স্থানে মেহরাবের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদেরকে দেখামাত্রই তিনি আমাদের উভয়কে নির্দেশ দেন, এ ছায়াময় স্থানে বসে তোমরা আমাকে কুরআন শুনাও। মাত্র কয়েক মিনিট অতিবাহিত হবার পরই সেই বিদেশী লোকটি মসজিদ থেকে বেড়িয়ে আমাদের কাছে আসেন এবং আমাদের ইমামকে সম্বোধনপূর্বক বলেন, আমি আপনাকে নামাযের সঠিক রীতি-পদ্ধতি শিখানোর জন্য এসেছি। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সকাল হতেই আমি আমার সব মুসলমান বন্ধুকে এই স্বপ্ন শুনাই।

স্বপ্ন দেখার প্রায় এক সপ্তাহ পর সকাল বেলা আমি আমার কোদাল নিয়ে সেই মালেকী মসজিদ প্রাঙ্গনের ঘাস পরিষ্কার করতে আরম্ভ করি। প্রায় আধা ঘন্টা কাজ করার পর আমি কিছুটা ক্লান্তিবোধ করি এবং নিকটস্থ একটি পাম গাছের নিচে বিশ্রাম করতে দাঁড়াই। এর মাত্র কয়েক মিনিটের মাথায় দেখি, আমার সামনে দিয়ে একজন আসছেন আর তিনি হলেন আহমদী মোবাল্লেগ আলহাজ্ব মওলানা নাযির আহমদ আলী সাহেব (রা.)। তিনি কাছে এসে আমাকে আস্সালামু আলাইকুম বলেন এবং থাকার জায়গা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমার জন্য এটি আশ্চর্যজনক ছিল কেননা কয়েকদিন পূর্বে আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম আজ তা হুবহু পূর্ণ হচ্ছে। আলহাজ্ব মৌলভী নাযির আলী সাহেবই সেই বুযুর্গ যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। আর স্বপ্নে তিনি যে পোষাক পরিহিত ছিলেন আজও প্রায় তদ্রূপই পড়েছিলেন। অতএব আমার জন্য এমন অতিথির সেবা করা সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। তাই আমি তাঁকে অন্য কোথাও রাখার পরিবর্তে নিজের ঘরে নিয়ে যাই এবং ঘর খালি করে তাঁকে সেখানে থাকতে দেই। এরপর আমি আমার মুসলমান বন্ধুদেরকে ডেকে বলি, আমি তোমাদেরকে যে স্বপ্নের কথা বলেছিলাম তা আজ পূর্ণ হয়েছে এবং সেই বুযুর্গ এসে গেছেন আর আমার ঘরেই অবস্থান করছেন।'

এরপর তিনি বলেন, 'কিছুদিন পর আমি আহমদী হই এবং আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেন বলে আমার তবলীগেই গ্রামের অধিকাংশ মুসলমান আহমদী হয়ে যান।'

এ যুগেও আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়সমূহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ করেন এবং হেদায়াত প্রদান করেন। আমি ৪০, ৫০ অথবা ৬০ বছর পূর্বেকার কথা বলেছি। এখন গত ৩/৪বছরের ঘটনাবলীও তুলে ধরছি। কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হেদায়াতের ব্যবস্থা করেছেন। কীভাবে সাহায্য ও সমর্থন করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষে এখনও সমর্থনপুষ্ট নিদর্শনের কোন কমতি নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, মানুষ যেন পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হয় এবং নেক নিয়্যতের সাথে হেদায়াত সন্ধানী হয়।

আলজেরিয়ার মোকাররম হাদ্দাদ আব্দুল কাদের সাহেব বলেন, '২০০৪ সনের পবিত্র রমযানে স্বপ্নে দেখি: এক ব্যক্তি আমাকে বলে, আস আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখানোর জন্য নিয়ে যাই। আমি দেখি, প্রায় এক মিটার উঁচু দেয়ালের পিছনে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে দেখে হাসেন। এরপর দেখি হুযূর (সাঃ) এবং দেয়ালের ঠিক মধ্যস্থলে বাদামী রঙের একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার ঘন কালো দাড়ি রয়েছে। মহানবী (সা.) এই ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'হাযা রসূলুল্লাহ্' অর্থাৎ ইনি আল্লাহ্র রসূল।

এরপর তিনি পূর্বদিকে একটি নূরের দিকে গমন করেন অপরদিকে এই ব্যক্তি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি বলেন, চার বছর পর হঠাৎ করেই ২০০৮ সনে আপনাদের চ্যানেল দেখি এবং এতে আমি সেই ব্যক্তির ছবি দেখতে পাই যাকে আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে স্বপ্নে দেখেছিলাম। এটি ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি। অতএব তিনি সেসময়ই বয়'আত করেন।

অনুরূপভাবে একজন মিসরী নারী হালাহ্ মুহাম্মদ আল্ জওয়াহেরী সাহেবা বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখি হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর জামাত পানির উপর দিয়ে হাঁটছেন। আমি নিবেদন করি, আমাকেও সঙ্গী হবার সুযোগ দিন। তিনি বলেন, ফিরে যাবার সময় আমরা আপনাকে সাথে নিয়ে যাবো।' অর্থাৎ সাথে যাবার আবেদন করলে ফেরার পথে নিয়ে যাবার কথা বলেন 'এই স্বপ্ন দেখার পর আমি সূফী মতবাদের ভেতর সত্যের সন্ধান করি কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি নি। আমি বুঝে গেলাম, আমার স্বপ্ন সূফী মতবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যদিও তারা বারবার বলছিল, আমি তাদেরকেই স্বপ্নে দেখেছি।' তিনি বলেন, 'যাইহোক ঘরে এসে আমি টেলিভিশনে বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে থাকি এবং ঘটনাক্রমে এমটিএ আল্আরাবিয়া দেখতে পাই। আমি আশ্চর্য না হয়ে পারিনি কেননা, এই চ্যানেলে আমি সেই ব্যক্তিকেই দেখতে পেয়েছি, যাঁকে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, যিনি ইমাম মাহদী এবং পানির উপর দিয়ে হাঁটছিলেন।'

এরপর ইরাকের আব্দুর রহীম ফিঞ্জান সাহেব বলেন: 'আমি কিছুদিন পূর্বে স্বপ্নে দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে বলছেন, তুমি আমাদের লোক তাই তোমার বয়'আত করা উচিত। অতএব এখন আমি বয়'আত করছি।'

গত ২/৩ বছরের ঘটনাসমূহ আমি বর্ণনা করছি। অনুরূপভাবে আরো অন্যান্য অঞ্চলের ঘটনা রয়েছে যেমন, মরিশাস একটি দূরদূরান্তের দ্বীপ। সেখান থেকে আমাদের মোবাল্লেগ লিখেছেন, মরিশাসের পার্শ্ববর্তি ছোট্ট একটি দ্বীপ হচ্ছে রুডরিগ্স, সেখানে প্রায় ছত্রিশ হাজার মানুষের জনবসতি রয়েছে আর পুরো দ্বীপবাসীই ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। তিনি বলেন, 'রুডরিগ্স সফরকালে একদিন প্রত্যুষে যখন আমি তবলীগের উদ্দেশ্যে বের হই, তখন একটি খ্রিষ্টান জেরে তবলীগ ছেলেকে সঙ্গী হিসেবে নেই আর কোন সংবাদ না দিয়েই দ্বীপের অন্যপ্রান্তে সেই ছেলের মা এবং নানীর কাছে উপস্থিত হই। ঘরে প্রবেশ করে আমরা সেখানে আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করি আর তবলীগি আলোচনা আরম্ভ করি। সেই ছেলেটির নানী বলতে আরম্ভ করে, আপনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা পুরোপুরি সত্য এবং আমি তা কবুল করছি, এ ব্যাপারে ঘরে উপস্থিত সবাই সাক্ষী। আপনি আসার পূর্বেই আমি তাদেরকে আমার একটি স্বপ্ন শুনিয়েছি। আপনারা ভিনদেশী কয়েকজন এসেছেন আর আমি তাদের হাত ধরে বলছি, এই আত্মীয়তা আমি কবুল করছি।' তিনি বলেন, 'আপনারা যখন আমার ঘরের দিকে আসছিলেন তখন আমি আমার কক্ষ থেকে আপনাকে দেখতে পেয়ে বলেছি, এরাতো হুবহু সেই লোক যাদেরকে আমি স্বপ্নে দেখেছি।' বলেন, 'দু'দিন পর যখন আমরা পুনরায় যাই এবং পবিত্র কুরআন, জামাতের পত্র-পত্রিকা এবং বিভিন্ন ছবি উপহার দেই এরপর তৃতীয়বার বয়'আত ফরম নিয়ে সেই গৃহে যাই আর বয়'আতের শর্তাবলী পাঠ করে শুনাই। তখন সেই মহিলার চোখ পানিতে ভরে যায় আর বলতে আরম্ভ করে, এই ফরম পূরণ করতে আমার সামান্য কোন দ্বিধা নেই কেননা গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার সম্মুখে দু'টি কাগজ আনা হয়েছে এবং হুবহু তাই যা এখন আপনার হাতে লম্বা করে ভাঁজ করা রয়েছে এবং আপনারা যারা আমার সম্মুখে বসে আছেন এমন দৃশ্যই আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার গৃহবাসীরা সেই স্বপ্নের সাক্ষী যা আমি গতকাল তাদের শুনিয়েছি। এরপর তিনি বয়'আত করেন।' এটি ছোট্ট একটি দ্বীপ, আমিও সেখানে গিয়েছি এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেখানে জামাতের দু'টি মসজিদ রয়েছে এবং ধীরে ধীরে মানুষ খ্রিষ্টধর্ম পরিত্যাগ করে আহমদীয়াত গ্রহণ করছে।

আমাদের মোবাল্লেগ আমেরিকা থেকে একটি ঘটনা লিখেছেন: 'পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি মেক্সিকান বংশোদ্ভূত পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। এই পরিবারের গৃহকর্তীর নাম জরিডুই মারিলোভ, তাকে মৌরী নামে ডাকা হয়। তিনি তার স্বপ্নটি এভাবে বর্ণনা করেন, যদিও তার পুরো পরিবার ক্যাথলিক ছিল, কিন্তু তারা কখনই খ্রিষ্টধর্মের চর্চা করে নি। যখন তার বয়স সাতাইশ বছর তখন কোন অসুবিধে দেখা দেয়ায় বা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি হাসপাতালে ভর্তী হন এবং তিনি বলেন, আমি দোয়া করা আরম্ভ করি আর আমি সর্বদা এক খোদার কাছেই দোয়া করতাম। একদিন আমি স্বপ্নে একটি কাঁচের উপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখি এবং স্বয়ং নিজ হাতে তা স্পর্শ করি এরপর আমি পূর্ণ আরোগ্য লাভ করি। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। সেই ছবিটি ছিল একটি কাঁচ সদৃশ আর আজ পর্যন্ত আমি তা ভুলিনি।' তিনি বলেন, 'এরপর এক

মেক্সিকান বংশোদ্ভুত আহমদী নারীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে পড়ার জন্য বই-পুস্তক প্রদান করেন এবং আহমদীয়াতের পরিচিতি তুলে ধরেন। সেসব বইয়ে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখি এবং ছবি দেখামাত্র আমার উপর একটি বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয় আর আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। আমি ছবি দেখে কাঁদতে থাকি কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সত্য চেনার তৌফিক দিয়েছেন। এরপর তিনি স্বামী-সন্তানদের নিয়ে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি একজন শিক্ষিতা মহিলা।'

অনুরূপভাবে আমাদের বুলগেরিয়ার মোবাল্লেগ লিখেনঃ দেখুন! পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে ফযল করছেন এবং হেদায়াত লাভের ব্যবস্থা করছেন। তিনি বলেন, ওলেক সাহেব নামী একজন খ্রিষ্টান বন্ধু দীর্ঘদিন যাবৎ জেরে তবলীগ ছিলেন। তার স্ত্রী পূর্বেই আহমদী হয়েছেন কিন্তু ইনি হচ্ছিলেন না। কারণ তার পরিবারের সদস্যরা খ্রিষ্টান এবং চার্চের দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত। ২০০৫ সনে তাকে জলসায় যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয় আর তিনি সস্ত্রীক জার্মানীর জলসায় যোগদান করেন' আর আমার সাথেও সেসময় সাক্ষাৎ করেন। 'ফিরে যাবার সময় জলসার যথেষ্ট প্রভাব তার উপর পড়েছিল কিন্তু তিনি বয়'আত করেন নি। হঠাৎ করে একদিন আমাদের কেন্দ্রে এসে বলেন, আমি বয়'আত করবো, আমি আহমদী হতে চাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এত তড়িঘড়ি কীসের? তিনি বলেন, আজ দু'রাত ধরে অনবরত খলীফাতুল মসীহ্‌কে (আমার ব্যাপারে) স্বপ্নে দেখছি এবং তিনি বলছেন, ওলেক! যদি তুমি আমার কাছে না আসো তাহলে আমি স্বয়ং তোমার কাছে আসছি বলে আমার ঘরে আসেন, ফলে আমি লজ্জিত হই তখন আমি সংকল্প করি, আজ আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করবোই।' এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হেদায়াত প্রদান করেন।

কুয়েতের আব্দুল আযীয সালাহ্ সাহেব বলেন, 'ঈদের দিন রাতে স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখি। দৃশ্যটি ছিল এমনঃ 'অধম পরীক্ষা দিচ্ছিলাম তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসে আমার কাছ থেকে পরীক্ষার খাতা নিয়ে নেন যদিও সেখানে অন্য অনেক পরীক্ষার্থী ছিল। হুযূর (আ.) আমার খাতার উপর টিক চিহ্ন দেন। আর দেখি একটি মসজিদে আমার আঁকা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস এর সাথে আমি আছি আর তিনি আমাকে দেখছেন এবং মসজিদ মানুষে পরিপূর্ণ। সবাই মেঝেতে বসে আছেন এবং বয়'আত করছেন। আমিও নিকটে গিয়ে হুযূরের কোমরের উপর হাত রেখে বয়'আত করি।'

মস্কো থেকে আমাদের মোবাল্লেগ লিখেছেনঃ '২৭শে মে ইজ্জতউল্লাহ্ সাহেব আমাদের মিশন হাউসে আসেন এবং বয়'আত করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আজ অবশ্যই আমার বয়'আত নিন কেননা রাতে স্বপ্নে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি। এরপর আমি আর বিলম্ব করতে চাই না। তিনি নিজ স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখি একটি সমতল রাস্তায় বাসে করে যাচ্ছি এবং আমি বাসের পিছনের অংশে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ করে বাসের গতি বেড়ে যায় এবং বাসটি ছিটকে পড়ে আর পিছনের অংশ গভীর খাদের নিচের দিকে ঝুলে থাকে। আমি উপরে ওঠার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পারছিলাম না। হঠাৎ দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন এবং তিনি তাঁর ডান হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, তুমি দৃঢ়ভাবে আমার হাত ধরো তাহলে মারা যাবে না। আমি বলি, আমি কীভাবে ধরবো আমার মধ্যে এতটা শক্তি নেই। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং নিজ হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে উপরে টেনে তুলেন। এরপর তিনি বলেন, আমি আবার সমতল পথে চলতে আরম্ভ করি।'

এভাবেই বুর্কিনাফাঁসো থেকে সানু ইসহাক সাহেব বলেন, 'আমাদের মহল্লার মসজিদে গয়ের আহমদী ইমাম আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে খুতবা প্রদান করে এবং আহমদীয়া রেডিও শুনতে কঠোরভাবে বারণ করে।' মৌলভীদের কাছে দলীলতো দূরের কথা অন্য কোন অস্ত্র নেই তাই তারা বলে, আহমদীদের কথা শুনবে না। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, মক্কাবাসীদের অবস্থাও এমনই ছিল। তিনি বলেন, 'যদি আমরা এই রেডিও না শুনি তাহলে সত্য কীভাবে জানবো?' ইমাম সাহেব বলতে আরম্ভ করে, কোনভাবেই শুনবে না, এটি সত্য জানার কোন রীতি নয়। যাইহোক তিনি বলেন, 'ঠিক আছে এক কাজ করি আশা করি তুমিও এতে একমত হবে। ভোবো জেলাতে যত মুসলমান সম্প্রদায় আছে তাদের নাম পৃথক কাগজের টুকরোতে লিখে কোন ছোট্ট শিশুকে দিয়ে লটারী করে দেখি। শিশুটি যে কাগজ ওঠাবে আর তাতে যে জামাতের নাম লেখা থাকবে আমরা ধরে নিবো, সেই জামাতই সত্য।' তিনি বলেন, 'যতগুলো ফির্কা ছিল আমরা সবগুলোর নাম লিখে কোন শিশুকে ডেকে তাকে দিয়ে কাগজ ওঠাই এবং তাতে লেখা ছিল জামাতে আহমদীয়া। ইমাম সাহেব এতে নিশ্চিত হতে পারেন নি তাই তিনি বলেন,

আরেকবার করো। দ্বিতীয়বারও জামাতে আহমদীয়ার নাম উঠে। এবারও নিশ্চিত না হলে তৃতীয়বার উঠানো হয়। অবশেষে ইমাম সাহেব অনেকটা দ্বিধান্বিত হন আর এটিই তার হেদায়াতের কারণ হয়।'

নরওয়ের একটি ঘটনা: 'আমার ৭ই মে, ২০০৪ সনের খুতবা যখন টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হচ্ছিল তখন এক অ-আহমদী ভদ্রলোক আমীর সাহেবকে ফোন করেন এবং সাক্ষাৎ করতে চান। সাক্ষাতের সময় বলেন, জুমুআর খুতবা শুনে তার ভেতর একটি পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তাই তিনি বয়'আত করতে চান।' এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা হেদায়াত লাভের উপকরণ সৃষ্টি করেন।

বসনিয়াতে জেরে তবলীগ এক যুবক স্বপ্নের মাধ্যমে বয়'আত করেছেন। সেই যুবক স্বয়ং নিজের স্বপ্ন এভাবে বর্ণনা করেছেন; 'আমি দেখলাম, একটি বড় শহরে আমি ঘুরছি যেখানে হুলস্থুল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে আমি বহু ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং মুসলমান দেখতে পাই, যারা অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে নোংরা ও আবর্জনাপূর্ণ অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছিল যেন তারা হারিয়ে গেছে। হঠাৎ আমার দৃষ্টি ডান দিকে নিবদ্ধ হয় আর সেখানে আমি খুব সুন্দর একটি গাছ দেখতে পাই এবং এর নিচে মানুষের ছোট্ট একটি দল বসে আছে। সাদা কাপড় পরিহিত এবং তাদের মাথায় পাগড়ী বাঁধা। চারিদিকে এত হুলস্থুল সত্ত্বেও এরা নিশ্চিন্ত মনে সেখানে দলবদ্ধভাবে বসে আছে। এবং এদের চেহারায় হাসি রয়েছে। আমি স্বপ্নেই ধারণা করলাম, এরা অবশ্যই আহমদী হবে। আমি এদের কাছে যাই এবং এদের দলে যোগ দেই।' এরপর সেই যুবক বয়'আত করেন।

বিভিন্ন দেশে এধরনের অগণিত ঘটনা রয়েছে। আমাদের ফিজির মোবাল্লেগ লিখেন, '১৬ বছর বয়স্ক এক হিন্দু যুবক মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু সে স্বয়ং হিন্দুই ছিল। একদিন তার সাথে আমরা সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার স্ত্রী রোযা রেখে ঘুমিয়েছিল। সেদিন আমি স্বপ্নে দেখি, দুজন মানুষ আমার কাছে এসে বলে, আমাদের সাথে যোগ দাও। তাদের পোষাক ও টুপি হুবহু তাই ছিল যা আজ আপনারা পরিধান করে আছেন। এরপর তিনি বয়'আত করেন।'

এরপর জার্মানীতে বসবাসরত একজন কুর্দী মুসলমান হচ্ছেন কাসেম দাল সাহেব। 'তিনি তার জার্মান স্ত্রী এবং তিন কন্যাসহ জামাতের তবলীগি ষ্টলে আসেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি নিয়ে কথা আরম্ভ হয় এবং অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলেন, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর পর কে আসতে পারে? পনের মিনিট বিতর্কের পর আমাদের সেক্রেটারী তবলীগ তার ফোন নাম্বার নিয়ে নেন এবং তারা চলে যান। পরের দিন তাকে খাবারের নিমন্ত্রণ জানান এবং সেখানে তবলীগি আলোচনা হয় এবং তাকে বই-পুস্তকও প্রদান করা হয়। দু'দিন পর তিনি ফোন করে জানান আমি বই-পুস্তক পড়িনি বরং তা পুড়ে ফেলেছি। কেননা আমাকে মৌলভীরা বলেছে, এদের কোন কিছুই পড়বে না। যাইহোক তাকে বলা হল, ঠিক আছে আপনি বৃহস্পতিবার আসেন, মানেন বা না মানেন বন্ধুত্বতো থাকতে পারে। তিনি সেদিন আসেন এবং রোযা রেখে আসেন যাতে আহমদীদের ঘরে খাবার খেতে না হয়। যাইহোক, কথা আরম্ভ হয় এবং দীর্ঘ আলোচনা চলতে থাকে এবং ইফতারীর সময় হলে বাধ্য হয়ে রোযা সেখানেই খুলতে হয় আর খাবারও খেতে হয়। আমাদের সেক্রেটারী তবলীগ তাকে বলেন, আপনি মৌলভীদের কথা বাদ দিয়ে পক্ষপাতিত্ব মুক্ত হয়ে চল্লিশ দিন পরিষ্কার ও পবিত্র হৃদয় নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে একান্ত বেদনার সাথে দোয়া করুন।' সেক্রেটারী সাহেব বলেন, 'তৃতীয় দিন তিনি তার কর্মস্থল থেকে ফোন করে বলেন, তোমার কাছে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস এর কোন ছবি আছে কি? আমি বললাম আছে। তিনি বলেন, এখনই কাজ ছেড়ে আসছি। তাকে কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, এখনই অদৃশ্য আওয়াজ আমাকে বলেছে, কী প্রমাণ চাও? প্রমাণতো আমরা তোমাকে দেখিয়েছি এবং সাথে সাথে তাকে সেই স্বপ্ন স্মরণ করানো হয় যাতে তিনি দেখেছিলেন যে, আমি কোন সেনাবাহীনীর নেতৃত্ব দিচ্ছি আর সঙ্গে ফিরিশ্তাও আছে। যাইহোক এরপর তিনি বয়'আত গ্রহণ করেন।'

এ হলো কয়েকটি ঘটনা যা আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরলাম। এরূপ অগণিত ঘটনা রয়েছে। জলসার সময় কতক বর্ণনা করা হয়, কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে সব ঘটনা তুলে ধরা সম্ভব হয় না। কাদিয়ান জলসায় আমার ইচ্ছে ছিল কতক ঘটনা বর্ণনা করার কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি। ঘটনাক্রমে এ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে কয়েকটি ঘটনা সামনে এসেছে বলে আমি তুলে ধরলাম। আল্লাহ্ তা'লা এভাবে হেদায়াত প্রদানের উপকরণ সৃষ্টি করেন এবং আজ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থন করছেন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমাদের এটিই দোয়া, বিশ্ববাসীকে আল্লাহ্ তা'লা হেদায়াতের পানে পরিচালিত করুন এবং আমাদেরকে সর্বদা হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। মহানবী (সা.)

আমাদেরকে হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যও অনেক দোয়া শিখিয়েছেন।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বলেছেন, **'তুমি বলো হে আল্লাহ্! আমাকে হেদায়াত দাও এবং আমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো। হেদায়াতের পাশাপাশি সরল-সুদৃঢ় পথকেও স্মরণ রাখো। আর সোজা রাখার অর্থ তীরের মত সোজা থাকা।'** (মুসলিম)

হেদায়াত বা সরল-সুদৃঢ় পথ সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে বলেছি, তিনটি বিষয় সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক। (হুকুকুল্লাহ্) আল্লাহ্র অধিকার প্রদান, (হুকুকুল ইবাদ) বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান এবং নিজ আত্মার প্রাপ্য প্রদান করা। কিন্তু এসব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ এবং খোদার প্রতি ধাবিত হওয়া। সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ রাখা আবশ্যক। অনুরূপভাবে একটি হাদীসে আবু ইসহাক বর্ণনা করেন, আমি আবু আহওয়াসকে আব্দুল্লাহ্ হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। নবী করীম (সা.) দোয়া করতেন: **'হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, ত্বাকওয়া, পবিত্রতা বা শুচি-শুদ্ধতা এবং প্রাচুর্য কামনা করছি।'** (তিরমিযী)

এরপর আরেকটি দোয়া শিখানো হয়েছে। আবু মালেক তার পিতা কর্তৃক বর্ণনা করেন, যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করতো তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই শব্দাবলী দিয়ে দোয়া শিখাতেন:

اللهم اغفرلي، وارحمني، واهدني، وارزقني

[আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী] অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে হেদায়াত দাও এবং আমাকে রিয্‌ক দান কর।' যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত প্রদান করেন তাকে সমৃদ্ধও করেন। কিন্তু এটি কোন স্থবির বিষয় নয় বরং হেদায়াত পাওয়ার সাথে সাথে মানুষের মোকাম বা পদমর্যাদা উন্নত থেকে উন্নততর হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে এই দোয়া শিখিয়েছেন এবং ইতোপূর্বেও আমি কয়েকবার জামাতকে তাহরীক করেছি। এই দোয়াটি জুবিলীর দোয়াতেও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকে প্রশ্ন করেন, এখন যেহেতু জুবিলীর বছর শেষ হয়ে গেছে তাই জুবিলীর দোয়াসমূহ পাঠ করা বন্ধ করে দিবো কি? মানুষকে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি দোয়া করা উচিত। কেবল অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এই দোয়াগুলো পাঠ করতে বলা হয়েছিল। যাতে আগত শতাব্দীতে আরো বেশি দোয়া করার তৌফিক হয়। তাই বন্ধ করারতো প্রশ্নই উঠে না বরং প্রত্যেক আহমদীকে পূর্বের চেয়ে বেশি দোয়া করা উচিত। পবিত্র কুরআনের দোয়াটি হলো:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(সূরা আলে ইমরান:৯)

অর্থ: **'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেবার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না, আমাদেরকে পদস্খলন থেকে রক্ষা কর এবং তোমার সন্নিধান হতে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।'** এই দোয়াসহ অন্যান্য দোয়াও করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'হে পরম করুণাময় খোদা! সকল জাতির যোগ্য হৃদয়সমূহকে হেদায়াত প্রদান কর যাতে তোমার প্রিয় রসূল এবং শ্রেষ্ঠ রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আর তোমার কামেল ও পবিত্র কালাম কুরআন শরীফের প্রতি তারা ঈমান আনে এবং এর নির্দেশাবলীর পূর্ণ অনুসরণ করে। যাতে সেসব আশিস ও সৌভাগ্য এবং সত্যিকার আনন্দলাভে ধন্য হয় যা সত্যিকার মুসলমানরা উভয় জগতে লাভ করে থাকে। এই অনন্ত জীবন ও পরিত্রাণের পরম স্বাদ উপভোগ করে যা কেবল পরকালেই লাভ হয়না বরং প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী এই পার্থিব জীবনেই লাভ করে।' (মজমুয়া ইশতেহারাত, ১ম খন্ড-পৃ:১২৫. হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) রচিত সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-পৃ:৫৭৩)।**

মহানবী (সা.)-এর দোয়ার মধ্য হতে একটি দোয়া বিশেষভাবে বলতে চাই যার উল্লেখ আমি খুতবার শুরুতে করেছি তা হচ্ছে اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون

ওহোদের যুদ্ধে যখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দু'টি দাঁত শহীদ হয় এবং তাঁর পবিত্র চেহারা ক্ষত-বিক্ষত হয় সাহাবাদের (রা.) জন্য তা ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তারা নিবেদন করেন, আপনি (সা.) তাদের বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করুন। তিনি (সা.) বলেন, আমাকে অভিসম্পাত বর্ষণকারী হিসেবে আবির্ভূত করা হয়নি বরং আমি খোদার প্রতি আহবানকারী এবং মূর্তিমান রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। এরপর তিনি দোয়া করেন,

اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون

অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! আমার জাতিকে হেদায়াত দাও কেননা তারা আমাকে চিনে না।'

অতএব হযরত মসী?হ্ মওউদ (আ.)-কেও এই দোয়াই শিখানো হয়েছে। তাই তাঁর জামাতকেও বিশেষভাবে এই দোয়া

করা উচিত। বর্তমানে পাকিস্তানের যে অবস্থা এতে পাকিস্তানীদের বিশেষভাবে এই দোয়া করা উচিত। তাদের বিরোধিতা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। এ কারণেই তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে গেছে এবং ভুলটাই স্বাভাবিক। যারফলে বিভিন্ন সমস্যায় নিপতিত এবং বুঝতেও পারছে না যে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে। তাদের সাথে কি ঘটছে আর ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে এবং যতদিন তারা হেদায়াতের পানে অগ্রসর না হবে এ অবস্থা চলতেই থাকবে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা এই দেশ ও জাতির উপর দয়া করুন। তাদের জন্য অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে দোয়া করুন। প্রতিনিয়ত আহমদীদের বিরুদ্ধে পূর্বাপেক্ষা কোন না কোন ঘৃণ্য কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যদিও বর্তমানে সেই দেশে জীবনের কোন মূল্যই নেই। প্রত্যেকেরই জীবন বিপন্ন। কিন্তু আহমদীরা যেহেতু এ যুগের ইমামকে মেনেছে তাই কেবল এ কারণে তাদের প্রাণনাশ করা হয়, হত্যা এবং শহীদ করা হয়। প্রতিদিন কোন না কোন শাহাদত বা কাউকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ার সংবাদ এসে থাকে। দু' দিন পূর্বেই আমাদের একজন মুরব্বী সাহেব মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দিবসের জলসা শেষে কোন স্থান হতে ফিরছিলেন। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ করে কোথা হতে দু'জন মোটর সাইকেল আরোহী এসে তার উপর এলোপাথারি গুলি বর্ষণ করতে থাকে। মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক দৌড়ে পালায়। দুর্বৃত্তরাও চলে গিয়েছিল। কিন্তু নিশানা লক্ষভেদ করেছে বলে সন্দেহ দেখা দেয়ায় পুনরায় ফিরে এসে মুরব্বী সাহেবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। যাইহোক আল্লাহ্ তা'লা ফযল করছেন বিধায় গুলি পায়ে লেগেছে। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসারত আছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পূর্ণ আরোগ্য দান করুন এবং এ জাতিকেও বিবেক-বুদ্ধি দিন। এরা এবং এদের নেতারা দেশকে কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে তা স্বয়ং তারা বুঝতে পারছে না। কারণ এমনিতেই তাদের মধ্যে অসততা বিদ্যমান আবার মোল্লাদের খপ্পরে পড়ে অন্যায়- অসততা আরো অধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দেশকে তারা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা রহম করুন।

নামাযান্তে আমি কয়েকটি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো। প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে সংক্ষেপে বলছি। একজন হচ্ছেন করাচীর মোকারম মাহমুদ আহমদ সাহেবের ছেলে মোবাশ্বের আহমদ সাহেব। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী কতক অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারী তাঁকে গুলি করে ফলে তিনি শহীদ হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সম্প্রতি তাকে হত্যার হুমকী দেয়া হচ্ছিল এবং এলাকার পুলিশ ইন্সপেক্টর বলেন, ঐখানে একটি মাদ্রাসা ছিল। সেখান থেকে দু'জন লোক (যারা সে মাদ্রাসায় কাজ করত) বেরিয়ে এসে তাকে গুলি করে। যাইহোক রাত গভীর হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ঘরে ফিরে আসেন নি তখন পরিবারের লোকজন খোঁজ-খবর নেয় এবং জানা যায় যে, কোন অজ্ঞাত পরিচয় তাকে শহীদ করেছে। অত্যন্ত মুখলেস, নামাযী এবং উদ্যমী দায়ীইলাল্লাহ্ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। মরহুম মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক কন্যা ও দু পুত্র রেখে গেছেন। তার স্ত্রী বয়'আত করে স্বয়ং আহমদী হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও হিফাযত করুন আর স্বয়ং তাদের অভিভাবক হোন।

দ্বিতীয় জানাযা হচ্ছে আমাদের অত্যন্ত বুযুর্গ আফ্রো আমেরিকান আহমদী ভাই মুনির হামিদ সাহেবের। তিনি গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ৭০বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৫৭ সনে তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে স্বয়ং বয়'আত করে জামাতভূক্ত হয়েছিলেন। অত্যন্ত মুখলেস, নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত ও আত্মোৎসর্গী আহমদী ছিলেন। সর্বদা জামাতী কাজে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আমেরিকার প্রথম ন্যাশনাল কায়েদ হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ত্রিশ বছরের চেয়েও দীর্ঘ সময় ধরে ফিলাডেলফিয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি আমেরিকা জামাতের নায়েব আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার পিতামাতা কেউই মুসলমান ছিলেন না। ধর্মের প্রতি পিতার কোন আকর্ষণ না থাকলেও তার মাতা কেবল চার্চেই যেতেন না বরং তাকে চার্চের মিশনারী হিসেবে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণীত করতেন। দশ ভাইবোনের মধ্যে কেবল তিনিই ধর্মের প্রতি আকর্ষণ রাখতেন ফলে তিনি ইসলাম কবুল করার তৌফিক লাভ করেন। এ কারণে অন্যান্য ভাইবোনরা তার বিরোধিতাও করত। একবার যখন তার মাতা অসুস্থ হন তখন এই অসুস্থতাকালীন সময় তার ভাইবোনেরা মুনির হামিদ সাহেব মুসলমান বলে তার নাম ভাইবোনের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছিল। যদি ভাইবোনের তালিকায় মুসলমান কারো নাম এসে যায় তাহলে তাদেরকে মানুষের সামনে লজ্জিত হতে হবে বলে। যাইহোক অল্প বয়সেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন বরং তিনি যখন আহমদী হতে চাচ্ছিলেন তখন জামাতের নিয়ম ছিল, বয়'আত ফরমে পিতামাতা অথবা তাদের কোন একজনের স্বাক্ষর যেন থাকে, স্বেচ্ছায় আমি অন্য ধর্ম গ্রহণ করছি। যখন তিনি বয়'আত ফরম পূরণ করে পিতামাতার কাছে সত্যায়ন করাতে যান তারা তা করতে অস্বীকার করেন এবং তাকে বুঝান, তুমি কোথায় যাচ্ছ? কিন্তু

সর্বদা তার মায়ের বিশ্বাস ছিল সব ছেলেমেয়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুমিই অগ্রগামী। মরহুম বলেছেন, আমি ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তক পড়ে আহমদী হয়েছিলাম। সত্যতা তার কাছে সুপ্রকাশিত হয়। তিনি হযরত খলীফাতুল সানী (রা.)-র কাছে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রের উত্তর যখন আসে তিনি বলেন, এই চিঠি আমার কায়া পাল্টে দিয়েছে। আমার ঈমানের উন্নতির কারণ হয়েছে। অত্যন্ত সহজ-সরল, অকৃত্রিম, সাদাসিধে, বিনয় ও পুণ্যবান মানুষ ছিলেন। আমার সাথেও কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছেন। হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। জামাতের জলসা ইত্যাদিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিতেন। রসূলে করীম (সা.)-কে ভালবাসতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মহানবী (সা.)-এর নাম শোনামাত্রই তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে যেতো। খলীফাদের প্রতি এবং খিলাফতের সাথেও ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার গভীর সম্পর্ক ছিল। সম্ভবত দুই অথবা তিন বছর পূর্বে বাংলাদেশ জলসায় যাওয়ার সময় লন্ডনে আমার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করেন। জলসা থেকে ফিরে পুনরায় যখন সাক্ষাৎ করতে আসেন বলেন, বাংলাদেশ জলসা এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের পর আমি পুনরায় উদ্বুদ্ধ হয়েছি। যখনই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতেন অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। গত বছর যখন আমেরিকার জলসায় গিয়েছিলাম তখন অসুস্থতার কারণে তিনি জলসায় আসতে পারেন নি। খবর শুনে আমি মনে করেছিলাম সামান্য অসুখ হবে। কিন্তু রোগের ভয়াবহতা জানা ছিল না। আমার মনে হয় তার পরিবারের লোকজনও তার চরম অসুস্থতার কথা জানতো না। যদি জানতে পারতাম তাহলে কোন না কোনভাবে সময় বের করে আমি তার ঘরে গিয়ে সাক্ষাৎ করে আসতাম। যাইহোক, আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তিনিও মৃত্যুকালে বিধবা স্ত্রী, এক ছেলে ও দু কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও মুনির হামিদ সাহেবের নেককর্মসমূহ জারী রাখার তৌফিক দান করুন। তিনিও সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা হেদায়াতের পানে পরিচালিত করেন। কেননা দশ সন্তানের মধ্যে কেবল সত্য গ্রহণ করার তৌফিক একজনই পেয়েছেন।

তৃতীয় জানাযা হচ্ছে, কাদিয়ান নিবাসী মোকাররম মাহমুদ আহমদ সাহেব দরবেশ এর। তিনি গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৮৪বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, রাজেউনা ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে। তিনিও অত্যন্ত নেক, মুত্তাকী, নামাযী, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী মানুষ ছিলেন। অধিকাংশ দরবেশই ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। যৌবনে শেখুপুরা থেকে কাদিয়ান হিজরত করে আসেন এবং জীবন উৎসর্গ করে মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র নির্দেশে সেনাবাহীনিতে যোগদান করেন আবার তাঁর নির্দেশেই সেনাবাহীনি থেকে পদত্যাগ করে জামাতের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি নাযের বাইতুল মাল আমদ ও খরচ এবং পরবর্তীতে নায়েব নাযের ওয়াকফে জাদীদ বেরুন হিসেবে খিদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর তিন ছেলে এবং তিন কন্যা রয়েছেন। তাঁর এক ছেলে নাসির আহমদ আরেফ সাহেব কাদিয়ানের নাযারাতে উমুরে আমা দপ্তরে খিদমত করার সুযোগ পাচ্ছেন।

পরবর্তী জানাযা হচ্ছে মোহ্‌তরম কামাল ইউসুফ সাহেবের পত্নী সৈয়দা মুনিরা ইউসুফ সাহেবার। তিনি ক্যান্সারের রোগী ছিলেন। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর তিনি গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি রাজেউনা ওয়া ইন্না ইলাইহে। মরহুমা হযরত সৈয়দ সরওয়ার শাহ্ সাহেবের পৌত্রী ছিলেন। কামাল ইউসুফ সাহেব স্ক্যান্ডিন্যাভিয়ান দেশসমূহে দীর্ঘদিন মোবাল্লেগ হিসেবে কাজ করেছেন মরহুমাও স্বামীর সাথে সেখানেই বাস করেছেন। মরহুমা অতিথি পরায়না ছিলেন। মিশন হাউসের প্রতি যত্নবান ছিলেন। জামাতের প্রতি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন এবং তাঁদের জন্য আত্মাভিমান রাখতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তিনিও এক কন্যা ও দু ছেলে রেখে গেছেন। এছাড়া মরহুমার স্বামী মোকাররম কামাল ইউসুফ সাহেবও আল্লাহ্‌র ফযলে জীবিত আছেন।

এরপর রাবওয়া নিবাসী বশীর আহমদ সিয়ালকোটি সাহেবের পত্নী আমাতুল হাই সাহেবা। অনুরূপভাবে বশীর আহমদ সিয়ালকোটি সাহেব স্বয়ং স্ত্রী মারা যাবার কয়েক দিনের মাথায় ইন্তেকাল করেন। তারা উভয়ে আমাদের মুরব্বী এবং বর্তমানে প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে কর্মরত জহুর সাহেবের পিতা-মাতা। তার মাতা মৃত্যুবরণ করেন ২৭শে জানুয়ারী এবং পিতা ২৫শে ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন। উভয়েই অত্যন্ত নেক ও দোয়াগো বুযুর্গ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে প্রাথমিক যুগের লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা রাবওয়া এসে বসবাস আরম্ভ করেন এবং এখানেই ব্যাবসা-বাণিজ্য করেন। তারা এক কন্যা এবং পাঁচ ছেলে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা উভয়ের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাদের সাথে ক্ষমার আচরণ করুন। নামাযের পর মরহুমদের গায়েবানা জানাযার নামায পড়ানো হবে।

(প্রাপ্ত সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

মহান আল্লাহ্ তাআলা সকল গুণাবলীর আধার

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী (প্রিন্সিপাল)

মহান আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

সূরা আ'রাফ ঃ (৭ঃ ১৮১)

অনুবাদ ঃ এবং সকল উত্তম নাম সমূহ আল্লাহ্রই জন্য। সুতরাং তোমরা তাঁর নামেই তাঁকে ডাক এবং যারা তাঁর নামসমূহ সম্পর্কে পথভ্রষ্ট তাদেরকে পরিত্যাগ কর। তারা যে কাজ করে তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।

আল্লাহ্ তাআলা সকল ভাল গুণ; কল্যাণকর ও মঙ্গলময় গুণের আধার। মহাবিশ্বে সমগ্র সৃষ্টির কোথাও কোন মঙ্গল যা আমরা উপলব্ধি করি তা সবই আল্লাহ্ তাআলা হতে উৎসারিত। তাঁর মাঝে কোন অকল্যাণ বা অশুভ বা দোষ ত্রুটি নাই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান; তিনি কখনও কোন কিছু হতে দূরে নন। সব কিছু সর্বক্ষণ তাঁর নাগালের মধ্যে থাকে। **লা'তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নওম,** কখনও তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না বা ঘুমান না। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৬) তাঁর মাঝে কোনও প্রকার দুর্বলতা নাই , কোন দোষ-ত্রুটি বা কলঙ্ক নাই। তিনি সবচেয়ে বেশী পবিত্র, সদা শুভ্র উজ্জ্বল, তিনিই প্রকৃত নূর বা আলো।

তাঁর থেকে কোন অমঙ্গল বা অশুভ বা অনিষ্ট বা ক্ষতিকর কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

তিনিই আল্লাহ্ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আদি সুনিপুন স্রষ্টা, সর্বোত্তম আকৃতিদাতা, সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর গুণ ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর ঃ ২৫)

কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী এবং তাঁর তৌহীদ ও তাঁর মহিমা প্রকাশ পাচ্ছে। আল্লাহ্ ব্যতীত কেই নাই যার কোন গুণাগুণ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সৃষ্টির সবকিছু সর্বক্ষণ তাঁর আয়ত্বের মধ্যে থাকে। কেউ মুহূর্তের জন্যও তাঁর আয়ত্বের বাইরে যেতে পারে না। যখন তাঁর আয়ত্বের বাইরে যায় তখনই সে ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং খোদা তাআলা ব্যতীত কেই নাই যার সাথে আমরা বা সৃষ্টির কেউ সম্পর্ক করতে পারি বা কেউ আমাদের ওপর কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারে–ভাল বা মন্দ।

আজকের আলোচনা আমি যদি কুরআন শরীফের কতিপয় আয়াতের ওপর আলোচনা করি তাহলে যথেষ্ট হবে। কারণ প্রত্যেক আয়াতেই আল্লাহ্র গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। সূরা ফাতেহা যেহেতু কুরআন শরীফের সারাংশ এবং সূরা ফাতেহার শুরুতেই আল্লাহ্ তাআলার প্রধান প্রধান গুণাবলীর উল্লেখ আছে।

কিন্তু আসল বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার মহিমা সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে চাচ্ছি।

এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যা আবিষ্কার করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, আমাদের সৌরজতের মত কোটি কোটি সৌরজগত বিরাজমান। সৌরজগত অর্থ সূর্য এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে যেসব গ্রহ নক্ষত্র বিরাজ আছে। কত পরিমাণ গ্যালাক্সী রয়েছে–জানা সম্ভব না। শুধু তাই না– এসবগুলো সম্প্রসারিত হচ্ছে। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

"এবং আমরা নিজ হাতে এই আকাশকে সৃষ্টি করেছি এবং নিশ্চয় আমরা মহা সম্প্রসারণকারী।"

(সূরা যারিয়াত : ৫১ ঃ ৪৮)

আরো বলা হয়েছে, "ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিন ইয়াসবাহুন" "এরা প্রত্যেকেই আকাশে নিজ নিজ কক্ষপথে অবাধে সন্তরণ করে চলেছে।" (সূরা ইয়াসিন ঃ ৪১)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) লিখেছেন যে, সমস্ত সৌরজগতগুলো একদিকে অগ্রসর হচ্ছে– যাতে বুঝা যায় যে, কোন অজানা জগত রয়েছে যার আকর্ষণে আমাদের বিশ্বজগত বা সমগ্রজগত ঐ দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের এ যাবত এটা শেষ তথ্য।

এখানে আল্লাহ্ তাআলার মহাশক্তির বিকাশ ঘটেছে। এটাও হচ্ছে যে, কোথাও কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা নাই। সবকিছু নিয়ম মত, সময় মত, বিধান মত চলছে। বিশৃঙ্খলা হলেই ধ্বংস। কুরআনে বলা হয়েছে ।

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ

যিনি স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তুমি রহমান আল্লাহ্র সৃষ্টির মাঝে কোন অসমাঞ্জস্য দেখতে পাবে

না। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ। তুমি কি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পাও?

এখানে রহমান গুণের কথা বলা হয়েছে।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

তারপর তুমি বার বার দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি ব্যার্থ হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে–এমন অবস্থায় যে উহা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হবে। (তবু কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখবে না) (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৪-৫)

আমাদের পৃথিবীকে দেখুন। একদিন এটি ছিল না। একদিন এখানে মানুষ ছিল না। কিন্তু অন্য প্রাণী ছিল–যারা আজ নাই। মানুষ আছে। একদিন এটা ধ্বংস হয়ে যাবে। ভাঙ্গা গড়ার এ খেলা চলতেই থাকবে। এমন এক সময় ছিল মানুষ পাক করে খেতে জানত না। আজ মানুষ মহাবিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করতে ব্যস্ত। সব কিছু পূর্ণতার দিকে ছুটে চলেছে। পূর্ণতার পর অধঃপতন শুরু হয়, তারপর একদিন শেষ হয়ে যায়। এসবই আল্লাহ্‌র মহিমা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সূরা ফাতেহার তফসীরে লিখেছেন যে, আল্লাহ্‌র সকল গুণবাচক নামের মধ্যে মৌলিক বা বুনিয়াদী চারটি গুণবাচক নাম রাব্ব, রহমান, রাহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দীন।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আর রহমানির রাহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দীন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়; বিচার দিবসের মালিক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন যে,.. আল্লাহ্‌র আসল নাম 'আল্লাহ্' যিনি কুরআন নাযেল করেছেন, যিনি আমাদের সৃষ্টি কর্তা। তারপর রাব্ব, রহমান, রাহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দীন তাঁর প্রধান প্রধান গুণবাচক নাম। কম বেশি একশটি গুণবাচক নাম মূলতঃ এই চারটি নামের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ,) বলেছেন, 'আল্লাহ্' ইসমে আজম বা সবচেয়ে বড় নাম। বাকী সবগুলো তাঁর গুণবাচক নাম। এখন দেখতে হবে আল্লাহ্ কে? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, কুরআন মজিদ হতে জানা যায় ঃ

আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত গুণাবলীর আধার, পুর্ণতাপ্রাপ্ত সকল ভাল গুণাবলীর আধার এবং তিনি সকল প্রকার মন্দ বা অশুভ বা দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র তাঁর কোন দোষ বা মন্দ খারাপ গুণ নাই। তিনিই প্রকৃত মাবুদ, ইবাদতের যোগ্য। তাঁর কোন শরিক নাই এবং সকল কল্যাণের উৎস। এখানে খুব স্পষ্ট করে জানা দরকার যে, সকল প্রকার ভাল গুণ পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহ্‌র মধ্যে বিরাজমান এবং এর মাঝে কোন অমঙ্গল নাই।

সাথে সাথে একথাও সত্য যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন শক্তি বা সত্ত্বা নাই যার থেকে মন্দ বা অমঙ্গল সৃষ্টি হয় বা ছড়ায়। এখন প্রশ্ন এই যে, তাহলে অমঙ্গল বা অশুভ বা অকল্যাণ কেন দেখি বা উপলব্ধি করি?

উত্তর এই যে, আমরা আমাদের বোকামী বা মূর্খতার কারণে নিজেকে আল্লাহ্‌র রহমত হতে বঞ্চিত করি বা দূরে রাখি ফলে অকল্যাণ দেখি বা কষ্ট পাই। আল্লাহ্ তাআলাা আমাদেরকে সীমিত স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমরা ভাল মন্দ অনেক কিছু করতে পারি।

মানুষ যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশমত জীবন যাপন করে এবং সব সময় আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে তাহলে সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আমরা এবং সৃষ্টির সবকিছু প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আছি। নতুবা আল্লাহ্‌র আশ্রয়ের বাইরে গেলেই ধ্বংস নিশ্চিত।

যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে দেখব যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রত্যেক সময়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দোয়া করতে বলেছেন। অর্থাৎ কোন মুহূর্তেই যেন আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয়ের বাইরে না যাই। তাঁর অনুগ্রহ বা দয়া ব্যতীত কেউ এক মুহূর্তও জীবন ধারণ করতে পারে না। হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।......তিনিই চিরঞ্জীব, জীবনদাতা, চিরস্থায়ী স্থিতিদাতা।

এবার আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম নিয়ে আলোচনা করব।

"আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহ্। তিনি রাব্বুল আলামীন, রহমান, রাহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দীন।

আল্লাহ্‌র গুণ বাচক নামের মধ্যে আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে জানতে পারি যে তিনি কেমন. কি করেন, কোথায় থাকেন। কুরআন মজীদ ব্যতীত কোন বই বা গ্রন্থ নাই যেখানে আল্লাহ্ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়া হয়েছে। কারণ একমাত্র কুরআন মজীদই আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী। এর প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার সিফাত বা গুণাবলীর উল্লেখ আছে। সুতরাং এখানে কতিপয় আয়াতের উল্লেখ করাই যথেষ্ট হতে পারে।

সূরা ফাতেহা কুরআন শরীফের সারাংশ। একে উম্মুল কিতাব বলা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, সূরা ফাতেহার আরম্ভে যে চারটি গুণবাচক নাম রয়েছে–এই চারটি গুনবাচক নাম বাকী সকল গুণবাচক নামের উৎস এবং সারাংশ। এগুলোকে উম্মহাতুস সিফাত বলা হয়েছে। অর্থাৎ সকল গুণবাচক নামগুলোর মা। অতএব, আমরা

প্রথমতঃ এই চারটি গুণবাচক নাম নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা যদি আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে বুঝতে পারব যে, আল্লাহ্ তাআলা সকল গুণাবলীর আধার এবং এ সবের গভীরতা ও পরিধি এর আদি-অন্ত জেনে শেষ করা যাবে না। এবং অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

এটাও জানা যাবে যে, যদি কেউ তার নিজের দোষে, নিজের অপকর্মের জন্য ধ্বংস হয় তাহলে তার জন্য সেই দায়ী-অন্য কেউ না। যদি কেউ আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চলে এবং আল্লাহ্র আশ্রয় চায় তাহলে তার কোন ভয় নাই। কেউ যদি আল্লাহকে বিশ্বাস না করে তাঁর আশ্রয় না চায় তাহলে তার বিপদ আছে। অতএব, আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে জানা দরকার, যেন তাঁর কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হয়। আজ কোন কোন জাতি আল্লাহ্র শিরক করে অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে।

সূরা ফাতেহায় বর্ণিত সিফাতগুলো, (১) রাব্বুল আলামীন (২) রহমান (৩) রাহিম (৪) মালিকি ইয়াউমিদ্দীন। 'আল্লাহ্' নামটি আল্লাহ্র আসল নাম। আল্লাহ্ সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর গুনবাচক নামগুলোর মাধ্যমে জানতে হবে।

'রাব্বুল আলামীন' অর্থ আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বিশ্বের তথা সৃষ্টির সকলের বা সবকিছুর প্রতিপালক বা পালনকর্তা। একমাত্র তিনি তথা 'আল্লাহ্' ব্যতীত কোন সৃষ্টি কর্তাও নাই। লালন-পালনকারী বা প্রতিপালকও নাই। তিনি সকলের অভিভাবক-রক্ষক ও পালনকর্তা। সৃষ্টির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একমাত্র তিনি সবাইকে লালন-পালন করেন। তিনি সবাইকে বাঁচিয়ে রাখেন, তিনি প্রত্যেক যোগ্যতা দান করেন বা সকলের তরবিয়ত করেন তথা দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও শক্তি দান করেন।

'রাব্ব' শব্দের অর্থ করা হয়েছে (১) মালেক বা প্রভু (২) সৈয়দ বা সরদার (৩) কাইয়্যুম বা স্থায়িত্ব দানকারী (৪) মুদাব্বির তিনি পরিকল্পনা করেন বা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন (৫) মুরব্বী অর্থ যিনি তরবীয়ত করেন বা অভিভাবক, দেখা শোনা করেন; উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন (৬) মোনয়েম তথা নেয়ামত দানকারী। (৭) মুতাম্মিম তিনি সবকিছুকে পূর্ণতা দান করেন। সাফল্য দান করেন।

সৃষ্টির সবকিছু এই সিফাতের আওতার মধ্যে রয়েছে। আকাশ, বাতাস গ্রহ-নক্ষত্র গাছপালা; কিটপতঙ্গ পাহাড়-পর্বত সবকিছু। বলা হয়েছে; ওয়া হুয়া রাব্বু কুল্লি সায়ইন" প্রত্যেকটি বিষয়ের রাব্ব তিনি। প্রভু, প্রতিপালক। সৃষ্টির পরমুহূর্ত থেকে প্রত্যেককে তিনি রক্ষা করেছেন, লালন-পালন করেছেন, যোগ্য করে তুলেছেন, নয়ত কেউ বেঁচে থাকত না–সবল হতো না। এই গুণের দ্বারা সবাই লাভবান হচ্ছে–তবে মানুষ সবচেয়ে বেশী।

রাহমান। গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান নাম রহমান। এর প্রতিফলনে সর্ব প্রথম Big Bang হয়েছিল–যার পর থেকে সৃষ্টির শুরু। এটি আল্লাহ্ তাআলার অসাধারণ শান্তির বিকাশ। প্রত্যেক প্রাণী বা জীবকে এবং মানুষকে প্রয়োজনমত শরীর অঙ্গপ্রতঙ্গ দান করেছেন। এই গুণের কল্যাণ লাভের জন্য মানুষকে কোন চেষ্টা করতে হয় না। রহমানের কল্যাণ স্বাভাবিকভাবেই সবাই লাভ করেছে। পাখী আকাশে উড়ে, মাছ এবং জলজ প্রাণী জলে বাস করে। মাটিতে কাদায় পোকা-মাকড় বাস করে। বরফের দেশের প্রাণীরা সেরকম শরীর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ পেয়েছে। মরুভূমির প্রাণীরা তাদের প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়ানোর মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেয়েছে। এসব কিছু রহমান আল্লাহ্র মহিমা। বহু আয়াতে রাব্ব, বহু আয়াতে রহমান, বহু আয়াতে রাহিম, বহু আয়াতে মালিকি ইয়াউমিদ্দীন গুণ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। কুরআন পাঠের সময় লক্ষ্য করা যেতে পারে। রহমানের বিকাশ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ

(সূরা আম্বিয়া ২১ ঃ ৪৩)

"তুমি বল, রাত্র ও দিনে রহমান আল্লাহ্র হাত থেকে তোমাদের কে রক্ষা করতে পারে?"

অর্থাৎ সর্বক্ষণ রহমান খোদা মানুষকে রক্ষা করেন।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ

مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ

(সূরা মূলক ৬৭ ঃ ২০)

অর্থাৎ তারা কি তাদের ওপরে পাখীগুলিকে দেখে না যে, ওরা কিরূপে পাখা মেলে উড়ছে এবং পাখা গুটিয়ে নিচ্ছে (শিকারের ওপর ছোবল মারার সময়) রহমান খোদা ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রাখছে?

পাখীদের আকাশে উড়ে বেড়ানো কি নিদর্শন নয়? কোন কোন শিকারী পাখী ঘন্টায় ২০০ মাইল বেগে উড়তে পারে? পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে

قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

অর্থ–আমি যাকে চাই আযাব দেই। কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭)

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র রহমতের মাঝে সব কিছু ডুবে আছে। কোন কারণে কারো ওপর থেকে আল্লাহ্‌র রহমতের আবরণ যদি সরিয়ে নেন–এটাই তার জন্য আযাব।

আল্লাহ্ তাআলা চেয়েছেন, মানুষ যেন তাঁর সিফাত বা গুণাবলীর ধারক ও বাহক তথা বিকাশক হতে পারে। তিনি এমনই ভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষের মাঝে তাঁর গুণাবলীর বিকাশিত হয়।

রাব্বুল আলামীন মানুষকে এমন ভাবে গড়ে তুলেন, তরবিয়ত করেন, যেন মানুষ আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন হতে পারে। রহমান খোদা মানুষকে রূহানী যোগ্যতা লাভের উপযুক্ত শরীর দিয়েছেন যেন মানুষ আল্লাহ্‌র হেদায়েত লাভের এবং ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে যেন মানুষ আল্লাহ্‌র হেদায়েত পালন করে আল্লাহ্‌র প্রিয় হতে পারে। আল্লাহ্‌র রহমান গুণের বিকাশের ফলে একজন মানুষ নবুওয়াত লাভ করেন। রহমান গুণের বিকাশের ফলে নবী রসূলগণ আল্লাহ্‌র বাণী লাভ করে বা ওহী ইলহাম লাভ করেন। আল্লাহ্‌র ওহী, আল্লাহ্‌র কিতাব বা শরীয়ত নাযেল হয় রহমান গুণের ফলে। যেমন বলেছেন ঃ

اَلرَّحْمٰنُ ۝٢
عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝٣
خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝٤
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝٥

(সূরা রহমান ৫৫ ঃ ২-৪)

আল্লাহ্‌র মহিমা বিকশিত হচ্ছে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে। আল্লাহ্‌র মহিমা বিকশিত হয় নবী রসূলগণের মাধ্যমে। আল্লাহ্ তাঁর বাণী বা বক্তব্য নবীগণের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এটি রহমান গুণের বিকাশ। মানুষ খুব সহজে নবী-রসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহকে জানতে পারে। মানুষের জন্য যে পথ নির্ধারণ করা হয়েছে তা এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র রসূলকে গ্রহণ করবে এবং মেনে নিবে। এতে করে মানুষ আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করবে। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করেছিলেন।

সুতরাং রহমানের বিকাশের ফলে মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ সম্ভব হয়।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) দাবী করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা তাকে মসীহ্ মাওউদ (আ.) নির্বাচিত করে পাঠিয়েছেন। একদল উলামা তার বিরোধিতা করেছেন। হযরত মির্যা সাহেব (আ.) নিজ দাবীর সত্যতার অগণিত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। ঐ সব প্রমাণের মধ্যে একটি বৃহৎ প্রমাণ এই যে, তিনি দাবী করে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে বিশেষভাবে কুরআন শিখিয়েছেন। এটা তাঁর সত্যতার প্রমাণ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সূরা ফাতেহার আলোচ্য চারটি গুণাবলীকে নিজের সত্যতার অতুলনীয় এবং অকাট্য প্রমাণ বলে দাবী করেছেন।

এবার রাহিম সিফাতের কথা বলছি।

রহমান গুণের বিকাশের দ্বারা মানুষ যে উপকার পাচ্ছে তার জন্য মানুষকে কিছু করতে হয় না। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ রহমানের গুণের বিকাশের মাধ্যমে লাভবান হয়ে থাকে। রহমানের বিকাশ প্রথমত: সকল প্রাণী এবং সকল মানুষের জন্য; তারপর মানুষের মধ্য হতে একদল রহমানের কল্যান প্রাপ্ত হয়ে নবী বা রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত হয়।

যারা হেদায়াত লাভ করে তারা মুসলমান হয়ে যান আল্লাহ্‌র বিধান তথা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষাকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হন। এরকম মুসলমান যারা আঁ হযরত (সা.) এর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের পর কুরআন ও সুন্নাহ্-র আলোকে নিজ জীবনকে আলোকিত করতে সচেষ্ট হন তারা রাহিম সিফাতের দ্বারা লাভবান হন বা কল্যাণমন্ডিত হন।

রহমান খোদা মানুষকে নবী-রসূলকে মান্য করে হেদায়াত লাভের পথে নিয়ে আসেন। যারা মুসলমান হয়ে যান এবং আঁ হযরত (সা.) এর আনুগত্য করে অনুসরণ করেন, ইবাদত করেন। সৎকর্ম করেন, দোয়া করেন, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে চান–খোদার রাহিম গুণ তাদের জন্য সক্রিয় হন। রাহিম গুণের কল্যাণে মানুষের তওবা আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। মানুষের ইবাদত, মানুষের পুণ্যকর্ম আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং মানুষ পুরস্কার লাভের তথা ছওয়াবের ভাগীদার হন তথা জান্নাত লাভের জন্য নির্বাচিত হন।

রাহীম খোদা দয়াময়। রাহীম খোদার করুণা রাহীম আল্লাহ্‌র কৃপা দৃষ্টি মানুষকে পুণ্যবান করে। আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও দয়া মানুষ লাভ করে, আল্লাহ্ তাআলার রাহীমগুণের কল্যাণে আমাদের পুণ্যকর্মগুলো গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, নতুবা নয়। কারণ, মানুষ তার পুণ্যকর্ম যত সুষ্ঠ বা সুন্দরভাবে করুক না তাতে কিছু ত্রুটি বা স্বল্পতা থেকে যায়। আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ অতিমাত্রায় পরিস্কার, পবিত্র, ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি রাখেন–অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন। ফলে আমাদের পুণ্যকর্ম তাঁর দৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রাহীম সিফতের কারণে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন বলেই আমাদের পুণ্যকর্মগুলো গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

অতএব, রাহীম গুণের কল্যাণ লাভের

জন্য ঈমানদার মুসলমান ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। ঈমানদার মুসলমান আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা তথা সুন্নতের আলোকে ন্যায়পরায়ণ হয়ে পুণ্যকর্ম করে তারপর দোয়ারত হয়। দোয়া বা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য চায়–তখন রাহীম গুণের বিকাশ ঘটে। সুতরাং রাহীমের কল্যাণ লাভের জন্য পুণ্যকর্ম, তওবা ও দোয়ার প্রয়োজন।

রাব্বুল আলামীন অর্থ মুরব্বী যিনি তালীম তরবিয়ত প্রদান করেন। রহমান সকলকে কর্মক্ষম বানান ও হেদায়াত প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রদর্শিত হেদায়াত অনুসারে অর্থাৎ কুরআন সুন্নতের আলোকে একজন মুসলমান পুণ্যকর্ম করেন। রাহীম তার পুণ্যকর্মগুলো গ্রহণ করেন।

রাব্বুল আলামীনের পরিধি সৃষ্টির প্রত্যেকের ওপরে প্রসারিত। রহমানের পরিধি প্রাণীজগত বিশেষ করে সকল মানুষের ওপরে বিস্তৃত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জাতির মানুষের জন্য রহমানের কল্যাণ। যেমন আলো বাতাস-খাদ্য-পানি-স্বাস্থ্য শরীর ইত্যাদি।

তারপর রূহানী বিষয়। যেমন আল্লাহ্ নবী-রসূল প্রেরণ করেন। নবী-রসূলগণ সকলের হেদায়াতের জন্য বহু কষ্ট করেন। সকল মানুষের হেদায়াতের জন্য তালীম তরবিয়ত দেন, দোয়া করেন। আঁ হযরত (সা.) কত কষ্ট করেছেন। কাফেররা হুযূর (সা.)কে কত কষ্ট দিয়েছেন কিন্তু তিনি (সা.) সবার জন্য দোয়া করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের হেদায়াতের জন্য কিতাব নাযেল করেন। হাজার হাজার ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করেন। যেমন বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের ফলে জমিতে ফসল উৎপন্ন হয়। অনুরূপ ভাবে–আল্লাহ্‌র কিতাব ও নিদর্শনসমূহ এবং নবীর দোয়া রূহানী বৃষ্টি আকারে মানুষের রূহকে হেদায়াতের জন্য উজ্জীবিত করে। ফলে হাজার হাজার মানুষ রূহানী জীবন তথা ঈমান লাভ করেন তথা মু'মিন মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এগুলো আল্লাহ্‌র রহমানগুণের বিকাশ বা কল্যাণ।

যারা হেদায়াত পায় না – তারা মুসলমান হয় না, হতভাগ্য তারা, রাহিম গুণের কল্যাণ তারা পায় না। তওবা কবুল হওয়া তথা পাপের ক্ষমা পাওয়া রাহীম গুণের কল্যান বা বিকাশ। রাহীম খোদা মানুষকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। বার বার তার তওবা কবুল করেন। ফলে একজন আল্লাহ্ প্রেমিক আস্তে আস্তে আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হয়ে যান। আস্তে আস্তে রূহানী উন্নতি হতে থাকে। এর ফলে সে আল্লাহ্‌র নিকট হতে নিকটতর হতে থাকে। এভাবে একদিন সে আল্লাহ্ তাআলার খুব নিকটে পৌঁছে যায়। আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত, আল্লাহ্‌র রঙে রঙীন হয়ে যায়। ওলী আল্লাহ্ হয়ে যায়।

রাহীম খোদা মু'মিন সৎকর্মশীল, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পুণ্যকর্মগুলোকে কবুল করেন। পুরস্কার দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাফের-মুশরেক, অহংকারী এবং লোক দেখানো কাজ যারা করে তাদের আমলকে আল্লাহ্ কবুল করেন না। যারা দোয়া করে না আল্লাহ্ তাদেরকে উন্নতির পথ প্রদর্শন করেন না। তাই তারা সফল হতে পারে না। আল্লাহ্‌র রাহীম সিফত (গুণ) দোয়ার দাবী রাখে। কিন্তু রহমান গুণের কল্যাণ লাভের জন্য দোয়ার প্রয়োজন হয় না।

এবার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করতে চাই।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমদ মুজতবা (সা.) সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ্‌র তকদীর চেয়েছেন যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে আল্লাহ্‌র সকল গুণাবলীর সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে। এবং তাই ঘটেছে। আল্লাহ্‌র মহিমা সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। যেমন সমগ্র সৃষ্টি, সমগ্র বিশ্ব, সমগ্র জগৎ এর মাঝে আল্লাহ্‌র মহিমার বিকাশ ঘটেছে এবং তেমনই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝেও ঘটেছে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর রহমত ও কল্যাণে ধন্য হচ্ছে। কুরআন মজীদেও আল্লাহ্‌র মহিমা, আল্লাহ্‌র পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র সকল গুণের বিকাশ ঘটেছে আর ঘটেই চলেছে, ঘটতে থাকবে। যা কুরআনে লিখিত আকারে আছে–তারই বিকাশ সৃষ্টিজগতের মাঝে বিকাশমান এবং কুরআনের আলোতে মুহাম্মদ (সা.) আলোকিত।

দ্বিতীয়ত হুযূর (সা.) কুরআনকে তথা কুরআনের সকল শিক্ষাসমূহকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। এভাবে তার (সা.) দ্বারা আল্লাহ্‌র মহিমার মহা বিকাশ ঘটেছে। কুরআনের আলো–বা কুরআনের নূর-ই আল্লাহ্‌র নূর-এবং এ নূর পূর্ণ মাত্রায় আঁ হযরত (সা.)-এর মাঝে বিকশিত হয়েছে। তাই তো তিনি নূরুল আলা নূর হয়েছে। এই কারণে তিনি মুহাম্মদ (সা.) হয়েছেন, আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে 'মুহাম্মদ' বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে দুরূদ পড়তে বাধ্য, আমাদের উচিত তাঁর উদ্দেশ্যে দুরূদ পাঠ করা।

আল্লাহ্ স্বয়ং 'মুহাম্মদ'-এর প্রশংসা করেছেন তাই তিনি মুহাম্মদ হয়েছেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সর্বোচ্চ প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে। তাই তিনি আহমদ হয়েছেন। 'মুহাম্মদ' অর্থ প্রশংশিত এবং 'আহমদ'

অর্থ প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ যখন আহমদ হন প্রশংসা বর্ণনাকারী তখন মুহাম্মদ (সা.) (প্রশংশিত) মুহাম্মদ (সা.) হন। মুহাম্মদ (সা.) যখন আহমদ হন তখন আল্লাহ্ প্রশংসিত হন। প্রশংসাকারী আল্লাহ্ তখন প্রশংসিত হন। সঠিক অর্থে মুহাম্মদ (সা.)-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করেছেন। তাই আমাদের জন্য মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসরণ-অনুকরণ ও আনুগত্য করা ফরয হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) আল্লাহ্ তাআলার অত্যন্ত সঠিক প্রশংসা করেছেন। কারণ তাঁর মাঝে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সিফাতগুলো (গুণাবলীসমূহ) খুব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, রূহানী ক্ষমতাসম্পন্ন রূহ-এর (আত্মার) অধিকারী ব্যক্তি যেখানে আল্লাহ্র পবিত্র গুণাবলী পুরো মাত্রায় প্রতিফলিত হতে পেরেছে। অতএব, আল্লাহ্র বান্দা যতক্ষণ তাঁর প্রিয় প্রভু, প্রিয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি পুরো পুরো সন্তুষ্ট না হয় তথা সে তার প্রিয় প্রভু আল্লাহ্র যথাযত প্রশংসা না করে হামদ না করে ততক্ষণ আল্লাহ্ তাআলা রাহীমিয়তের দৃষ্টিতে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।

> **সঠিক অর্থে মুহাম্মদ (সা.)-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করেছেন। তাই আমাদের জন্য মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসরণ-অনুকরণ ও আনুগত্য করা ফরয হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) আল্লাহ্ তাআলার অত্যন্ত সঠিক প্রশংসা করেছেন। কারণ তাঁর মাঝে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সিফাতগুলো (গুণাবলীসমূহ) খুব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।**

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র দৃষ্টিতে যেমন প্রিয়তম তেমনই বান্দাদের দৃষ্টিতে প্রিয়তম, তাই তিনি মুহাম্মদ (সা.)। আঁ হযরত (সা.) আল্লাহকে যখন ভালবেসেছেন তখন তিনি মুসলমানদেরকেও ভালবেসেছেন, তাই তিনি আহমদ হয়েছেন। বলতে হয়েছে : বিল মু'মিনীনা রাউফুর রাহীম। তিনি মু'মিনদের প্রতি বড়ই দয়াশীল

তারপর বড়ই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে তাহলে কি আঁ হযরত (সা.) 'এক অদ্বিতীয়;' অতুলনীয়−? না, এমন হতে পারে না। কারণ এমন হলে অবুঝ মানুষেরা শিরকের দিকে পা বাড়াবে। যেমন হযরত ঈসা (আ.)কে খোদা বানানো হয়েছে। তাই আল্লাহ্ তাআলা চেয়েছেন যে, এই উম্মতের মাঝেও আঁ হযরত (সা.)-এর কল্যাণ যেন জারি থাকে। আঁ হযরত (সা.) অবশ্যই অতুলনীয়। কিন্তু তাঁর (সা.) কল্যাণে তাঁর অনুসরণে উম্মতের মাঝে তাঁর কল্যাণ জারি থাকবে। কেউ কেউ তাঁর (সা.)-এর মত আল্লাহ্র নূরে নূরান্বিত, আল্লাহ্র আলোয় আলোকিত হবেন। তাঁর (সা.) মতই সমর্থন পাবেন, তাঁর আনুগত্যের কল্যাণে। হুযূর (সা.)-এর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে তাঁর আনুগত্যের কল্যাণে তাঁর (সা.) যিল্লী বা ছায়া হবেন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে ইসমে আহমদ এর মাযহার তথা বিকাশস্থল বানিয়েছেন। অর্থাৎ রহীমিয়তের বা জামালিয়তের গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন। এবং তার অন্তরে রহমত ও মমতা সৃষ্টি করেছেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর মধ্যে আঁ হযরত (সা.)-এর নূরের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি আঁ হযরত (সা.) অনুরূপ হয়েছেন। তিনি আঁ হযরত (সা.) নন; কিন্তু আঁ হযরত (সা.) এর মত। এখানে এর বেশী বলার সুযোগ নেই।

অতএব, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খলীফা, প্রতিনিধি। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাকে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য আঁ হযরত (সা.) সত্যতা তথা ইসলামের সত্যতা দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর মত রূহানী ক্ষমতার অধিকারী হযরত আহমদ (আ.)-এর প্রয়োজন ছিল। যেন মানুষ আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে তার (সা.) অনুকরণ ও অনুসরণে আগ্রহী হয়।

আল্লাহ্ তাআলার সিফত রাহমানও রাহীম সবচেয়ে বড় ও প্রধান সিফাত বা গুণাবলী−মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই তো আল্লাহ্ তাআলা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"−কুরআনের প্রথম আয়াতে (সিফাতদ্বয়কে শামিল করেছেন যেন যেকোন মুসলমান অতি সহজে বিসমিল্লাহ পড়েও অনেক অনেক বরকত লাভ করতে পারে।

মালিকি ইয়াউমিদ্দীন

'মালিক' অর্থ বাদশাহ্, সর্ব্বে সর্ব্বা, সকল ক্ষমতার অধিকারী। 'ইয়াউম' অর্থ দিন বা সময় বা যুগ। মালিকি ইয়াউমিদ্দীন অর্থ আল্লাহ্ তাআলা প্রতিদান বা কর্মফল প্রদানের দিনের মালিক অথবা বিচার দিনের মালিক বা বাদশাহ্।

(২) শরিয়তের সময়ের মালিক। (৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিনের মালিক। (৪) ধর্মের যুগের মালিক। (৫) পুণ্যের যুগের মালিক। (৬) পাপ বা অবাধ্যতার যুগের মালিক। (৭) হিসাব নিকাশের সময়ের মালিক। (৮) আনুগত্যের সময়ের মালিক। (৯) বিজয় দিবসের মালিক। (১০) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মালিক।

যখন আল্লাহ্ তাআলা নতুন শরিয়্যত কায়েম করতে চান তখন এই সিফত বা গুণের বিশেষ বিকাশ বা প্রকাশ ঘটে। তখন তিনি বিশেষ ভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সে যুগে মো'জেযা প্রকাশ পায়। সাধারণ নিয়ম ছাড়াও বিশেষ নিয়ম কার্যকর হয়। যেমন কোন নবী (আ.) যখন আবির্ভূত হন। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বিশেষ ক্ষমতা বলে সাহায্য করেন। পাপ অবাধ্যতার যুগে আল্লাহ্ তাআলা সংশোধনের জন্য নবী প্রেরণ করেন এবং নবীকে অলৌকিকভাবে সাহায্য করেন। পাপ ও অবাধ্যতাকে দমন করেন, পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সূরা ফাতেহার তফসীর লিখেছেন। সেখানে আল্লাহ্র এই চার সিফাত সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে জ্ঞান লাভ করে অসাধারণ তফসীর লিখেছেন। এ তফসীর পড়ে কেউ জবাব লিখতে সাহস করেন নি। হযরত (আ.) লিখেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাঁর বান্দাদের জন্য এটি (মালিকি ইয়াউমিদ্দীন) সর্বশেষ কল্যাণ ও রহমত।

রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির সকলের জন্য মুরব্বী বা অভিভাবক। রহমান সব কিছুকে যথাযথভাবে কায়েম জীবন যাপনের শক্তি ও অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন বিশেষ করে প্রাণী এবং মানবজাতির জন্য এর কল্যাণ। মানুষকে হেদায়াত প্রদানের ও হেদায়াত লাভের সুযোগ করে দেন রহমান খোদা।

হেদায়াত প্রাপ্ত তথা মুসলমান মু'মিনের জন্য রাহীম এর কল্যাণ। এই কল্যাণের ফলে মানুষের তওবা কবুল হয় ও দোয়া কবুল হয় এবং সকল সৎকর্ম ও পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয়। মুসলমান রাহীমের কল্যাণে পুণ্য কর্মের ছওয়াব বা পুরস্কার যোগ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। পাপ ক্ষমা হয়। কিন্তু পুরস্কার বা সৎকর্মের সুফল প্রদান করেন মালিকি ইয়াউমিদ্দীন। পাপের শাস্তিও মালিক ইয়াউমিদ্দীন প্রদান করেন। তিনিই বিচারক। তিনি বিচার করে শাস্তিও দিতে পারেন এবং সকল বাদশাহ্দের বাদশাহ্ হয়ে ক্ষমাও করতে পারেন।

এখানেই ভয়ের কারণ যে, তিনি তওবা কবুল বা ক্ষমা না করে শাস্তিও দিতে পারেন। আর আনন্দের শুভ সংবাদ যে তিনি সকল পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

যুগে যুগে আল্লাহ্ রহমান নবী প্রেরণ করেন। নবীগণকে মালিকি ইয়াউমিদ্দীন সাফল্য দান করেন। ধর্মকে বিজয়দান করেন। নবীও তাঁর জামা'তকে সকল প্রকার সাহায্য দান করেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্নাবীঈন, তাঁর ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কুরআন সবচেয়ে মূল্যবান ও পবিত্র কালাম (বাণী)। তাই আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে মালিকি ইয়াউমিদ্দীন সিফতের সবচেয়ে বেশী প্রকাশ ও প্রতিফলন ঘটেছে।

সকল সিফতেরই সবচেয়ে বড় ও বিরাট প্রকাশ ও বিকাশ ঘটেছে সে যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে; সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে। আঁ হযরত (সা.) জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে সকল সিফতের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। আঁ হযরত (সা.) এর জন্য, সাহাবায়ে কেরামের জন্য রাব্ব-রহমান-রাহীম এবং মালিকি ইয়াউমিদ্দীন এ মহাবিকাশ ঘটেছে।

ইসলামের বিজয় হয়েছে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিজয় হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের বিজয় ঘটেছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মালিকি ইয়াউমিদ্দীনের প্রয়োগ বা বহি:প্রকাশ আসলে কেবলমাত্র মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্যই ঘটেছে। হযরত মুহাম্মদ যেভাবে বিজয় লাভ করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের পর মক্কার কাফের ও শত্রুদের ক্ষমা ঘোষণা করেছেন–এর ঘটনা পূর্বে বা পরে কখনও ঘটেনি। পৃথিবীর কোন বাদশাহ্ কোন দিন এভাবে এমন শত্রুদের নি:শর্ত ক্ষমা করতে পারে নি। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঐ ক্ষমার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেদিন ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। এ ভাবে বলা যায় যে তারা রূহানী জীবন লাভ করেছিলেন। এত বড় ঘটনা কখনও পূর্বে ঘটেনি। অথচ ইসলামের পূর্বে তারা নানান পাপেও অবাধ্যতায় নিমজ্জিত ছিল।

বর্তমান যুগে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও মালিকি ইয়াউমিদ্দীন এর বিকাশ ঘটেছে। এবং ঘটবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্ণ মর্যাদা মানবজাতির সামনে প্রকাশিত হবে। ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয় হবে। সকল জাতির সকল মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে। সবাই কুরআন পড়বে। সবাই আঁ হযরত (সা.) উদ্দেশ্যে দরূদ পড়বে। এটাও হবে মালিকি ইয়াউমিদ্দীনের বিকাশ। এটাও হবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিজয়। পরিপূর্ণভাবে পৃথিবীতে তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হবে। শিরক দূরীভূত হবে।

পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশেষভাবে রহমানের তাজাল্লী (বিকাশ) হয়েছিল। তিনি মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন। তাই তরবারি ধারন করেছিলেন। এবার রাহি-মিয়তের তথা আহমদীয়াতের বিকাশ ও বিজয় হবে–তাই তরবারি ব্যবহার হবে না। মুহাম্মদ (সা.) রূহানী জগতের সূর্য্য ছিলেন। তাঁর মাঝে জালাল বা প্রতাপের বিকাশ বিশেষ ভাবে ঘটেছিল। আজ আঁ হযরত (সা.)-এর রূহানীয়তের (আহমদ) রাহীমিয়াতের তথা জামালিয়াতের বিকাশ ঘটেছে–তাই তরবারি নাই। এবং দোয়ার ও নিদর্শনের মাধ্যমে–কোন চারিত্রিক মাধুর্য্যের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ও বিজয়। হযরত মুহাম্মদ সূর্য্যতুল্য, হযরত ইমাম মাহদী চন্দ্রতুল্য। কিন্তু আজও হযরত আহমদ (আ.)-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) এরই বিজয় হবে।

যারা বলেছে ইসলাম তরবারির বলে জয়লাভ করেছেন তারা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও আল্লাহ্‌র রহমতে জয় লাভ করেছিলেন। তরবারির বলে ইসলাম বিজয় দান করেননি। মক্কা বিজয়ের পরে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

আজ মালিকি ইয়াউমিদ্দীনের বিকাশ হবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলামের বিজয় হবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জামা'তের হাতে বিজয় হবে।

হযরত আহমদ (আ.)কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি; কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন; এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দিয়ে তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন।

আমি তোমার প্রতি এরূপ আশিষ বর্ষণ করব যে, বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।"

আজ মালিকি ইয়াউমিদ্দীনের বিকাশ ঘটবে। আল্লাহ্ বলেছিলেন ঃ

"আজ সর্বাধিপত্য কার জন্য? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র জন্য।" (সূরা মু'মেন, ৪০ ঃ ১৭)

আজ আল্লাহ্‌র মহাশক্তির মহাবিকাশ ঘটবে। মালেকে ইয়াউমিদ্দীনের বিকাশ শেষ কালেই ঘটার কথা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ইন্নি মালাকাতুশ্ শার্‌কা ওয়াল গাবরা

আমাকে পূর্বাঞ্চলের এবং পশ্চিমাঞ্চলের সর্বাধিপতি বানানো হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

রহমান খোদা তাআলার নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত তাঁর বিজয়ী খলীফার পক্ষে যে তাকে বিশাল রাজত্ব প্রদান করা হবে। অর্থাৎ হযরত ইমাম মহদী (আ.) বিজয়ী খলীফা।

আজ যদি ইসলামের বিজয় না হয় তাহলে– ইসলামের, কুআনের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। কুরআনে লেখা আছে যে আজ হযরত মসীহ্ মাওউদের (আ.) খিলাফতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় হবে, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে।

আমি পুনরায় বলছি যে, আজ মালিকি ইয়াউমিদ্দীনের বিরাট তাজাল্লী (বিকাশের) যুগ। আজ অবাধ্যরা শাস্তি পাবে। আজ আনুগত্যকারীরা পুরস্কৃত হবে। আজ ইসলাম জয়যুক্ত হবে।

> **হযরত আহমদ (আ.)কে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী তাকে গ্রহণ করে নি; কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন; এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দিয়ে তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন।**
>
> **আমি তোমার প্রতি এরূপ আশিষ বর্ষণ করব যে, বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।**

আজ সবচেয়ে বেশী পাপ পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সবচেয়ে বেশী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদার হানি করা হয়েছে। আজ মুসলমানদের প্রতি অনেক বড় যুলুম অত্যাচার করা হয়েছে।

আজ আহমদী হয়ে খুব সহজে আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করা যেতে পারে। তখন আহমদী মুসলমানদের অমুসলিম বলে যে কেউ খুব সহজে আল্লাহ্‌র শাস্তির মধ্যে পড়তে পারে, আল্লাহ্ রহম করুন। এখন সবার হিসাব কিতাবের যুগ। আজ বিশেষ সময় অসাধারণ ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ আহমদীয়াতের বিজয় হবে।

কিভাবে এতকিছু ঘটবে–এটা কোন প্রশ্ন নয়। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন। আল্লাহ্ চেয়েছেন যে, আহমদীয়াতের হাতে ইসলামের বিজয় হবে। ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামা'ত ও তাঁর খলীফার দোয়ার বরকতে কুরবানীর বরকতে বিজয় হবে। অবশ্যই হবে।

এবার শেষ কথা বলছি। আজ আমাদের কি করতে হবে। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালবাসায় শিক্ত হয়ে; হুযূর (সা.) যা করেছেন, করতে বলে গেছেন তা করতে হবে এবং নিজেকে হযরত ইমাম মাহদীর জামা'তে শামিল করতে হবে– হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌র আনুগত্য করতে হবে। আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে হবে। যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছেন সেভাবে করতে হবে। আঁ হযরত (সা.) পরে সহাবায়ে কেরাম যেভাবে খিলাফতে রাশেদার অধীন ধর্ম পালন করেছেন আজ সেই ভাবে আহমদীয়া খিলাফতের আনুগত্য করতে হবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে নমুনা দেখিয়েছেন, যে শিক্ষা দিয়েছেন তার অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যখন বান্দাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চান তখন প্রথমে রাব্বুল আলামীন এর বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ অভিভাবক হয়ে মুরব্বী হয়ে বান্দাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। তারপর রহমানের প্রতিফলন ঘটে। রাব্বুল আলামিন-বান্দাদের প্রস্তুত করেন (তরবিয়ত) তারপর রহমান খোদা বান্দাকে হেদায়াত দেন। তারপর রাহিম হয়ে বান্দার পাপ ক্ষমা করে বান্দার পুণ্যকর্মকে পুরস্কৃত করতে চান। তারপর মালিকি ইয়াউমিদ্দীন হয়ে বান্দাকে পুরস্কৃত করেন। অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করে।

কিন্তু বান্দা যখন আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হতে, আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করতে চেষ্টা করে, তখন বান্দার জন্য আবশ্যক প্রথমে মালিকি ইয়াউমেদ্দীন এর বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করা। অর্থাৎ বান্দার প্রথম কর্তব্য দাঁড়ায় ন্যায় বিচার কায়েম করা।

বান্দা অবশ্যই সকলের সাথে ন্যায় বিচার করবে এবং যার যা প্রাপ্য তাকে তা প্রদান করবে। কারো প্রতি অবিচার করবে না। যে ব্যক্তি অবিচার করে ও যুলুম করে অর্থাৎ প্রত্যেককে তার প্রাপ্য প্রদান করে না সে আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হতে পারে না। আল্লাহ্‌র করুণা দৃষ্টি তার ওপর পড়ে না।

প্রথম কাজ, সুবিচার বা ন্যায় বিচার কায়েম করা। দ্বিতীয় স্তর, রাহিম সিফতের বিকাশ। অর্থাৎ সে কেবল প্রত্যেকের প্রতি সুবিচারই করে না বরং অতিরিক্ত দয়া ও করুনা করে। প্রত্যেককে তার যা পাওনা তো প্রদান করেই–অধিকন্ত কিছু বেশী করে প্রদান করে। যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশী দেয়।

তৃতীয় স্তর, রাহমানিয়াতের বিকাশ। বান্দা এ পর্যায়ে কেবল স্পল্প দয়া বা করুণা করে না বরং অনেক বেশী দয়া করে। অর্থাৎ প্রথম: প্রত্যেককে যার যা পাওনা তা প্রদান। দ্বিতীয়ত: কেবল বিচারের ভিত্তিতে যা পাওনা কেবল তা দিয়েই শেষ করে না বরং একটু বেশী করে প্রদান করে। তৃতীয় পর্যায়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই অনেক বেশী প্রদান করে।

চতুর্থ স্তর, রাব্বুল আলামীনের স্তর এখানে কেবল মানুষ বা প্রাণীই নয় বরং সৃষ্টির সবকিছুর প্রতি দয়াময় হয়। অর্থাৎ গাছ-পালা–আলো পানি কিছুই সে নষ্ট করে না। সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। এই শেষ পর্যায়ে সে আঁ হযরত (সা.) রাহমাতুল্লিল আলামীনের মত আচরণ করেন।

আঁ- হযরত (সা.) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন–

অর্থ ঃ তমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ্‌ও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুত: আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২)

আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসায় ডুবে গিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্‌র রহমত লাভ হবে।

আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেছেন ঃ "তুমি বল হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না–নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সকল পাপ ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়। (সূরা যুমার ঃ ৫৪)

এখানে বলা হয়েছে, তোমরা আঁ হযরত (সা.)-এর দাস হও। এমন অনুগত হও যেমন কৃতদাস হয়। তাঁর দাসত্বে নিজেকে উৎসর্গ কর। আমাদের জন্য আবশ্যক আঁ হযরত (সা.) দাস হওয়া। 'আব্‌দ' অর্থ: অনুগত, ইবাদত, পদাঙ্ক অনুসরণ করা। আল্লাহ্‌র বান্দা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ইবাদত করা। মানুষকে আঁ হযরত (সা.)-এর দাস হতে বলা হয়েছে। এর অর্থ পুরোপুরি অনুসরণ করা। আঁ হযরত (সা.)-এর অনুগত হলে, দাস হলেই আল্লাহ্‌র দাস হওয়া সম্ভব। কারণ আঁ হযরত (সা.)-এর মাঝে আল্লাহ্‌র সকল সিফতের বিকাশ ঘটেছে।

আমরা আল্লাহ্‌র বান্দা (আব্‌দ)। মানুষ আল্লাহ্‌র বান্দা হতে পারে। অন্য কারো নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌ বলেছেন, আল্লাহ্‌র বান্দা যদি হতে চাও তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বান্দা হয়ে যাও। যারা আঁ হযরত (সা.)-এর বান্দা হবে না তারা আল্লাহ্‌র বান্দা হতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্‌র উত্তম বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা.) হয়েছেন। তিনি (সা.) আমাদের জন্য আদর্শ এবং উত্তম নমুনা। তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয়তম। অতএব আঁ হযরত (সা.) যা করে গেছেন যা যা করতে বলে গেছেন আমাদের তা করতে হবে। তাহলে আমরা আল্লাহর বান্দা হতে পারব–আশা করা যায়।

আঁ হযরত (সা.) যে নিয়্যত, যেভাবে যেমন নামায পড়তেন, আমাদেরও ঐ রকম নিয়্যতে ঐ পদ্ধতিতে হুযূর (সা.)-এর মত করে নামায পড়তে হবে। আঁ হযরত (সা.) যেভাবে সকল ইবাদত করেছেন আমাদের সেরকম ইবাদত করতে হবে। আমাদের মন মত, ইচ্ছামত করলে হবে না। আঁ হযরত (সা.) যার সাথে যেমন ব্যবহার করেছেন, আচরণ করেছেন, আমাদেরও তার সাথে তেমন আচরণ করতে হবে। স্ত্রীগণের সাথে হুযূর (সা.) যেমন ব্যবহার করেছেন আমাদেরও তেমনই করতে হবে।

আঁ হযরত (সা.) দাস ও গোলামদের যেমন ব্যবহার করেছেন আমাদেরও উচিৎ হবে তেমন আচরণ করা। আঁ হযরত (সা.) এতিমদের সাথে যেমন আচরণ করেছেন, বিধবাদের সাথে যেমন আচরণ করতে বলেছেন–আমাদেরও তেমন করতে হবে। আসলে আঁ হযরত (সা.) মানুষকে ভালবাসতেন। মানুষের মঙ্গল কামনা করতেন, প্রার্থনা করতেন। হুযূর (সা.) কখনোই চাইতেন না যে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হোক। আঁ হযরত (সা.) শত্রুদের সাথে যেমন আচরণ করেছেন, বিধর্মীদের সাথে যেমন আচরণ করেছেন আমাদেরও তেমন আচরণ করতে হবে।

আঁ হযরত (সা.)-এর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুরূপ কাজ কর্ম করতে হবে যদি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর দাস হতে পারি তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করতে পারব।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ এই যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়আত করতে হবে এবং তার খলীফার এবং জামা'তী নেযামের আনুগত্য করতে হবে। ন্যায় পরায়ণ ও সৎকর্মশীল হতে হলে। আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন, আমীন।

প্রসঙ্গঃ বিবাহ - শাদী

শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানবের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের আহারের ব্যবস্থা করেছেন প্রকৃতির মাঝেই। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানবজাতির জীবন-যাপন ব্যবস্থাপনা উত্তম হবে এটাই স্বাভাবিক। তার এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানবতার জন্য উত্তম পথও আল্লাহ্ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এ উত্তম পথে কিভাবে বিচরণ করতে হবে সে পদ্ধতিও মানবজাতির সামনে প্রকাশ করেছেন আর তা হচ্ছে পবিত্র কুরআন মজিদ। কুরআন মজিদে এ উদ্দেশ্য সাধনে একজন সর্বোত্তম পথ প্রদর্শকেরও ব্যবস্থা মহান আল্লাহ্ তাআলা করে দিয়েছেন আর তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় হযরত মুহাম্মদ (সা.)। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে বরং স্বল্প কথায় বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্যের দিকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্য কিছু বিধি নিষেধ ও কিছু আদেশাবলীও কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন। এর মাঝে কেবল একটি বিষয়ই আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে প্রয়াসী আর তা হলো মানব জীবনে বিবাহের আবশ্যকতা।

বিবাহ এমন একটি বিষয় যাকে অস্বীকার করা প্রকৃতিকে অস্বীকার করার নামান্তর। বিবাহের মাধ্যমেই একটি মানুষের জীবনে পূর্ণতা লাভ হয়। প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতির মাঝে দু'টি শ্রেণী রেখেছেন। একটি পুরুষ জাতি, অন্যাটি স্ত্রী জাতি। আর প্রাকৃতিকভাবে উভয়ের মিলনের ফলেই পৃথিবীতে মানব সমাজ ও সভ্যতা টিকে থাকে। পশু পাখির মত অবাধ মেলা-মেশার ফলেও এ বংশধারা টিকিয়ে রাখা সম্ভব কিন্তু এর মাধ্যমে সুষ্ঠু, সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন ও যথাযথ জীবন যাপন, শিশুর আবাসন ও পরিচর্যা সর্বোপরি দায়িত্বভার কোন কিছুই যথার্থভাবে সম্পাদন হয় না। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা সর্বোত্তম পথ কুরআন ও আদম (আ.) এর মাধ্যমে মানবজাতিকে কিভাবে পুরুষ ও মহিলা একত্রে বসবাস করতে পারে, একত্রে বসবাসের সুফল সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ৩৬নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

> **আর আল্লাহ্ স্বয়ং বিবাহিত দম্পত্তির মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এত বড় আশার বানী শোনার পরও কীভাবে এক ব্যক্তি এ বৈবাহিক জীবনকে এড়িয়ে চলতে পারে। রসূল করীম (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই বিবাহ কু-দৃষ্টিকে উত্তমভাবে রোধ করে এবং লজ্জাস্থানকে অপবিত্রতা থেকে হেফাজত করে। (বুখারী ও মুসলিম)**

"আর আমরা বল্লাম 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী বাগানটিতে বসবাস কর, আর সেখান থেকে যথেচ্ছা আহার কর তৃপ্তি সহকারে কিন্তু এই গাছটির নিকট যেয়ো না, নচেৎ তোমরা যালেমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।"

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রীকে একত্রে বসবাস করার জন্য সুন্দর মনোরম একটি পরিবেশ আল্লাহ্ তাআলা দান করেছেন তা আমরা পবিত্র কুরআন থেকে জানতে পারলাম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী লোক কিভাবে একত্রিত হবে তার উত্তম পন্থা আমাদের শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক নবী করীম (সা.) বলে গেছেন আর তা হল নিকাহ্ অর্থাৎ বিবাহ। তিনি (সা.) এ বিবাহের জন্য কিছু নীতিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেমন তিনি (সা.) বলেন–

লা নিকাহা ইল্লা বে ওয়ালি ইন ওয়া সাহেদায় আদলিন।

অর্থাৎ (কন্যার) ওলী ও দুইজন ন্যায় পরায়ণ সাক্ষীর মাধ্যমে এ বিবাহ কার্য সম্পাদিত হতে হবে। একজন দায়িত্ববান পুরুষ ও দায়িত্বশীল স্ত্রী লোকের মাধ্যমেই একটি সুন্দর বৈবাহিক জীবন পরিচালিত হতে পারে। মানুষ যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন স্বামীর-স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব বর্তায় এবং স্ত্রীরও স্বামীর প্রতি দায়িত্ব পালনের দায়ভার ন্যস্ত হয়। আর যতদিন পর্যন্ত এক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা স্ত্রী লোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হবে ততদিন তাদের দ্বারা অনৈতিক কার্যক্রম সংঘটিত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। এ ব্যাপারে রসূল করীম (সা.) বলেন, "কোন মেয়ে যদি বালেগ হবার পর তাদের বিয়ের ব্যবস্থা না করা হয় এবং এর ফলে সে যদি কোন অনৈতিক কর্মকান্ড করে তবে তার কৃত কর্মের দায়িত্বভার তার মাতা-পিতার ওপর বর্তাবে।" সর্বোচ্চ পথ প্রদর্শক (সা.) যখন বিবাহের ব্যাপারে জোর তাগিদ করেছেন এর অর্থ হলো বিবাহের মাঝে নিশ্চয়ই সর্বোত্তম সৌন্দর্য, স্বাচ্ছন্দ ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। আর যুগ যুগ ধরে মানুষ উপলব্ধি করে এসেছে, যারা বিবাহিত তাদের

জীবনধারা সুশৃঙ্খল এবং যারা অবিবাহিত তারা অসামঞ্জস্য পূর্ণ জীবন যাপন করতে বাধ্য। এর সূক্ষ্ম কারণ হলো, আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃতির যে বিধান রেখেছেন তা অমান্য করার মাধ্যমে মানুষের অকল্যাণ। দেখুন কুরআনের সূরা বাকারা ৩৬ নং আয়াতে যেখানে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **"তোমাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছি তোমরা অনুরূপ করো আর ঐ বৃক্ষের নিকট যেয়োনা তাহলে তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"** পরবর্তী আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান, শয়তান তাদেরকে ফুঁসলে আল্লাহ্র বিধানের লঙ্ঘন করানোর ফলে তারা কষ্টে নিপতিত হয়। সুতরাং যখনি আল্লাহ্ তাআলা একটি প্রাকৃতিক বিধান সৃষ্টি করেছেন তো এর মাঝে সকল কল্যাণ নিহিত এবং এর বিপরীতে মানব জাতির অকল্যাণ। বিবাহ যদি মানবজাতির জন্য কল্যাণকর না-ই হবে তবে নবী পাক (সা.) স্বয়ং বিবাহ না করেই থাকতেন। অথচ তিনি নিজে বিবাহ করে স্ত্রীদের প্রতি উত্তম আচরণ ও বৈবাহিক জীবনের সর্বোত্তম নমুনা প্রদর্শন করে মানবজাতিকে শিখিয়ে দিচ্ছেন হে মানব, দেখো বিবাহের মাঝেই সকল কল্যাণ নিহিত।

রসূল করীম (সা.) বলেন, বিবাহ ঈমানের অর্ধেক (বায়হাকী)। অর্থাৎ এই বিবাহের মাধ্যমেই মানবজীবনের পূর্ণতা লাভ হয়। সূরা রূমের তৃতীয় রুকূতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

"এবং তাঁর আয়াত সমূহের মাঝে এটি অন্যতম যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের মাঝে তোমরা মনের শান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মাঝে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চই তিনি এর মাঝে চিন্তাশীল জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে"।

স্বয়ং আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা যদি পূর্ণ পরিতৃপ্ত জীবন লাভ করতে চাও তাহলে বিবাহ কর।

আর আল্লাহ্ স্বয়ং বিবাহিত দম্পত্তির মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এত বড় আশার বানী শোনার পরও কীভাবে এক ব্যক্তি এ বৈবাহিক জীবনকে এড়িয়ে চলতে পারে। রসূল করীম (সা.) বলেন, নিশ্চয়ই বিবাহ কু-দৃষ্টিকে উত্তমভাবে রোধ করে এবং লজ্জাস্থানকে অপবিত্রতা থেকে হেফাজত করে। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং রসূল করীম (সা.) এর অভয় বাণী যে, হে মানবজাতি! তোমাদের অবক্ষয় রোধ কল্পে তোমরা বিবাহ কর। তোমরা কি চাও না যে তোমাদের একটি সুস্থ্য সুন্দর জীবন হউক? আর যদি বিবাহের মাধ্যমে তোমাদের লজ্জাস্থানের প্রকৃত হিফাজত হয় তবে এর চেয়ে উত্তম আর কি ব্যবস্থা থাকতে পারে।

সূরা ফুরকানের ৫ম রুকূতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এবং তিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তাদের জন্য বংশগত ধারার (পৌত্রিক) সম্বন্ধ এবং বৈবাহিক (মাতৃক) সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। বিবাহকে বাদ দিলে মানুষের কুল, মান, বংশ মর্যাদা, শান্তি, শৃঙ্খলা, দায়িত্ব, প্রেম, প্রীতি, উন্নতি ও আধ্যাত্মিকতা কিছুই থাকে না। পক্ষান্তরে, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হলে স্বাস্থ্য, সু-শান্তি, শৃঙ্খলা, দায়িত্ব সব কিছু সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

অনেকে মনে করতে পারেন, আমাদের তো বিবাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নেই অথবা অনেকে সহায় সম্বলহীন হবার কারণে বিবাহ করতে পারে না। তাদের জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে, প্রবৃত্তির তাড়না থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে অবিবাহিত পুরুষ বা মহিলা রোযা রাখতে পারে।

"একবার রসূল করীম (সা.) এর নিকট কিছু সহায় সম্বলহীন সাহাবী বিবাহ করতে না পেরে খোজাকরণ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে নবী করীম (সা.) তা থেকে বিরত থাকতে বলেন এবং রোযা রাখার নির্দেশ দেন।" কিন্তু যাদের সামর্থ আছে তাদের অবশ্যই যথা সময়ে বিবাহ করা আবশ্যক। অন্যথায় পা পিছলে সমাজের দৃষ্টিতে হীন তুচ্ছ সাব্যস্ত হয়ে নিজ জীবনে নিজেকে বোঝা মনে করা স্বাভাবিক। আবার অন্যদিকে কিছু কিছু দেশে ছেলে মেয়েরা দীর্ঘদিন একত্রে থাকার পর তারা যদি মনে করে তারা একে অপরকে বুঝেছে, তখন তারা সামাজিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এ ধরণের বিবাহ খুব বেশী সুখকর হয় না এবং এ সকল দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বেশী ঘটে। পশ্চিমা বিশ্বের মাঝে এ ধরণের ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। শুধু তা-ই নয়, ১/২ টি সন্তান জন্মদানের পর এ সকল পুরুষ মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং অনতিবিলম্বে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। সুতরাং একটি সুস্থ্য সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থার জন্য ইসলামী বিবাহ পদ্ধতির অনুসরণই উত্তম।

রসূল করীম (সা.) বলেন, বিবাহে তোমরা আনন্দ কর চাইতে তবলা অথবা ঢাক বাজাতে পার। এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, সমাজের সকল স্তরের মানুষ যেন ঘটিত বা ঘটিতব্য বিবাহের ব্যাপারে অবগত থাকে। আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষের বসবাস। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ একে অপরের বিপদের সঙ্গী। যে সমাজে এরূপ একক বিবাহ সমর্থন করে না সে সমাজ নিশ্চিত

এ দম্পত্তিকে গ্রহণও করবে না, ফলে তাদেরকে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

অপর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ভূটানে-বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়েছে। দৈনিক সংবাদ এ জানুয়ারী '০৯-এ এক খবরে লেখা হয়, ভূটানে বিবাহ বিচ্ছেদের হার ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের চেয়ে তুলনামূলক বেশী। ভূটানে বিবাহ বিচ্ছেদ একটি স্বাভাবিক ঘটনা বলে সবাই ধরে নিয়েছে। ছেলে মেয়ের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় ও জানা শোনার সূত্রে ঘটা বিবাহতেই বেশীর ভাগ বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে। তবে পারিবারিক সূত্রে হওয়া বিয়েগুলোতে বিচ্ছেদের হার তুলনামূলক কম। সেখানকার অধিবাসীদের মতে, ভূটানের বেশীর ভাগ বিবাহ হয় ছেলেমেয়ের নিজেদের মধ্যে পরিচয় ও সমঝোতার ভিত্তিতে। তাই অনেকে মনে করেন, এ ধরণের বিবাহ বিচ্ছেদ খুব সহজেই ঘটে। এটাতো গেল ছেলেমেয়ের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিবাহ করার বিষয়। বিবাহের ক্ষেত্রে কীভাবে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে হবে এ ব্যাপারেও নবী করীম (সা.) আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে গেছেন, এক হাদীসে

এসেছে, নবী করীম (সা.) বলেন, "৪টি বিষয় দেখে পুরুষ বিবাহ করে। মেয়ের সম্পদ, মেয়ের সৌন্দর্য, মেয়ের বংশ এবং তার ধর্ম কিন্তু তোমরা মেয়ের ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দিবে। নইলে তোমাদের হাত ধূলি ধূসরিত হবে।

এ হাদীসটিতে বলা হয়েছে তাক্ওয়া-কে বিবাহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানকারীরা সুখী সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারবে।

বাল্যকাল থেকেই যদি মায়েরা তাদের মেয়েদেরকে সঠিক তালীম ও তরবীয়তের মাধ্যমে খোদাভীতি সৃষ্টি না করে তাহলে প্রকৃতিগতভাবে ঐ কন্যা তাক্ওয়া পরায়ণ হয় না। বিবাহের পর যখন স্বামীগৃহে অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও তার মাঝে ঔদ্ধত্য প্রদর্শিত হতে থাকবে এবং ঐ মহিলার স্বামী যদি ধৈর্যশীল না হয় তখন অশান্তি চরমে পৌঁছবে।

রসূল করীম (সা.) বলেন, "মহিলাদেরকে সোজা করতে যেও না, ভেঙে যাবে।" (বুখারী)

এখন চিন্তা করুন, এর সমাধান কী? সমাধান হলো, প্রত্যেক মা-বাবার প্রথম থেকেই মাথায় রাখা উচিত যে একদিন মেয়ে অন্যের ঘরে যাবে এবং বাল্যকাল থেকে কন্যার মাঝে তাক্ওয়া, পরহেজগারী, ধৈর্য ও যথেষ্ট সামাজিকতা শিখাতে হবে। সুতরাং আপনাদের যদি জানা থাকে যে, কোথাও এমন তাক্ওয়া পরায়ণ কন্যা আছে তো সেখানেই বিবাহ করা উচিত। জানা না থাকলে খোঁজ-খবর নিয়ে অবশ্যই ধৈর্যশীলা, তাক্ওয়া পারায়ণ, ধর্মকে পার্থিব বিষয়াদীর ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে; এমন মেয়েকে বিবাহ করা উচিত, আর আমাদের নবী করীম (সা.) এর শিক্ষা এমন-ই।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য এবং আহমদীদের মাঝে যেন বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে কোন প্রকার অসুবিধা না থাকে সে ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনের কিছু ঘটনা থেকে এটি স্পষ্ট।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে নিজ জামাতের জন্য জরুরী ইশতেহার–"আমি ব্যবস্থা করেছি, আগামীতে আমার কাছে একটি গোপন কিতাব থাকবে যেখানে এ জামাতের উপযুক্ত ছেলে ও মেয়েদের নাম লেখা থাকবে আর কোন কন্যার পিতা যদি নিজ গোত্রের মাঝে শর্ত মোতাবেক ছেলে খুঁজে না পান যারা আহমদী জামাতের অন্তর্ভুক্ত নেক এবং মনের মত ছেলে খুঁজে না পান এবং এমন মেয়েও যদি ছেলের জন্য না পাওয়া যায় তখন তার জন্য আবশ্যক সে যেন আমাকে অনুমতি দেয়, আমরা জামা'তে খোঁজ নিয়ে দেখব। মাতা-পিতার সত্যিকার ভালবাসার মাধ্যমে আমরা খোঁজ করব। এ কিতাব গোপন রাখা হবে আর কোন ছেলে বা মেয়ের গোপনীয়তা প্রকাশ করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার যোগ্যতা এবং সৎকর্মশীলতা স্পষ্ট না হয়। আর এ কারণে আমাদের মুখলেস লোকদের জন্য জরুরী তারা যেন তাদের উপযুক্ত সন্তানের নাম, বয়স এবং বংশ তালিকা আমাদের নিকট প্রেরণ করে। তা যেন ঐ কিতাবে লিখা থাকে আর নিম্নরূপ লিখতে হবে–

১। ছেলে বা মেয়ের নাম।

২। পিতার নাম।

৩। শহরের নাম এবং ছেলে বা মেয়ের মহল্লা এমনকি গলির নাম।

(ইশতেহার জুন,-১৮৯৮, তবলীগে রেসালত ৭ম খন্ড, ৪, ৫ পৃঃ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উক্ত এ ব্যবস্থাপনা এতই সুন্দর ও সুচারু যার মাধ্যমে কন্যার মাতা-পিতা বা পুত্রের পিতা-মাতা নিশ্চিন্তে তাদের সন্তানের বিবাহ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে করালে আল্লাহ্ তাআলা এর মাঝে বরকত ঢেলে দিতেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়ে উঠেনি। মসীহ মাওউদ (আ.) উক্ত কিতাবের কাজ সমাপ্ত হলে একটি ছেলের সাথে বিবাহ দেয়ার জন্যে এক কন্যার পিতাকে পরামর্শ দেন। উক্ত কন্যার পিতা নিজ বিবেচনায় তা ভাল মনে করেননি। ফলে মেয়ের পিতা বিবাহ দিতে অসম্মতি জানায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার এমন আচরণে কষ্ট পান এবং নির্ধারিত ব্যবস্থাপনায়

বিবাহ কার্য করানো থেকে নিজেকে সমস্ত জীবন বিরত রাখেন।

"হযরত হাফেয নূরউদ্দিন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল যখন এ খবর শুনলেন, ঠিক সে সময় এক মেথরানী তাঁর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি আবেগের সাথে বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যদি এ মেথরানীর ছেলের সাথে আমার মেয়ে আমাতুল হাঈ-র বিয়ে দিতে বলেন তবে আমি এখন তা করব।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত হাফেয মাওলানা হেকীম নূর উদ্দিন (রা.)-র এ আবেগকে বৃথা যেতে দেন নি এবং তাঁর কন্যা আমাতুল হাঈ-র বিবাহ সর্বাধিক যোগ্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর সাথে সম্পন্ন করেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথে জামা'তের এক সদস্যের এমন আচরণের ফলে আজও জামা'তের মাঝে এর প্রভাব দৃশ্যমান আর আজও বহু কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা তাদের সন্তানের বিবাহ দিতে পারছে না। 'যাই হোক, ব্যক্তি চিন্তার বদলে জামা'তের ব্যবস্থাপনার অন্তরালে এ প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদন হলে আল্লাহ্ তাআলা (ইনশাআল্লাহ্) এর মাঝে বরকত দিবেন।

(নোট ঃ জামা'তের নিয়ম এই যে, বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে জামা'ত কখনও সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে না। বরং জামা'ত মা-বাবার সহায়তা করবে। এজন্য জামাতের রিস্তানাতা বিভাগ রয়েছে।)

পবিত্র কুরআনে বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার একটি নির্দেশ হল,

"আর তোমরা মোশরেক নারীদেরকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করো না, বস্তুতঃ একজন মু'মিন দাসী মোশরেক মহিলা অপেক্ষা অবশ্যই উত্তম। যদিও সে তার সৌন্দর্য দ্বারা তোমাদেরকে মুগ্ধ করুক না কেন এবং এক মোশরেক পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে তাদের সাথে মু'মিন নারীদেরকে বিবাহ দিও না। এক মু'মিন দাস মুশরেক পুরুষ অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করুক না কেন।

(সূরা বাকারা ঃ ২২২)

এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নির্দেশ হলো ঃ "অ-আহমদীদের নিকট তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দিও না। অ-আহমদীদের সাথে যারা সম্পর্ক স্থাপন করল তারা প্রকৃত অর্থে মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে চিনতে পারে নাই এবং জানেও না যে আহমদীয়াত কী জিনিস। অ-আহমদীদের মাঝে এমন কোন বে-দ্বীন ব্যক্তি কি আছেন যে তার কন্যাকে কোন হিন্দু বা খৃষ্টানের সাথে বিবাহ দিবেন? তাদেরকে তোমরা অস্বীকারকারী বলো কিন্তু এ ব্যাপারে তারা তোমাদের তুলনায় ভাল কেননা অস্বীকারকারী হয়েও তারা কোন কাফেরকে নিজ কন্যা দান করছে না। কিন্তু তোমরা আহমদী হয়েও তাদেরকে কন্যা দিচ্ছ–এ কারণে যে তারা তোমাদের স্বজাতির? কিন্তু যেদিন তোমরা আহমদী হয়েছ সে দিন থেকে তোমরা আহমদী জাতি বলে পরিগণিত। চেনা জানার জন্য যদি কেউ তোমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে কেবল সেক্ষেত্রেই তোমরা নিজেদের ব্যক্তিসত্ত্বা অথবা জাতির পরিচয় দিতে পার অন্যথায় তোমাদের জাতি, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সত্ত্বা হল আহমদী। অথচ আহমদী হয়ে অ-আহমদীদের মাঝে কীভাবে তোমরা সম্পর্ক খোঁজে বেড়াও? মু'মিনের উচিত–যখন সত্য আসে তখন মিথ্যাকে পরিত্যাগ করা।

"মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্পষ্ট বলেছেন, অ-আহমদীদেরকে কন্যা দেয়া গুনাহের কাজ।"

(মালায়েকাতুল্লাহ্ পৃঃ ৪৬) খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন ঃ একটি ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, অ-আহমদীদের সাথে কন্যা বিবাহ দেয়া যাবে কিনা? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এমন প্রশ্নকারী আহমদীর প্রতি কঠোরভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এক ব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের সমস্যা উপস্থাপন করত অ-আহমদীকে কন্যা দানের ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে প্রশ্ন করলে হুযূর (আ.) বলেন, মেয়ে বসায়ে রাখো কিন্তু অ-আহমদীদের সাথে বিবাহ দিও না।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তি গায়ের আহমদীদের মাঝে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) আহমদীদের ইমামতি করা থেকে তাকে সরিয়ে দিলেন এবং তাঁর খিলাফত কালীন ৬ বৎসর পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করেননি, ঐ ব্যক্তি বার বার তওবা করা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করেন নি।

সুতরাং এমন যারা আছেন, আপনারা শুনে রাখুন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ স্পর্শকাতর বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন আর এ কারণে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেয়া উচিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী বলেন ঃ "আমি কাউকে জামাত থেকে বের করতে চাই না কিন্তু যদি কেউ এ নির্দেশের ব্যতিক্রম করে আমি তাকে জামা'ত থেকে বের করে দিব। কয়েক মাস পূর্বে এক ব্যক্তি অ-আহমদীদের কাছে নিজ কন্যা বিবাহ দিয়েছেন। আমি তাকে জামা'ত থেকে পৃথক করে দিয়েছি। পরবর্তীতে তিনি অনেক তওবা করেছেন এবং ক্ষমা চেয়েছেন কিন্তু সে যেহেতু ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে তাই তাকে ক্ষমা করা হয়নি।"

(আনওয়ারুল খিলাফত পৃঃ ৯৩-৯৪)

(চলবে)

পবিত্র মাস রবিউল আউয়াল অতিবাহিত হলো- ইলেকট্রনিক মিডিয়া যথার্থ ভূমিকা রাখলো কী!

মাহমুদ আহমদ সুমন

এ পৃথিবীতে মহান খোদা তাআলা বহু নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। আর সে সকল নবী-রসূলদের পাঠিয়েছেন নির্দিষ্ট জনপদে, যার যার জাতির হেদায়াতের জন্য। কিন্তু মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রিয় নবী সারওয়ারে কায়েনাত সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে সারা বিশ্বের কল্যাণের জন্য। এই মহান নবীকে পাঠানো হয়েছে সকল মানুষের জন্য ও সকল সৃষ্টির কল্যাণের জন্য এবং শ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে। যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- 'ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন' অর্থাৎ- এবং আমরা তোমাকে সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (সূরা আল্ আম্বিয়াঃ ১০৮)।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ ও রহমত স্বরূপ, যেহেতু তাঁর বাণী বিশেষ জাতি বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহ আল্লাহর অনগ্রহ প্রাপ্ত হয়েছে। কারণ পূর্বে কখনও তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার রহমত এরূপ ব্যাপক আকারে বর্ষিত হয় নাই।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আর সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত এবং বিশ্বমানবতার পথ-প্রদর্শক। তিনি (সা.) কোন বিশেষ জাতির হেদায়াতের জন্য আসেন নাই, আর তিনি যে শুধুমাত্র মুসলমানদের নবী তা নয়। তিনি (সা.) সকল জাতি, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবার নবী এবং সবার জন্য রহমতের কারন। হযরত রসূল করীম (সা.) যে নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানেতো সকল ধর্মের অনুসারীরাই ছিল। আর রসূল করীম (সা.) নবুওয়াত লাভের পূর্ব পর্যন্ততো সবাই তাঁকে সে জাতির শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবেই জানতো। সবাই তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর কাছে ধন-সম্পদ আমানত রাখত। তিনি যে কথা বলতেন সবাই তা সত্য মনে করতেন, কারণ তিনি কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তিনি (সা.) নবুওয়াত লাভের পূর্বেই সবার কাছে প্রিয় ছিলেন। আমাদের কত সৌভাগ্য যে আমরা সেই মহা গৌরবান্বিত নবীর উম্মত, কিন্তু আমরা কি মোটেও এই মহান নবীর আদর্শ অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করছি?

আজ পৃথিবীতে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দিচ্ছে, দেশে নানান অরাজকতামূলক সন্ত্রাসী কার্যক্রম সংঘঠিত হচ্ছে। এত সব অরাজকতা কেন প্রবল আকার ধারণ করেছে তা যদি আমরা গভির ভাবে অনুধাবন করি তা হলে অবশ্যই বিষয়টা স্পষ্ট হয় যে এগুলো খোদার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী। আমরা শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও নানান অপকাজে জড়িয়ে রয়েছি। আজ আমরা সেই শ্রেষ্ঠ নবীর আদর্শকে ভুলতে বসেছি, যার ফলে দিনের পর দিন পৃথিবীতে ভিন্ন আঙ্গিকে প্রবল বেগে দুর্যোগ হানা দিচ্ছে।

একটা বিষয় আমাদের খুবই মর্মাহত করেছে। ভেবে কুল পাইনা, পবিত্র রবিউল আউয়াল মাস অতিক্রম হচ্ছে আর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখও পার হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের দেশের টিভি চ্যানেল এবং এফএম রেডিও গুলো এই দিনটি কেন ঘুমিয়ে কাটালো তা বোধগম্য হচ্ছে না। আর বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার-এর কথা বাদই দিলাম, কারণ এরা সেই পুরনো আমল থেকে যেভাবে কিছুক্ষণ হাম্‌দ-নাত দিয়ে অনুষ্ঠান সাজিয়েছে ঠিক একই ধরণের বিষয় বার বার প্রচার করছে। যার ফলে লোকেরা বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার শুনা ও দেখা থেকে বলা যায় অনেক দূরে। আর দেশের অন্যান্য টিভি চ্যানেল গুলো দেখা যায় এই দিনটিতে তাদের অনুষ্ঠানমালায় বিশেষ আয়োজনতো দূরের কথা সাধারণ আয়োজনও করে নাই। প্রশ্ন হলো ইলেকট্রনিক মিডিয়া কেন এই মহান দিনটির স্মরণে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নাই। যেই মহান নবীর জন্য এই জগত সৃষ্টি, আর তাঁর জীবন নিয়ে যদি আধ-এক ঘন্টা বিশেষ আলোচনা না করা হয় তা হলে শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত দাবী করে লাভ কি? আজ যদি ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ উপলক্ষে রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের নানান ঘটনাবলী জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হত এবং তিনি (সা.) যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আর মানব জাতির মুক্তির জন্য এসেছেন তা প্রচার করতো তাহলে ইসলাম সম্পর্কে যারা অপবাদ রটনা করে তাদের মনোভাব কিছুটা হলেও পরিবর্তন হতো আর আমরা হেদায়াত লাভ করে সঠিক পথে চলতে পারতাম। রসূল করীম (সা.) তো সাম্প্রদায়ীক ছিলেন না, তিনি তো ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা হিসেবে এসেছেন।

তাই বড়ই আক্ষেপের সাথে বলতে হয় আমরা কতই হতভাগা যে, শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হয়েও তাঁর স্মরণে তেমন কিছুই করছি না আর যদি কিছু করছি তা শুধু বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখছি, নিজ জীবনে তার বাস্তবায়ন করছি না। দেখা যায় আমাদের দেশের নেতারা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তৃতা ঠিকই প্রদান করেন কিন্তু রসূল করীম (সা.)এর জীবনাদর্শের আলোকে জীবন গড়ার কথা কোন নেতা কর্মীই উল্লেখ করে না বা ২০/২৫ মিঃ তাঁর সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেও দেখা যায় না। মনে করা হয় এ কাজ শুধু আলেম সমাজের কিন্তু তিনি (সা.) তো শুধু আলেমদের জন্য আসেন নাই, তাঁর শিক্ষা সবার জন্য। আমরা যদি রসূল করীম (সা.) এর অনুসরণ না করি এবং তাঁকে সর্বদিক থেকে প্রাধান্য না দেই তা হলে আমরা সব কিছু থেকেই পিছিয়ে থাকবো। খোদা তাআলা আমাদের সবাইকে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পূর্ণ অনুসরণ করার ও তাঁর বাণী সর্বত্রে ছড়িয়ে দেয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

বাংলা ডেস্ক লন্ডনের এক পত্র বাংলাদেশের ৮৫তম কেন্দ্রীয় সালানা জলসা সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে – হুযূর (আই.)-এর আশিসপূর্ণ দোয়া ও স্নেহমাখা প্রত্যাশা

২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত. বাংলাদেশ।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে কুশলে আছেন। আপনার পাঠানো আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর ৮৫তম সালানা জলসার সবগুলো রিপোর্ট হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর খিদমতে পেশ করা হয়েছে। হুযূর বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সকলকে যুগ ইমামের নির্দেশনা শতভাগ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন এবং খলীফার হৃদয়ে আপনাদের প্রতি ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন।

মহান আল্লাহ্ তাআলা বাংলাদেশের প্রত্যেক আহমদীর সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধান করুন এবং সকল ক্ষেত্রে আপনাদেরকে তাঁর ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করুন।

হুযূর (আই.)-এর নির্দেশে এই পত্র লেখা হচ্ছে। মহান আল্লাহ্ তাআলা সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হোন, আমীন।

ওয়াস্‌সালাম
খাকসার
আহমদ তারেক মুবাশ্বের
ইনচার্জ (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলা ডেস্ক, লন্ডন

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা পালিত

ডেস্ক নিউজ ঃ গত ১৩/০৩/২০০৯ রোজ শুক্রবার বিকাল ৩ ঘটিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বকশীবাজার দারুত তবলীগ মসজিদে মোহতরম মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন নায়েব ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে মহান সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন ও নযম পরিবেশন করেন জনাব মামুন উর রশিদ। এতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, মাওলানা শেখ মুস্তাফিজুর রহমান (শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ), মাওলানা আলহাজ্জ সালেহ্ আহমদ (শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ), মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, (প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ)।

সবশেষে সভাপতি সাহেব রসূল করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর আমাদের জীবন যেন পরিচালিত করি সে বিষয়ে বক্তব্য রেখে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই অনুষ্ঠানে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের সকল ছাত্র-শিক্ষক সহ জামা'তের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সুন্দরবনের ২৭তম বার্ষিক ও স্থানীয় জলসা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত

জলসায় বক্তব্য রাখছেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ, মঞ্চে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব

২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ রোজ শুক্র ও শনিবার মহান আল্লাহ্ তাআলার রহমতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সুন্দরবনের ২৭তম বার্ষিক জলসা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় হুযূর (আই.) এর সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ, জনাব তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত, জনাব কাওসার আলী মোল্লা সাহেব। এ ছাড়া আরও কয়েকজন ঢাকার সদস্য ও এম,টি,এ টিম যোগদান করেন। বাংলাদেশের অন্যান্য জামা'ত থেকেও যেমন, আহমদনগর, সৈয়দপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরায়ণগঞ্জ এই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। জলসায় প্রথম দিনের পুরুষ ১১০০ জন ও মহিলা ৭০০ জন এবং দ্বিতীয় দিনের উপস্থিতি ছিল পুরুষ ১২০৪ জন ও মহিলা ৮৩৫ জন। এবং প্যান্ডেলের বাইরে প্রায় পুরুষ সাত শতাধিক ও দুই শতাধিক মহিলা উপস্থিত হয়ে জলসার বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান শোনেন। ২০/০২/০৯ তারিখ বাদ জুমুআ জলসা শুরু হয়। সভাপতি ছিলেন হুযূর (আই.) সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, মোয়াল্লেম শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, অতঃপর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষণে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া করান। এ অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ইসলামে আহমদীয়া খিলাফত–জনাব আব্দুর রজ্জাক আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খুলনা। আমি কেন আহমদী হলাম, নও আহমদী–জনাব ওমর আলী এবং মাগরিব ও ইশার নামাযের বিরতির পর পুনরায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে নযম পেশ করেন জি, এম সাব্বির আহমদ, বক্তব্য রাখেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ, মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ। হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শোনার পর একটি নযম পরিবেশন করেন জনাব ডাঃ এম হযরত আলী, অতঃপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়, প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন–মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর। ২১/০২/০৯ তারিখের সকাল ১০ ঘটিকায় লাজনাদের অধিবেশন দুপুর ১২-০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, সভাপতি ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সুন্দরবনের আমীর। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদ আহমদ পল্লব, নযম পেশ করেন, শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি, মিশনারী ইনচার্জ ও সভাপতি সুন্দরবনের আমীর। বিকাল ৩-৩০ মিঃ থেকে সমপ্তি অধিবেশন শুরু হয়, এতে সভাপতি ছিলেন হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি মোহরতম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস,এম, তরিকুল ইসলাম, নযম পেশ করেন জনাব ইকবাল হোসেন, বক্তব্য রাখেন একই ধর্ম যুগে যুগে জনাব কাওসার আলী মোল্লা। ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা, মোহতরম মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ। আমি কেন আহমদী হলাম, জনাব হাফেজ ওসমান গনি এবং মাগরিব ও এশার নামাযের বিরতির পর নযমের মধ্য দিয়ে পুনরায় শুরু হয়, নযম পেশ করেন শেখ আসলাম আহমদ, শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন চেয়ারম্যান জলসা কমিটি জনাব এস, এম শফিকুল ইসলাম, অতঃপর সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া করান হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, অতঃপর রাত ৮টা থেকে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন, মোহতরম মাওলানা আব্দুল আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব এই প্রশ্নোত্তর পর্ব সমাপ্তির মধ্য দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবনের ২৭তম বার্ষিক জলসার সমাপ্তি হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এ মহতি জলসায় নওমোবাইন ও জেরে তবলীগ বন্ধুদের উপস্থিত ছিল সন্তোষজনক। শতাধিক জেরে তবলীগ বন্ধুদের মধ্যে ২৯ জন বয়আত করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

এস, এম, রেজাউল করিম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতির ১০ম বার্ষিক ও আঞ্চলিক সালানা জলসা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত

গত ১৩ ও ১৪ই মার্চ ২০০৯ রোজ শুক্র ও শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতি মসজিদ প্রাঙ্গনে ১০তম আঞ্চালিক সালানা জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিকাল ৩টায় মোহতরম আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে তেলাওয়াত কুরআন ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে ফজলুল হক ও এহসানুল হাবীব জয়। ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও সত্যতার ওপর মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্ এবং মালী কুরবানী ওসীয়্যত ব্যবস্থা এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব আলহাজ্জ একে রেজাউল করীম, বাংলা নযম পেশ করেন জনাব খলিল আহমদ।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন সকাল ১০টায় আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, সাবেক ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব আব্দুর রব খন্দকার ও

বক্তব্য রাখছেন আলহাজ্জ একে রেজাউল করীম, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওমরে আমা

আরাফ আহমদ সাদিক, ইকামাতুস সালাত এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা বশীর আহমদ, তরবিয়তে আওলাদ, এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মঞ্জুর হোসেন, বি. বাড়ীয়া, বাংলা পুঁথি পাঠ : রুস্তম আলী, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শানে ইমাম মাহদী (আ.) এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এহসানুল হাবিব জয়।

বিকেল ৩টায় আব্দুল হান্নান, প্রেসিডেন্ট কটিয়াদীর সভাপতিত্বে সমাপ্ত অধিবেশন শুরু হয় কুরআন তিলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে। এরপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন, মৌলবী এনামুল হক রনী, মোয়াল্লেম, সৈয়দ আনোয়ার আলী, মহানবী (সা.) এর জীবনাদর্শের ওপর মাওলানা নওশাদ আহমদ, শুকরিয়া জ্ঞাপন চেয়ারম্যান জলসা কমিটি, জনাব নজরুল ইসলাম। অবশেষে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাণী পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ আবুল খায়ের, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪। এই জলসায় প্রায় সাড়ে নয় শতাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। -বশির আহমদ

জামা'ত ও অংগসংগঠনসমূহের অন্যান্য কর্মতৎপরতার সংবাদ

সারা দেশে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়, কয়েকটি জামা'তের সংবাদ পরিবেশিত হলো ঃ

রঘুনাথপুরবাগ

গত ৬ মার্চ বাদ জুমুআ রঘুনাথপুর বাগ জামা'তের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত হয়, আলমাহদুলিল্লাহ্। রজনী গন্ধা ফুল দিয়ে সভায় অংশগ্রহণকারীদের অভ্যর্থনা জনানোর মধ্য দিয়ে মৌলভী শাহ আলম খান প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রপ্ত) এর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন ওয়াসীম আহমদ, নযম পরিবেশন করেন মসীহ উল আলম খান শোভন। বিদসটির গুরুত্ব ও মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন জনাব জাহিদ হোসেন (কায়েদ), জনাব আবুল বাশার (যয়ীম)। সভাপতি সাহেবের বক্তৃতার পর মিষ্টি বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। পাঁচটি অংগসংগঠনের প্রায় ৪০ জন সদস্য/সদস্যা এতে অংশ গ্রহণ করেন।

শাহ্ আলম খান

কাউনিয়া

অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কাউনিয়ায় গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়, (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ কাউসার আহমদ সিকদার। তেলাওয়াতে কুরআন মোহাম্মদ রাজন সিকদার, নযম পাঠ মোহাম্মদ মিরজা সিকদার। সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব

মোহাম্মদ সজীব মিয়া, মোহাম্মদ সেলিম (কায়েদ), মোহাম্মদ মাসুম সিকদার ও খাকসার। সভায় উপস্থিত আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতসহ সর্বমোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সাহেবের সমাপনী বক্তব্য, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

-মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

নাসেরাবাদ

গত ২৭/০২/০৯ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাসেরাবাদের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অত্র জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ শওকত আলী । কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের তাৎপর্য ও তাঁর কর্মময় জীবনের এক ঝলক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান , আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম জনাব মোহাম্মদ মজিবুর রহমান মাষ্টার, জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আব্দুস সাদেক ও অত্র জামা'তের মোয়াল্লেম জনাব মৌলবী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। পরে সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে মোট ২১ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

–দেলোয়ার হোসেন

খুলনা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার উদ্যোগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখ স্থানীয় জামা'তের মোহতরম আমীর জনাব আব্দুর রজ্জাক সাহেব এর সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ইজাজুর রহমান শুভ এবং নযম পাঠ করে শুনান জনাব মাহমুদ আহমদ পল্লব। অতঃপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও তার পূর্ণতা এবং মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) -এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ্ শামসুর রহমান, আঞ্চলিক সমন্বয়ক যয়ীমে আলা, মজলিস আনসরুল্লাহ্ খুলনা এবং মুবাশ্বের মুরব্বী মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ। সবশেষে সভাপতি সাহেব মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর খিলাফতকালীন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দিকনির্দেশনার কথা স্মরণ করিয়ে সে মোতাবেক সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন, দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনা সভায় মোট ৪৯ জন উপস্থিত ছিলেন। –জি, এম, মুশফিকুর রহমান

মিরপুর

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ০৯ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর এর উদ্যোগে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়। মিরপুর জামা'তের আমীর মোহতরম বি, আকরাম খান চৌধুরীর সভাপতিত্বে বাদ জুমুআ অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কুরাইশী মোহাম্মদ সাদেক। উক্ত অনুষ্ঠানে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আখতরুজ্জামান, আলহাজ্জ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান এবং জনাব মাওলানা মোহাম্মদ সুলায়মান সুমন। বক্তাগণ বলেন, মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এর পূর্ণতা, ইসলাম ও হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হল মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী। উক্ত অনুষ্ঠানে পিয়াস ও তাঁর দল সমবেত নযম পেশ করে। অবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভাপতি সাহেব সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

কুমিল্লা

গত ২০ ফেব্রয়ারী ২০০৯ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কুমিল্লার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়। মোহাম্মদ জাহিদ হোসেনের উপস্থাপনায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান (আকবর), এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কর্মময় জীবনের কতিপয় দিকের প্রতি আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন জনাব হেলাল আহমদ। পরবর্তীতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সুউজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দান করেন মুবাশ্বের মুরব্বী মাওলানা রবিউল ইসলাম সাহেব। অতঃপর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট আলহাজ্জ আলী আকবর ভূইয়া সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনূষ্ঠান শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে অর্ধ শতাধিক সদস্য/সদস্যা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করেন।

মোহাম্মদ কামরুল হাসান

'ইসলামী নীতিদর্শন' পুস্তকের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৩/২০০৯ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্, খুলনা কর্তৃক আয়োজিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত 'ইসলামী নীতিদর্শন' পুস্তকের ওপর এক আলোচনা সভা খুলনার 'বায়তুর রহমান' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। খাকসারের সভাপতিত্বে সেমিনারের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শেখ আলী আকবর। আহাদনামা পাঠ করেন জেলা নাযেম জনাব আব্দুর রাজ্জাক। অতঃপর 'ইসলামী নীতিদর্শন' পুস্তকের ওপর আলোচনা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ নূরুল্লাহ্, মুহাম্মদ ওমর আলী, এস, এম আনসার উদ্দিন ও মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। সবশেষে খাকছারের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভা শেষ হয়। সভায় মোট ১৩ জন আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

- মোহাম্মদ শামসুর রহমান

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার তালিম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ০১/০৩/০৯ থেকে ০৩/০৩/০৯ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাসগুলি খুব সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত ক্লাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা কোরায়েশা মাজেদ, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। এই ক্লাসে সহী কুরআন শিক্ষা, ওসীয়্যতের গুরুত্ব, খাতামান্নাবীঈনের প্রকৃত অর্থ, রমযানের কল্যাণ, ইতেকাফের গুরুত্ব, জামা'তী বিভিন্ন বই পুস্তকের ওপর আলোচনা ও পরীক্ষা নেওয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস শেষ হয়। ক্লাসে লাজনা ও নাসেরাত বোন সহ ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। -জহুরা তাজনীন

শুভ বিবাহ

গত ০৬/০২/০৯ মোছাঃ নওশীন আহমেদ, পিতা-মরহুম গোলাম আহমদ, ৯, ইন্দিরা রোড, ঢাকা-১২১৫ এর সাথে মুহাম্মদ সাদেক হোসেন, পিতা-খালেদ আনোয়ার হোসেন, ৪৬নং বাউন্ডারী রোড এর বিবাহ ৫,০০,০০১/- (পাঁচ লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৬১/০৯

গত ৩০/১১/২০০৮ মোছাঃ নূরজাহান বেগম, পিতা-মোহাম্মদ নিয়ত আলী, গ্রাম বাকতা, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ এর সাথে মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিক, পিতা-মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন খান, হাতী লেইট বাবুলের বাজার, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৬২/০৯

গত ১৩/০২/০৯ মোছাঃ শারমীন আক্তার লীজা, পিতা-হুমায়ুন কবীর, কান্দিপাড়া, বি বাড়িয়া-এর সাথে আশেক এলাহী, পিতা-মরহুম সিদ্দিক আহমদ, ফাজিলপুর, ফেনী এর বিবাহ ১,০০.০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৬৩/০৯

গত ১৩/০২/০৯ মোছাঃ রুমা আক্তার, পিতা-তাজনূর হোসেন, ডাক-বীরগাঁও, সুনামগঞ্জ এর সাথে আকমল হোসেন, পিতা-কামাল উদ্দিন, ডাক বীরগাঁও, সুনামগঞ্জ এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৬৪/০৯

গত ১৩/০২/০৯ মোছাঃ শাহনাজ পারভীন, পিতা-শাহ গিয়াস উদ্দিন, নিয়ামত পুর মুন্সী-পাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর সাথে মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, পিতা-মৃতঃ মোহাম্মদ একরামুল হক, মেহের চন্দী, পূর্ব পাড়া, রাজশাহী এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৬৫/০৯

গত ১৪/০২/০৯ সৈয়দ নাজিয়া তাবাস সুম (স্বর্ণা) পিতা-সৈয়দ মোবারক আহমেদ (মামুন), ৮৪ শহীদ সাইফুদ্দীন রোড, চট্টগ্রাম এর সাথে মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ ছমির উদ্দিন, কাশর, থানা কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৬৬/০৯

গত ১৪/০২/০৯ মোছাঃ নুসরাত সাদেকা পিতা-মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, আহমদনগর ধাক্কামারা, পঞ্চগড় এর সাথে জুয়েল আহমদ ভূইয়া, পিতা-কাজল আহমদ ভুইয়া, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বি. বাড়িয়া এর বিবাহ ২,৪০,০০০/- (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৬৭/০৯

গত ১৪/০২/০৯ মোছাঃ আবিদা সুলতানা, পিতা-মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, বি-৩৬/এফ-১৫ হাউজিং এষ্টেট, বিজলী মহল্লা, মোহাম্মদ পুর এর সাথে মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন পিতা-মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, কৈগাড়ী, কুঞ্চপুর, জংলী, নাটোর এর বিবাহ ২,০০.০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৬৮/০৯

গত ১৫/০২/০৯ মোছাঃ হুস্না খাতুন (এ্যানি), পিতা-হাসান উদ্দিন আহমদ, বাসা নং ২৩২, ব্লক-ধ সেকশন-১২. মিরপুর, পল্লবী এর সাথে আতাউল্লাহ্ হবীব, পিতা মৃত-আতাউর রহমান, দেবগ্রাম, আখাউড়া, বি, বাড়িয়া এর বিবাহ ১,৭০০,০০০/- (একলক্ষ সাত হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৬৯/০৯

গত ১৫/০২/০৯ মোছাঃ সাবিয়া সুলতানা (পাপিয়া), পিতা-শেখ সলিম উদ্দীন, ভাদুঘর, বি, বাড়িয়া এর সাথে জামাল আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ মহসিন মিয়া, তারুয়া, বি, বাড়িয়া এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৭০/০৯

গত ০৬/০২/০৯ মোছাঃ মোফাচ্ছির ফেরদৌস (মনি) পিতা-মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম চান্দিনা, কুমিল্লা এর সাথে আহমদ রিয়াজ, পিতা-মরহুম লকিয়ত উল্লাহ্, ৮৪, এস,এম খালেদ রোড, চট্টগ্রাম এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৭১/০৯

গত ০৮/০৩/০৯ মোছাঃ ফারহানা হোসেন তন্বী, পিতা-মোহাম্মদ জাকির হোসেন, গ্রাম-বালিয়া, পোঃ চরসিন্দুর, থানাঃ পলাশ, জেলা নরসিংদী এর সাথে মাহমুদ আহমদ সুমন (মোয়াল্লেম ওয়াকফে যিন্দেগী), পিতা-জনাব শহিদ আহমদ, গ্রামঃ আহমদনগর, পোঃ ধাক্কামারা, জেলা পঞ্চগড় এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৭২/০৯

গত ১০/০২/০৯ মোছাঃ মাহমুদা আহমদ, পিতা-মাহমুদ আহমদ, 20 Holl. N.S.W.O.R.T.H. ROAD - MARSDEN PARK N.S.W. 2765 AUSTRALIA - এর সাথে সিকদার তাহের আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ্ সিকদার মিরপুর-১ ঢাকা এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৭৩/০৯

ভূট্টা বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

১) ভূট্টার মোচা সংগ্রহ:-
চাষী ভাই, শতকরা ৮০% ভাগ পাকা নিশ্চিত হলে যেকোন দিন আপনি ভূট্টার মোচা সংগ্রহ করতে পারেন। এপক্ষকাল থেকে প্রাকৃতিক দূর্যোগের মৌসুম শুরু হয়ে যাবে তাই ভূট্টা পাকার সাথে সাথে মোচা সংগ্রহ করুন। যদি কোন কারনে মোচ সংগ্রহে বিলম্ব হয় তা হলে মোচার নিচ থেকে গাছ ভেঙ্গে মোচা নিম্নমূখী করে রাখা উত্তম। এতে হঠাৎ করে বৃষ্টি হলেও দানা নষ্ট হবে না। ভাল দিনে মোচা সংগহ করুন। গাছ থেকে মোচার খোসা ছাড়িয়ে মোচা সংগহ করা উত্তম। এ কাজের জন্য আপনি বাঁশের সূঁচালো কাঠি ব্যবহার করে মোচার খোসার অগ্রভাগ ছিড়ে মোচা বেড় করে শুধু মোচা সংগ্রহ করুন। নিম্নে ৮০% পাকার বৈশিষ্ট প্রদান করা হলো। বৈশিষ্টগুলি যাচাই করে মোচা সংগ্রহ করুন।

(ক) গাছের পাতা শুকিয়ে হলুদ/ বাদামী বর্ণ ধারণ করবে।

(খ) মোচার খোসা শুকিয়ে খড়ের রং ধারণ করবে।

(গ) মোচা থেকে দানা খুলে দানার গোড়ায় নখ দিয়ে খুচিয়ে সামান্য ভিতরে কালো/ বাদামী রং এর দাগ পাওয়া যাবে।

২) মোচা শুকানো:-
মোচা সংগ্রহের পর ৪ দিন ভাল করে রোদে শুকাতে হবে। সরাসরি মাটি অথবা পাকা মেঝেতে শুকানো উচিৎ হবেনা। চাটাই /হুগলা/ত্রিপলের উপর শুকাবেন। মোচা শুকানো কম হলে মাড়াইয়ের সময় দানা থেতলে যাবে। থেতলানো দানা থেকে বীজ রাখা যাবে না।

৩) মোচা থেকে বীজ ছাড়ানো:-
হাত দিয়ে অথবা মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে দানা / বীজ ছাড়াতে পারেন। মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ে অনেক বেশী দানা / বীজ ছাড়ানো যায়।

৪) বীজ / দানা শুকানো:-
ভূট্টার দানা / বীজ মোচা থেকে ছাড়ানোর পর পরই রৌদ্রে শুকাতে হয়। দানা ছাড়ানোর পর প্রথম ৩/৪ দিন দিনে ৩-৪ ঘন্টা করে শুকাতে হবে। এরপর সারাদিন শুকাতে পারবেন। দানা/ বীজ চাটাই অথবা ত্রিপল এর উপর শুকাবেন। মনে রাখবেন মোচা ছাড়ানোর পর পরই প্রচন্ড রোদে সারাদিন শুকালে দানার পিছনের অংশ ফেটে যাবে। এতে বীজের গুণগতমানের ক্ষতি হবে এবং দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যাবে না। ভূট্টা ১০%-১২% আর্দ্রতায় শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

৫) সংরক্ষণ :-
বীজ হিসাবে সংরক্ষণ করেতে হলে প্রথমে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নিতে হবে। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮০% ভাগের উপরে থাকলে বীজ সংরক্ষণ করুন। বায়ুরোধী পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করুন। বাজারে এখন ধাতব/ মোটা প্লাস্টিকের বায়ুরোধী পাত্র পাওয়া যাচ্ছে। ঐ সকল পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করুন।

৬) গুদামের আবহাওয়া এবং অবস্থা:-
শুস্কগুদামে বীজ সংরক্ষণ করুন। শ্যাতশেতে গুদামে গুদামজাত করবেন না। গুদামের মেজে অন্তত পাকা হওয়া প্রয়োজন। তবে কোন মেজেতেই সরাসরি বীজ পাত্র রাখা উচিৎ হবে না। মাঁচা তৈরী করে মাচার উপর বীজ পাত্র সংরক্ষণ করুন। গুদামে ইঁদুর কীট পতঙ্গ এবং ক্ষুদ্রাকার মাকড়সা দমন করুন।

৭) বীজ পরীক্ষা:-
চাষী ভাই মাঝে মাঝে রৌদ্রোজ্জল শুস্ক দিবসে বীজের পাত্র খুলে বীজের আর্দ্রতা এবং অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করুন। বীজ নরম হয়ে গেলে শুকিয়ে আবার সংরক্ষণ করুন। কখনও আর্দ্র আবহাওয়ায় বীজের পাত্র খুলবেন না।

বিঃ দ্রঃ- চাষী ভাই, বীজ রাখার সময়ে বীজের পাত্র খালী থাকলে বীজের উপর কাগজ বিছিয়ে কাগজের উপর শুকনো পরিস্কার বালি দিয়ে পাত্র ভর্তী করে বীজের পাত্রের মূখ বন্ধ করুন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরা'য়াত,
আ:মু: জাঃ বাংলাদেশ।

বিজ্ঞপ্তি

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শাহ মোহম্মদ ফয়সাল নামক এক ব্যক্তি তার নিজস্ব উদ্ভট ধর্ম-রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় একটি রাজনৈতিক সংগঠনের নাম দিয়ে তৈরী ভিজিটিং কার্ড ও প্যাড ছাপিয়ে বা কম্পোজ করে বিভিন্ন মানুষের নিকট প্রেরণ করছেন এবং তাতে তিনি আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেশী বিদেশী অতি পরিচিত ডাক ঠিকানা, ওয়েব ঠিকানা, টেলিফোন, মোবাইল ও ফ্যাক্স নম্বর ব্যবহার করছেন বলে জানা যায়। তার এবং অন্য কারো এরূপ কাজের সাথে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের দূরতম সম্পর্কও নাই এবং আমরা তার বিষয়ে সম্পূর্ণ দায় মুক্ত।

সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া,
বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم
আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।
ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)
www.ahmadiyyabangla.org
পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও তাঁর সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অন্যান্য বিষয়বস্তু
পড়ুন
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা
অমূল্য পুস্তকাদি
অমূল্য প্রবন্ধ
পাক্ষিক আহমদী
অন্যান্য প্রকাশনা
শুনুন
ঈমান উদ্দীপক বাংলা হামদ্, নাত ও অন্যান্য বাংলা নযম/কবিতা
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (আসবে)
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) (আসবে)
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ (আসবে)
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান (আসবে)
দেখুন
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (আসবে)
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) (আসবে)
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ (আসবে)
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান (আসবে)
আপনাদের দোয়া ও মুল্যবান মতামতের মাধ্যমে এ মহতী উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করুন
মতামত পাঠানোর ঠিকানা: info@ahmadiyyabangla.org
আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি

Saroware Mahmud
Managing Partner
SOFTVILL
SoftVill
Perfect
Solution
Shop # 716, Multiplan Centre, Level # 7
New Elephant Road, Dhaka-1208, 01670-853696, 01713097438

COMPLETE VIEW OF ADVANCED INDOOR OUTDOOR SIGNAGE & POP SYSTEMS
HSBC
TOYOTA
BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A,Chittagong.
Tel: 683555
HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com
SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

ধানসিড়ি
১০০% খাঁটি সরিষার তৈল

ধানসিড়ি খাঁটি সরিষার তৈলের গুণাবলী

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্নতমানের সরিষা থেকে ঘানিতে প্রস্তুতকৃত ধানসিড়ি খাঁটি সরিষার তৈল। ফুডগ্রেড পি ই টি বোতলে বাজারজাত করা হয়। ধানসিড়ি খাঁটি সরিষার তৈল কোলেস্টেরলমুক্ত তাই এটি স্বাস্থ্যকর।

খাঁটি গাওয়া ঘি
ধানসিড়ি

ধানসিড়ি খাঁটি গাওয়া ঘি-এর গুনাবলী

গরুর দুধের টাটকা ক্রীম দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী। পোলাও, বিরিয়ানী, কোরমা, হালুয়া বা যে কোন সুস্বাদু খাদ্য তৈরীতে ধানসিড়ি গাওয়া ঘি অতুলনীয়।

ধানসিড়ি
রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিড়ি
খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

Amecon Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
Crest
Trophy
Sign Board
Metal Sign
Acrylic Letter
POP & Interior
Digital Printig

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz

Specialist in Making Metal Crest, Trophy, Medal, Silver/Gold Coated Dish Model, Coat Pin, Key Ring, Plastic Sign, Poly Sign, Wooden & SS Febrication

A Home of Quality Crest Trophy & Gift Items

DHAKA HEAD OFFICE
H - 79, Block # H / 11 (1st Floor), Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com